বন্দেগী

১ম খন্ড

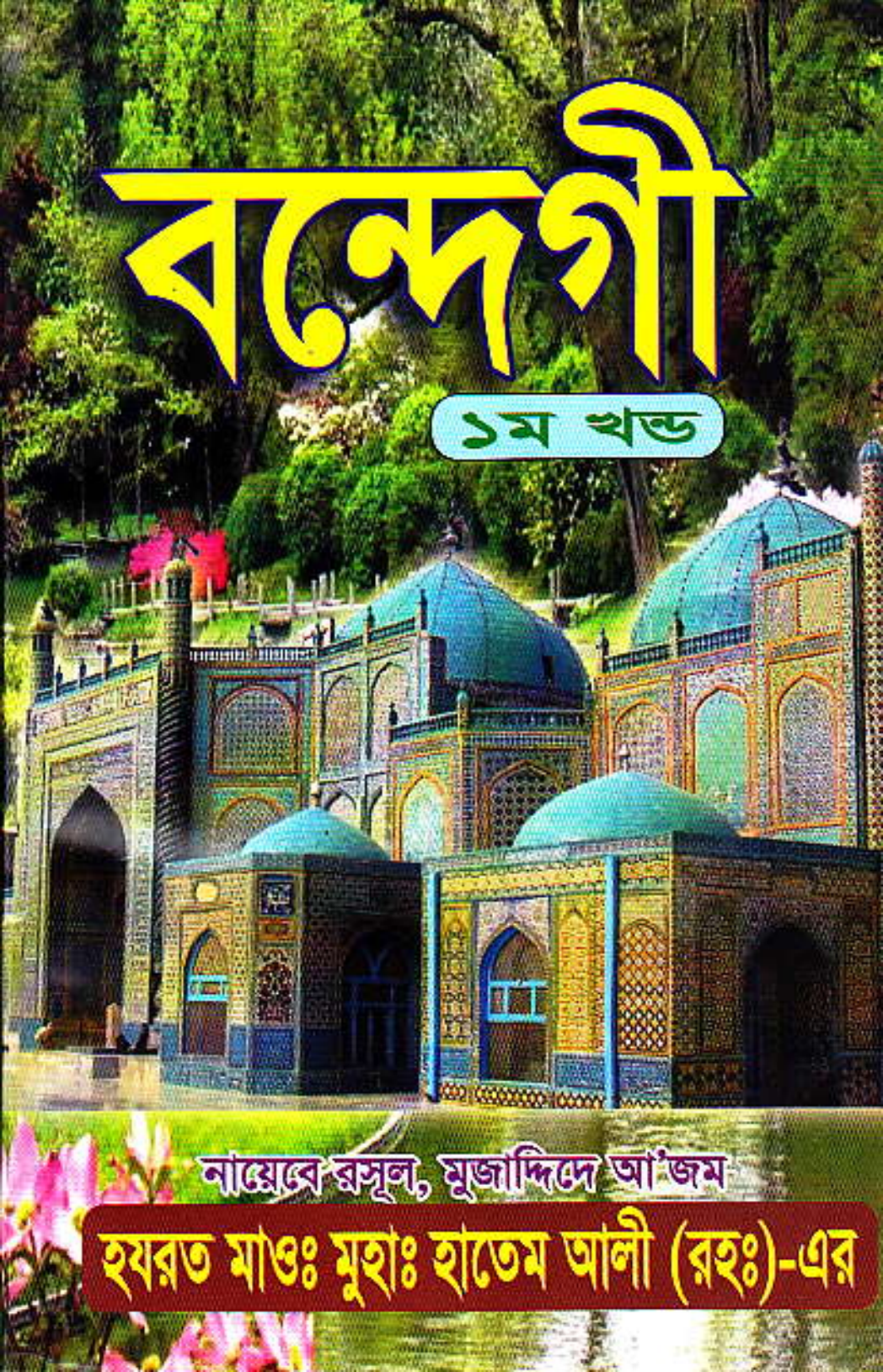

নায়েবে রসূল, মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওঃ মুহাঃ হাতেম আলী (রহঃ)-এর

প্রকাশক ও প্রাপ্তি স্থানের ঠিকানা

নায়েবে রাসূল মাওলানা শাহ্ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ

(ডবল টাইটেল (হাদীস ও তাফসীর), উর্দু ভাষায় ডিপ্লোমা
ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল শিক্ষাগার ও
সৌদী আরবের মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে আরবী ভাষা
প্রশিক্ষণে বিশেষজ্ঞ সনদপ্রাপ্ত এবং
মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'জম (রহঃ)-এর
নিকট থেকে তাছাওউফ শিক্ষাপ্রাপ্ত খলিফা)
দুধল দরবার শরীফ, দুধল মাদ্রাসা-বরিশাল।
মোবাইল ঃ ০১৭১২-৭৫৪৪৮৬

নায়েবে রাসূল মাওলানা শাহ মোঃ আব্দুশ শাকূর

(চার গ্রুপে টাইটেল ও
মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'জম (রহঃ)-এর
নিকট থেকে তাছাওউফ শিক্ষাপ্রাপ্ত খলিফা)
দুধল দরবার শরীফ, দুধল মাদ্রাসা-বরিশাল।

বর্তমান ঠিকানা ঃ মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা
ডাকঘরঃ দামপাড়া, উপজেলাঃ নিকলী, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।
মোবাইল ঃ ০১৭১২-১৫৮৪৯৬

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফেকাহের) বিশ্ব অভিযান কল্পে
প্রতিটি কিতাবের বিনিময় বা মূল্য স্বরূপ ধর্মীয় সাহায্য
৩৫.০০ টাকা

সূচীপত্র

১। ভূমিকা ০৫
২। আকর্ষণীয় ছকের মাধ্যমে বন্দেগীর সঠিক রূপ রেখার বর্ণনা ০৬
৩। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তিন প্রকার বন্দেগীর বর্ণনা ৭-৯
৪। এবাদত কত প্রকার ১০
৫। মাল কি রকম নেয়ামত ১১
৬। অর্থ উপার্জন করা ফরজের প্রমান ১১
৭। টাকা হইলে মানুষ ফেরাউন হইয়া যায় এই কথা কি রকম ১৩
৮। কি কি কাজের জন্য টাকা উপার্জন করা ফরজ ১৩
৯। শরীয়তের বিধান মতে মাল খরচ করার ধারা কয়টি ১৫
১০। গরীবের অভাব মোচনের জন্য খরচ করিবে কোন্ কোন্ ফান্ড হইতে ১৫
১১। সংসারের জরুরী খরচ বলিতে কি বুঝায় ১৯
১২। ধর্ম সরকারেরা ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষা করিয়া রাখিতে সক্ষম হইতেছে না কি জন্য ১৯
১৩। ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের ফান্ড সমূহের বিস্তারিত বিবরন ২৪
১৪। বর্তমান যামানায় বর্নিত ফান্ডগুলির উপর আমল নাই কি জন্য ৩২
১৫। মালী বন্দেগী সম্বন্ধে কেয়ামতের দিবসে কোন প্রশ্ন করা হইবে কিনা ৩৪
১৬। নিজের অর্জিত সম্পত্তির কত অংশ দান করার কথা শরীয়তের বিধানে আছে ৩৫
১৭। ধনী লোকেরা হজ্জ, যাকাত, কোরবানী,সদকায়ে ফেতর আদায় করিয়া দিলে তাহাদের মালী বন্দেগীর হক আদায় হইবে কিনা ৩৫
১৮। বড় বড় ধনী লোকেরা নিজের ধন সম্পদ হইতে এক তৃতীয়াংশ দান করিতে পারে, যাহারা বড় ধনী নয় তাহাদের দানের কথা কুরআন মজীদে আছে কিনা ৩৮
১৯। নায়েবে রাসূল বিরোধী ধর্মীয় ফান্ড সমূহ নষ্ট কারী বাহাত্তর দল ভূক্ত নাকেছ আলেমদের প্রতি আল্লাহর গজব ৩৮
২০। বখীলদের উপরও আল্লাহর গজব পতিত হয় ৩৯
২১। ধর্ম ও ধর্মীয় ফান্ড সমূহ কায়েম ও পরিচালনার মূল দায়িত্ব ও জিম্মা কাহার উপর..... ৪০
২২। মালী বন্দেগীর পথে শয়তানের চরম বাঁধা ৪১
২৩। রাসূলের যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল নমরুদ, ফেরাউন, আবুজাহেল গংদের সাথে, বর্তমানে নায়েবে রাসূলদের যুদ্ধ করিতে হইবে কাহাদের সাথে ৪২
২৪। বোখলের বিস্তারিত আলোচনা ৪৪-৪৮
২৫। ওয়াজ করিয়া ও ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা দিয়া টাকা দেওয়া ও নেওয়া সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা ৪৯-৫৬
২৬। মালী বন্দেগী সম্পর্কে কুরআনের বিশেষ ঘোষণা ৫৭
২৭। মালী বন্দেগী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সাবধান বাণী ৫৮

২৮। আল্লাহ্ বেহেশ্তের বিনিময়ে মুসলমানদের জান ও মাল ক্রয় করিয়া নিয়াছেন ... ৫৯
২৯। দ্বীন প্রচারের কাজে শক্তি থাকিতে সাহায্য না করা গুনাহের কাজ ৬০
৩০। কোন্ ব্যক্তির জন্য ফিরিশতারা দোয়া করে ৬২
৩১। কিসে গুনাহ মাফ হয় ৬২
৩২। কে জান্নাতের নিকটবর্তী ৬৪
৩৩। বেহেশতে যাওয়ার অছীলা কি ৬৫
৩৪। দানকে বালা-মছীবাত অতিক্রম করিতে পারেনা ৬৬
৩৫। কোন বন্দেগীতে মাল কমেনা ৬৮
৩৬। কিসে আল্লাহর রাগ - গোস্সা প্রশমিত হয় ও অপমৃত্যু রোধ হয় ৬৯
৩৭। কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের ছায়া হবে কি ৬৯
৩৮। কখন সংসারে খরচকৃত টাকারও ছাওয়াব হয় ৭০
৩৯। কোন্ বন্দেগী আদায় করলে আল্লাহ মাল বাড়ানোর ব্যবস্থা করেন ৭০
৪০। কি জিনিস অনেক শক্তিশালী ৭৪
৪১। কখন আল্লাহ মাল ছিনিয়ে নিয়ে যায় ৭৬
৪২। দানের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা উচিৎ ৭৯
৪৩। যাহারা মালী বন্দেগী করিবে না তাহাদের অবস্থা কি হইবে ৮২
৪৪। কিসে মাল বিনষ্ট হয় ৮৪
৪৫। মালী বন্দেগী আখেরাতে নাজাতের এক বিরাট অছীলা ৮৫
৪৬। কাহারা আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাইবে ৮৬
৪৭। কি কি কারণে দানের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকিবে ৮৭
৪৮। দানে মাল বৃদ্ধি পায় ৮৯
৪৯। রাসূল/নায়েবে রাসূলকে দান করিলে মাল বৃদ্ধি পায় ৯৩
৫০। দানে মাল বাড়ে এবং বিপদ কাটে ৯৪
৫১। মান্নতে বিপদ কাটে ৯৫
৫২। দানে জীবন বাঁচে/বালা কাটে ৯৭
৫৩। মালী বন্দেগীতে বংশের মাল হেফাজত হয় ৯৯
৫৪। বালা পরিমাণ দান করিতে হইবে ৯৯
৫৫। বখীল দুনিয়াতে চোখের পানিদ্বারা নদী প্রবাহিত করিলেও তাহার জন্য জাহান্নাম ... ১০১
৫৬। পূর্ণাঙ্গদ্বীন প্রচারে সকলেরই তৌফিক অনুযায়ী দান করা উচিৎ ১০২
৫৭। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মালী বন্দেগী ১০৩
৫৮। দানের ব্যাপারে সাহাবীদের ঈছার ১০৩
৫৯। দানশীলতার প্রভাব মৃত্যুর পরেও থাকে এবং কবরে দানশীল ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় ১০৪
৬০। ইল্মে তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসার বিজ্ঞাপন ও প্রকাশকের বিশেষ জরুরী বক্তব্য ১০৭-১১১

ভূমিকা

হাশর ময়দানে প্রত্যেক মুসলমানের বেহেশ্ত ভবনে প্রবেশ করার জন্য তিন প্রকার বন্দেগীর হিসাব আল্লাহ্র কাছে বুঝাইয়া দিতে হইবে। রূহানী বন্দেগী, জেছমানী বন্দেগী, মালী বন্দেগী। বর্তমান মুসলমান সমাজ বন্দেগীতে রত থাকিলেও বর্নিত তিন প্রকার বন্দেগীর সঠিক খবর বা রূপ রেখা হইতে বেখবর আছে। আমি বেখবর মুসলমানদিগকে উক্ত তিন ধারার বন্দেগী সম্বন্ধে অবহিত করিবার জন্য তিনখানা কিতাব লিখিলাম। অত্র খন্ডে মালী বন্দেগীর বিস্তারিত বিবরণ লিখা হইল। অত্র খন্ডের নাম "বন্দেগী ১ম খন্ড" রাখা হইল।

"গ্রন্থকার"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার বন্দেগী করার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি।
(আল-ক্বোরআন)

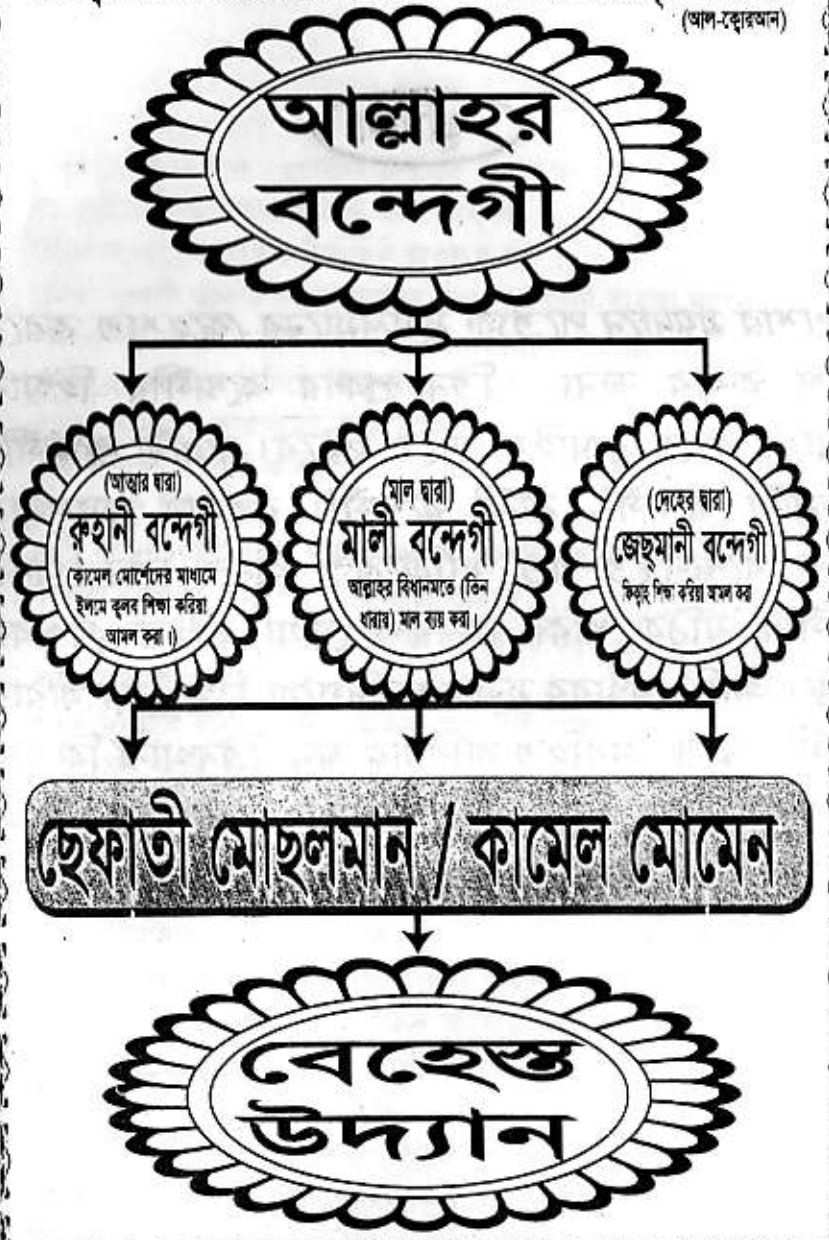

পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তিন প্রকার বন্দেগীর বর্ণনা

মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার প্রথম রুকুতে ইরশাদ করিয়াছেন -

الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ (ط) هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ- اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ- اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

মূলঅর্থ ঃ আলিফ লাম-মিম। ইহা (আল্লাহর) এমন একটি কিতাব, যাতে (বিন্দুমাত্র) সন্দেহ নেই; ইহা মুত্তাক্বিদের জন্য পথ প্রদর্শক। মুত্তাক্বি তাহারা যাহারা গায়েবে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি যে রিজিক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে। আর আপনার প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে এবং আপনার পূর্বে যাহা নাযিল করা হইয়াছিল তাহাতে বিশ্বাস করে এবং তাহারা পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস করে। ঐ সকল লোক তাহাদের প্রভূর পক্ষের হেদায়তের উপর রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম।

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যাহারা শুধু মাত্র গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, নামাজ কায়েম করে এবং মাল হইতে ব্যয় করে তাহারাই হেদায়েত প্রাপ্ত এবং তাহারাই সফলকাম অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, হেদায়াত এবং সফলতা শুধুমাত্র পূর্বে উল্লেখিত তিনটি আমল দ্বারা লাভ করা যায় না। হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য আরও অনেক আমল প্রয়োজন। যেমন- রোজা, হজ্ব, হালাল-হারাম পিতা-মাতা ও সন্তানের হক ইত্যাদি। উল্লেখিত

আয়াতে এই সকল জরুরী আমলের কথা উল্লেখ নাই। অতএব, শুধুমাত্র তিনটি আমলের উপর হেদায়াত এবং সফলতার সনদ প্রদান করা হইল কিভাবে? আমরা জানি যে, আল কুরআন 'জাওয়া মিউল কিলাম' ইহার অর্থ অল্প কথার মধ্যে অনেক তত্ত্ব ও রহস্য নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, হেদায়াত এবং সফলতা পাওয়ার জন্য আরও যে সকল আমল প্রয়োজন অবশ্যই তাহা উল্লেখিত তিনটি আমলের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। আয়াতের প্রতি গভীর ভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, আয়াতের প্রথমাংশে ঈমানের কথা বলা হইয়াছে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, ঈমান গ্রহণ করিতে হয় মূলত আত্মা দ্বারা। আত্মা বা ক্বলবই হইতেছে ঈমানের স্থান। বস্তুতঃ ঈমান আত্মার প্রধান আমল বিধায় আয়াতে তাহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তাছাড়া আত্মার আরও অনেক আমল রহিয়াছে, যাহা উক্ত আয়াতে উহ্য রহিয়াছে এবং পরবর্তী আয়াত উহার প্রমাণ বহন করিতেছে। অতএব আয়াতের সারমর্ম হইতেছে আত্মার সহিত যত আদেশ নিষেধ রহিয়াছে সমুদয় যাহারা পালন করে। আয়াতের এই অংশে আত্মার আমলের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশে নামাজ কায়েম করিবার কথা বলা হইয়াছে। আর আমরা জানি যে, নামাজ কায়েম করিতে হয় দেহ দ্বারা। দেহ বা শরীর ছাড়া নামাজ আদায় করা যায় না। অতএব, নামাজ দেহের প্রধান আমল হওয়ায় আয়াতে উহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। নামাজ ব্যতীত দেহের আরও অনেক আমল রহিয়াছে, যাহা উক্ত আয়াতে উহ্য রহিয়াছে এবং কুরআনের অন্য স্থানে তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হইতেছে দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট যতসব আদেশ-নিষেধ রহিয়াছে সমুদয় যাহারা পালন করে। আয়াতের এই অংশে দেহের আমলের কথা বুঝানো হইয়াছে।

আয়াতের তৃতীয় অংশে রিজিক বা মাল হইতে ব্যয় করিবার কথা বলা হইয়াছে। আমরা জানি যে, ব্যয় করিতে হয় রিজিক বা

মাল হইতে। ব্যয়ের বিষয়টি রিজিক বা মালের সহিত সম্পৃক্ত। অতএব আয়াতের সারমর্ম হইতেছে মালের সহিত সংশ্লিষ্ট যত আদেশ-নিষেধ আছে, সমুদয় যাহারা পালন করে। আয়াতের এই অংশে মালি ইবাদতের কথা বুঝানো হইয়াছে। সুতরাং সূরা বাকারার উক্ত আয়াত হইতে তিন প্রকারের আমল বা বন্দেগী পাওয়া গেল। যথা- আত্মার আমল, দেহের আমল, এবং মালি আমল। এই তিন প্রকারের আমল যাহারা পালন করিবে তাহারা হেদায়েতের উপর রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম।

সুরা বাকারার এই আয়াত হইতে ইহাও পাওয়া গেল যে, মানুষের জীবন তিনটি মৌলিক নিয়ামতের সমন্বয়ে গঠিত। যথা-আত্মা, দেহ এবং মাল।

পবিত্র কুরআন মজীদে ছয় হাজার ছয় শত ছিষট্টি আয়াত রহিয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচ শত আয়াত হইল আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত এবং হাদীস সমূহ থেকে তিন হাজার হাদীস হইতেছে আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কিত। **(প্রমানে নূরুল আনোয়ার)**

কুরআন হাদীসের উক্ত আদেশ নিষেধ ও জরুরী আমলগুলি কতিপয় দেহের সঙ্গে ও কতিপয় আত্মার সঙ্গে এবং কতিপয় মালের সঙ্গে রহিয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, মোমেন দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ জাত মোমেন। তাহাদের মধ্যে মোমেনদের কোন সিফাত পাওয়া যায় না। তাহারা শুধু মুসলমানদের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় ভাগ ছেফাতী মোমেন তাহারা আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিতেছে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ব বিশেষ নেয়ামত তিন ভাগে বিভক্ত আত্মা, দেহ ও মাল। তাহারা আত্মার দ্বারা রূহানী বন্দেগী, দেহ দ্বারা জেছমানী বন্দেগী ও মাল দ্বারা মালী বন্দেগী আদায় করিতেছে। আর বর্ণিত ছিফাতের মোমেনদের জন্যই হিসাব অন্তে বেহেশ্তের সুসংবাদ রহিয়াছে।

১। প্রশ্নঃ এবাদত কত প্রকার ?

উত্তর ঃ এবাদত তিন প্রকার। যথা– এবাদতে রূহানী, এবাদতে জেছমানী ও এবাদতে মালী।

২। প্রশ্নঃ এবাদতে রূহানী কাহাকে বলে ?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তায়ালা রূহের উপর যে আদেশ ও নিষেধ করিয়াছেন, উক্ত আদেশ–নিষেধের মাছয়ালাকে মুহ্লিকাত–মুন্জিয়াতের মাছয়ালা বা তাছাওউফের মাছয়ালা বলে। উক্ত মাছয়ালাসমূহ (কামেল মোর্শেদের মাধ্যমে) শিক্ষা করিয়া উহার উপর আমল করার নাম রূহানী এবাদত।

৩। প্রশ্নঃ কেহ যদি তাছাওউফের মাছয়ালা শিক্ষা না করিয়া দিবা রাত্র আল্লাহর ধ্যানে বসিয়া থাকে বা সর্বদা মুখে জেকের জারী রাখে তাহাতে রূহানী এবাদত হইবে কিনা ?

উত্তরঃ তাছাওউফের মাছয়ালা শিক্ষা করা ফরজ। আমল করাও ফরজ। আর দিবারাত্র আল্লাহ্র ধ্যানে বসিয়া থাকা বা সর্বদা মুখে জেকের করা মোস্তাহাব বা নফল এবাদত। এক্ষণে ফরজ ছাড়িয়া নফল এবাদতে মশগুল হওয়া শরীয়তের খেলাফ। যেমন–পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় না করিয়া দিবারাত্র নফল নামাজ পড়া, আর রমজান মাসের ফরজ রোজা আদায় না করিয়া শাবানের রোজাতে মত্ত হওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, রূহানী বন্দেগীর মাছয়ালাসমূহ আমার লিখিত তাছাওউফ শিক্ষা ১- ১৫ খন্ডে লিখা হইয়াছে এবং বন্দেগী নামক পুস্তকের ৩য় খন্ডেও লিখা হইয়াছে। উহা পাঠ করুন।

৪। প্রশ্নঃ এবাদতে জেছমানী কাহাকে বলে ?

উত্তরঃ দেহ দ্বারা যে বন্দেগী আদায় করিতে হয় উহাকে জেছমানী বন্দেগী বলে। জেছমানী এবাদত দুই ভাগে বিভক্ত- এক ভাগ আল্লাহ্র সঙ্গে মোতায়াল্লাক, (সম্পর্কযুক্ত) ইহার নাম এবাদত। আর একভাগ জগতের সঙ্গে মোতায়াল্লাক, ইহার নাম মোয়ামালাত। এই দুইভাগ মাছয়ালা শিক্ষা করিয়া উহার উপর আমল করিবার নাম জেছমানী এবাদত। **জেছমানী বন্দেগীর বর্ণনা আমার লিখিত শরীয়াত বা ইসলাম ধর্ম নামক পুস্তকে লিখা হইয়াছে এবং বন্দেগী নামক পুস্তকের ২য় খন্ডেও লিখা হইয়াছে। উহা পাঠ করুন।**

৫। প্রশ্নঃ কেহ যদি জেছমানী এবাদতের মাছয়ালা শিক্ষা না করিয়া দিবা রাত্র নামাজ পড়ে এবং বার মাস রোজা থাকে তবে তাহার জেছমানী এবাদত আদায় হইবে কিনা ?

উত্তরঃ এবাদত ও মোয়ামালাত এই দুইভাগ মাছয়ালা শিক্ষা করা ফরজ। আমল করাও ফরজ। আর দিবা রাত্র নামাজ পড়া ও বার মাস রোজা থাকা নফল। এক্ষণে **যাহারা ফরজ ছাড়িয়া নফলে মশগুল হয় তাহারা আহম্মক এবং জ্ঞানহীন। [ফতহুল গায়েবের ৪৮ নং ভাষন]**

৬। প্রশ্নঃ মাল কি রকম নেয়ামত এবং মালী এবাদত কাহাকে বলে ?

উত্তরঃ মাল মস্ত বড় নেয়ামত। যাহার দ্বারা দেহ এবং দেহের ভিতরে আত্মা কায়েম থাকে। যাহার দ্বারা ইহজগত ও পরজগত হাসিল হয়। যাহা ছাড়া এই দুনিয়াতে জীবন বাঁচান যায় না।

আর শরীয়াতের বিধান মতে আয় করা ও শরীয়াতের বিধান মতে ব্যয় করার নাম মালী এবাদত।

৭। প্রশ্নঃ শরীয়তের বিধান মতে যতটাকা আয় করা হইল আর যত টাকা ব্যয় করা হইল সবই এবাদত হইবে কি ?

উত্তরঃ শরীয়তের বিধান মতে যতটাকা আয় বা ব্যয় করা হইবে সবই এবাদতের মধ্যে গণ্য হইবে। কারণ শরীয়তের বিধান মতে আয় দুই ভাগে বিভক্ত। **সাংসারিক ও দ্বীনী ব্যাপারে আবশ্যক পরিমাণ আয় করা ফরজ।** সাংসারিক ও দ্বীনী ব্যাপারে আবশ্যকের বেশী ইসলাম ধর্মের গৌরব বা মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আয়করা মোস্তাহাব। উভয়ই ছওয়াবের কাজ ও এবাদত।

৮। প্রশ্নঃ অর্থ উপার্জন করা যে ফরজ, কুরআনে তাহার প্রমাণ আছে কিনা ?

উত্তরঃ কুরআন মজীদের ২৮ পারায় সূরা জুমার ১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى
الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ .....

মূলঅর্থঃ যখন নামাজ পাঠ করা শেষ হইয়া যায়। তখন তোমরা জমিনের দিকে ছড়াইয়া পর এবং আল্লাহর ফজল তালাশ করিতে থাক। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে কাজের উপযুক্ত সেই কাজ করিয়া টাকা/মাল উপার্জন করিতে থাক।

টাকা/মাল উপার্জন করা আল্লাহর ফজল বা রহমত। কারণ আত্মা দেহ ছাড়া (দুনিয়ার বুকে প্রকাশ্য ভাবে) কায়েম থাকিতে পারে না এবং দেহও মাল ছাড়া জিন্দা বা কায়েম থাকে না। মোট কথা মাল ছাড়া ইহজগত এবং পরজগত উভয় জগতের কোন জগতই হাসিল হইতে পারে না। কাজেই মাল আল্লাহ্‌র তরফের বড় নেয়ামত। এই জন্যই মালকে আল্লাহ্‌র ফজল বলা হইয়াছে।

৯। প্রশ্নঃ অর্থ উর্পাজন করা মোস্তাহাব তাহার প্রমাণ আছে কি ?

উত্তরঃ হযরত (সঃ) একজন সাহাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তোমার কি কি মাল আছে ? সে ব্যক্তি বহু টাকা,বহু উট ও অসংখ্য ছাগল ইত্যাদির বর্ণনা করিলেন। তখন হযরত (সঃ) বলিলেন আল্লাহ্‌কে এই মালের নিদর্শন দেখাইয়া খুশী করিবেনা ? সেই ব্যক্তি তখন বাজারের দিকে চলিয়া গেলেন কিছুক্ষণ পর সহী লেবাছে সজ্জিত হইয়া হযরত (সঃ) এর সামনে হাজির হইলেন। হযরত (সঃ) বলিলেন বেশ এখন তোমাকে ধনবান লোকের মত দেখায়। ইহাতে আল্লাহ্ বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যেরূপ মাল দান করিয়াছেন সেইরূপ তোমাকে দেখিতেছেন।

এই বিবরণে পরিস্কার বুঝা যায় ইসলামের গৌরব রক্ষার্থে শরীয়তের বিধান মতে যত টাকা আয় করিবে **সবই ছওয়াবের মধ্যে গণ্য হইবে।** আমাদের বিশ্বনবী (সঃ) শেষ বৎসর একশতটি উট কোরবানী দিয়াছিলেন। কেহ যদি আবশ্যকের বেশী অর্থ উপার্জন করিতে করিতে কোটি পতিও হয়। **আর নিয়ত থাকে যে, আমি অর্থের পরিমাণ ধর্মের উন্নতি করিতে থাকিব। তবে সব আয়ই ছওয়াবের মধ্যে গণ্য হইবে।**

(প্রকাশ থাকে যে, দ্বীনের অপরিহার্য জরুরী ইলেম হাছিল ও কুরআন প্রচার করার জন্য এবং দ্বীন ইসলামের উপরে আক্রমন আসিলে সেই আক্রমন প্রতিরোধ করার জন্য যেই পরিমান টাকা- পয়সা বা মাল আসবাবের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাধ্যমতে সর্বাত্বক চেষ্টা সাধনা করা ফরজ)- প্রকাশক

১০। প্রশ্নঃ টাকা হইলে মানুষ ফেরাউন হইয়া যায় এই কথাটা কি রকম ?

উত্তরঃ বেঈমানের টাকা হইলে দেখা যায় সত্যিই ফেরাউনের মত হইয়া যায়। কিন্তু ঈমানদার লোকের টাকা হইলে সে সোলায়মান সাজিতে পারে।(অর্থাৎ হযরত সোলায়মান (আঃ) এর তরীকায় দ্বীন ইসলামের অকল্পনীয় ব্যাপক খেদমত ও ইসলামের শান মর্যাদার উন্নতি করিতে পারে) এবং হযরত উসমান (রাঃ) এর মত দানবীর সাজিতে পারে।

১১। প্রশ্নঃ কি কি কাজের জন্য টাকা উপার্জন করা ফরজ?

উত্তরঃ নিজের এবং পরিবার বর্গের খোরাক, পোশাক, ঘর-দ্বার, হাবেলী (পর্দা),পেসাব- পায়খানা,গোসল ও পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি তৈয়ার করিতে যত টাকার দরকার উহা উর্পাজন করা ফরজ।

নিজের ধর্ম শিক্ষা ও সন্তানের ধর্ম শিক্ষা ইত্যাদিতে যত টাকার দরকার উক্ত টাকা উপার্জন করা ফরজ। (দ্বীন প্রচার ও দ্বীনের উপরে হামলা আসিলে উক্ত হামলা বা আক্রমন প্রতিরোধ করার জন্য সাধ্যানুযায়ী প্রয়োজনীয় আসবাব উপকরন সংগ্রহ করাও ফরজ। **এ বিষয়ে জখীরায় কারামত তৃতীয় খণ্ডে ও মায়ারেফুল কুরআনের বংঙ্গানুবাদ ৫৪২ পৃষ্টায় বিস্তারিত বর্ণনা আছে)। [প্রকাশক]**

১২। প্রশ্নঃ কি কি প্রকারে টাকা আয় করা শরীয়তের বিধান আছে ?

উত্তরঃ কৃষিকাজ, চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে টাকা আয় করা শরীয়তের বিধান আছে। **কিন্তু কৃষিকাজ করিতে গেলে যেন পরের ফসল সংযোগ না হয়।** চাকুরীর বেতনের সঙ্গে যেন **ঘুষের টাকা জমা না হয়।** ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে **মাপে কম-বেশি না হওয়া চাই।** (অর্থাৎ দেওয়ার সময় কম আর লওয়ার সময় বেশী লওয়া ইহা নাজায়েজ) **ভেজাল জিনিস যেন খাঁটি বলিয়া বিক্রি করা না হয়।** কোন ওয়ারিশকে মিরাছ সম্পদ হইতে যেন **বেদখল করা না হয়।** সে দিকে কড়া দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ط

কশ্মিন কালেও তোমরা (বেহেস্তে যাওয়ার উপযোগী) নেকী অর্জন করিতে পারিবেনা যে পর্যন্ত মহব্বতের মাল থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করিবে। (আল-কোরআন ৪র্থ পারা)

বর্নিতঃ তিনও বিভাগে মাল ব্যয় করিতে হইবে। অন্যথায় বখীল শ্রেনীভুক্ত হইয়া আখেরাতে মহা অপরাধী ও দোযখী সাব্যস্ত হইতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, যাকাত, ফিৎরা ইত্যাদি ইহা শুধুমাত্র ধনীদের উপরে ফরজ/ওয়াজিব।

*** বখীল সাধক যদি জল স্থালে আর+বেহেস্তী না হবে বলে হাদীসে প্রচার।**

১৩। প্রশ্নঃ শরীয়তের বিধান মতে মাল খরচ করার ধারা কয়টি ও কি কি ?

উত্তরঃ শরীয়তের বিধান মতে মাল খরচ করার ধারা তিনটি। যথা- ❑ প্রথম- সংসারের জরুরী কাজে মাল খরচ করা। ❑ দ্বিতীয়- ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তার করিবার জন্য মাল খরচ করা। ❑ তৃতীয়- গরীবের অভাব মোচনের জন্য মাল খরচ করা।

মাল আল্লাহর নেয়ামত। এই মালের শোক্‌রিয়া হইল মাল আল্লাহ্ তা'আলা যে উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্যে মাল খরচ করা। মহান আল্লাহ মাল দান করিয়াছেন সংসার রক্ষা, ধর্ম রক্ষা ও গরীব রক্ষা বিশেষতঃ এই তিন কাজে খরচ করার জন্য। কাজেই বর্ণিত তিন কাজে মাল ব্যয় করিলেই মাল যে আল্লাহ্‌র নেয়ামত উহার শোক্‌রিয়া আদায় হইবে। আর সাধ্যানুযায়ী উক্ত তিন কাজে মাল ব্যয় না করিলে মালের নাশোক্‌রী করা হইবে।

সুতরাং এই তিন ধারায় শরীয়তের বিধান মতে মাল বা অর্থ সম্পদ খরচ করিতে পারিলে মালী বন্দেগী আদায় হইবে।

১৪। প্রশ্নঃ গরীবদের অভাব মোচনের জন্য কোন্ কোন্ ফান্ড হইতে খরচ করিতে হইবে ?

উত্তরঃ - গরীব মুসলমানদের অভাব মোচনের জন্য আল্লাহ তায়ালা কয়েকটি ফান্ড নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। যথা- ❑ যাকাত ফান্ড ❑ সদকায়ে ফেতর ফান্ড ❑ কুরবানীর চামড়া বিক্রির টাকার ফান্ড। এই ফান্ড সমূহের টাকা প্রকৃত গরীব ও হকদার ছাড়া বানোয়াটি ভাবে গরীব সাজিয়া ভক্ষণ করা হারাম।

গোরাবা ফান্ড সমূহের বিস্তারিত বিবরণ

যাকাত ফান্ড

এই ফান্ডটি হইয়াছে গরীব মিছকীন (আতুর, খোড়া, লেংড়া ও লুলা) আমেলীন, নওমুসলীম, গোলাম আজাদ কার্য্যে, কর্জ পরিশোধে, আল্লাহরপথে, বিদেশী মুসাফির ইত্যাদি আট শ্রেণীর অভাবীদের অভাব মোচনের জন্য।

দুনিয়াতে যত ধনী আছে তাহারা রীতিমত যাকাত আদায় করিলে সেই যাকাত ফান্ডের টাকা দ্বারা ফকীর মিছকিন গং খোরাক-পোষাক পাইলে তাহাদের সুখে দিন কাটিয়া যাইতে পারে। আল্লাহ্তায়ালা দুনিয়াতে কতজন ফকীর-মিছকিন আছে তাহা গণনা করিয়া মালদার/ধনী পয়দা করিয়াছেন। আল্লাহ্র গণনাতে ভুল নাই। আর (আল্লাহর বিধান পালন করিলে) ফকীর-মিছকীনদের খোরাক পোষাকেও টান নাই। আল্লাহ্ বেখবর নহেন। তবে বর্তমানে কতক লাল, নীল ইত্যাদি বিভিন্ন রং এর বিজ্ঞাপনে দেখা যায় ফকীর-মিছকীনদের হক মাদ্রাসা বা মসজিদ নির্মাণের জন্য দান করিলে ডবল নেকীর প্রলোভন। উহা ইসলাম নষ্টকারী জ্বাল আলেমদের ধোঁকাবাজী। আল্লাহ্ সমাজকে ধোঁকাবাজদের হাত হইতে রক্ষা করুন। সাবধান ডবল নেকীর আশায় আসল ছওয়াব ও যেন বরবাদ না হয়।

সদ্কায় ফেতের ফান্ড

এই ফান্ড বিশেষতঃ গরীবদের ঈদ কাজ সমাধা করিবার জন্য। গরীবেরা এই ফান্ড হইতে যাহা পাইবে তাহা দ্বারা ছেলেমেয়ের নতুন কাপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজের বন্দোবস্ত করিবে। কিছু বাঁচাইয়া ঈদের খুশীর খানা খাইবে।

কোরবানীর চামড়া বিক্রির পয়সা ফান্ড

ইহা দ্বারা গরীবেরা গরীবি ফান্ডের গোস্ত যাহা লিল্লাহ দান পাইয়াছে তাহা পাক করিবার জন্য তৈল, মরিচ, লবঙ্গ ও এলাচী ইত্যাদি খরিদ করিবে। (মূলকথা- হাল - অবস্থা অনুযায়ী উহার দ্বারা প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করিবে।) কিছু বাঁচাইতে পারিলে দুই এক খানা টুপি, রুমাল ইত্যাদি খরিদ করিয়া ঈদের সাজে সজ্জিত হইবে বা ঈদের নতুন কাপড় কিনিয়া ঈদের খুশী লাভ করিবে।

প্রকাশ থাকে যে, এই গরীব ফান্ডসমূহ গরীবদের জন্য। গরীব ছাড়া ধনীদের জন্য উহা ভক্ষণ করা হারাম।

কতক মাদ্রাসা এরূপ দেখা যায় যে, তাছাওউফের ইলেমের ফরজ আদায় হয় এরূপ কোন কিতাব পাঠ্য নাই, শুধু ফেকাহ ও আকায়েদ পড়াইয়া পূর্ণতার সনদ দিতেছে বা আলেমী দেস্তার বন্দী করিয়া দিতেছে। মাদ্রাসার শিক্ষক সাহেবদের বেতন নির্ধারিত আছে। ছাত্র বেতন ফ্রি করা হইয়াছে। ছাত্রদের পাঠ্য কিতাবগুলি মাদ্রাসার তরফ হইতে দেওয়া হয়। বৎসরের শেষে উক্ত কিতাবসমূহ মাদ্রাসা ফান্ডে জমা হইতেছে। এই যাবতীয় খরচ- সদ্কায় ফেতরা, কোরবানীর চামড়া বিক্রির পয়সা ইত্যাদি ফকিরী হক দ্বারা সমাধা হইতেছে। **ফকির না হইয়া ফকিরী ফান্ড হইতে খোরাকী খাইলে এবং মাদ্রাসার কুতুব খানার জন্য কিতাব খরিদ করিলে ফকিরদের হক নষ্ট করা হয়।** আর গরীব না হইয়া গরীব সাজিয়া সদকায় ফেতরা ইত্যাদি গ্রহণ করিলে হালাল হয়না। বর্ণিত দোষগুলি (গোরাবা ফান্ড লুটিয়া নেওয়া মাদ্রাসা হইতে) দূরিভুত না করা পর্যন্ত সাহায্য করিলে ইসলাম ধর্ম ধ্বংস করার গুনাহে পতিত হইতে হইবে।

যাকাত ফান্ড, সদকায়ে ফেতরা ফান্ড, কোরবানীর চামড়া বিক্রির পয়সা ফান্ড এই ফান্ডগুলি রীতিমত গরীবদের জন্যে খরচ করিবার পর যদি গরীব অনাহারে মরে তবে বুঝিতে হইবে ফকীর-মিছকীনদের সাথে জ্বাল ফকীর-মিছকীন মিশিয়া গিয়াছে। তখন ফকীর-মিছকীনদের পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে জ্বাল ফকীর-মিছকীন কাহারা? অর্থাৎ ফকীর-মিছকীন না হইয়া ফকীর-মিছকীন সাজিয়াছে কাহারা? যাহারা ফকীর-মিছকীন না হইয়া ফকীর-মিছকীন সাজিয়াছে তাহাদিগকে তওবা করাইতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, ১। ফোকারা ২। মাছাকীন ৩। আ'মেলীন ৪। নওমুছলিম ৫। গোলাম আজাদ কার্য্যে ৬। কর্জ পরিশোধে ৭। আল্লাহ তা'আলার পথে ৮। বিদেশী মুছাফির। এই আট দল লোককে যাকাত গং গরীব ফান্ডের মাল দেওয়া যাইতে পারে। প্রমাণে ছুরায়ে তাওবার ৬০ নং আয়াত।

بسم الله الرحمن الرحيم

সাংসারীক ও নিজস্ব জরুরী কাজে মাল ব্যয় করা

(সংসার রক্ষা)

*১নং- নিজের ও ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, এবং পিতা-মাতা গং জন্য আবশ্যকীয় খোরাক, পোষাক, ইসলামী কায়দায় বাড়ী ঘর তৈরী করা, স্ত্রীর মহরানা টাকা, ছেলে মেয়েদের বিবাহ, খাজনা, ট্যাক্স-কর এবং ভদ্রতার খাতিরে যাহা দান করা প্রয়োজন ইত্যাদি কাজে মাল ব্যয় করা।

* ২নং নিজের এবং ছেলে মেয়ে গং দের ধর্মীয় অপরিহার্য্য জরুরী শিক্ষার জন্য ধর্মীয় সঠিক শিক্ষকের বেতন খরচা ও আনুসংগিক যথাঃ- ফরজ মাসআলার কিতাব ক্রয় করা এবং স্থানীয় মসজিদ ও মসজিদের নির্ধারিত ইমাম ছাহেবের বেতন টাকা, ছেলে সন্তানদের জরুরী শিক্ষার জন্য স্থানীয় মক্তব মদ্রাসা ইত্যাদি কাজে মাল ব্যয় করা।

(ইহা নিজস্ব জরুরী খরচার মধ্যে শামিল।)

যাহারা উপরোক্ত সাংসারীক ও নিজস্ব জরুরী কাজে সাধ্য থাকা সত্যেও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মাল ব্যয় করিবেনা তাহারাও বখীল শ্রেনীভুক্ত হইয়া আখেরাতে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে।

মানুষের অভাব দূর করার জন্য মাল ব্যয় করা

(গরীব রক্ষার জন্য মালী বন্দেগী করা)

১। জাকাত ২। ফিত্‌রাহ
৩। ক্বোরবানির চামড়া বিক্রির মূল্য গং

৮ আট দল লোক জাকাত গং এর মাল/টাকা পাইতে পারে- ১। ফোকারা, ২। মাছাকীন, ৩। আমেলীন ৪। নওমুছলিম ৫। গোলাম আজাদ কার্যে ৬। কর্জ পরিশোধে, ৭। আল্লাহর পথে, ৮। বিদেশী মুছাফির

(প্রমানে ছুরায় তাওবা ৬০নং আয়াত।)

বখীল সাধক যদি জল স্থলে আর+বেহেস্তী না হবে বলে হাদীসে প্রচার।

১৫। প্রশ্নঃ সংসারের জরুরী খরচ বলিতে কি বুঝায় ?

উত্তরঃ ১নং নিজের ও ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, এবং পিতা-মাতা গং জন্য আবশ্যকীয় খোরাক, পোষাক, ইসলামী কায়দায় বাড়ি ঘর তৈরি করা, স্ত্রীর মহরানার টাকা, ছেলে মেয়েদের বিবাহ, খাজনা, ট্যাক্স-কর এবং ভদ্রতার খাতিরে যাহা দান করা প্রয়োজন ইত্যাদি কাজে মাল ব্যয় করা।

২নং নিজের এবং ছেলে মেয়ে গংদের ধর্মীয় অপরিহার্য জরুরী শিক্ষার জন্য ধর্মীয় সঠিক শিক্ষক (পীর-ওস্তাদের) বেতন খরচা ও আনুসংগিক যথাঃ- ফরজ মাছয়ালার কিতাব ক্রয় করা এবং স্থানীয় মসজিদ ও মসজিদের নির্ধারিত ইমাম সাহেবের বেতন টাকা, ছেলে সন্তানদের জরুরী শিক্ষার জন্য স্থানীয় মক্তব মাদ্রাসা ইত্যাদিতে যত টাকা দরকার শরীয়াতের বিধান মত খরচ করিয়া যাইতে হইবে। ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য ছাত্রদের উপর শিক্ষকদের বেতন বহন করা আল্লাহর বিধান। (ইহা নিজস্ব জরুরী খরচের মধ্যে শামিল।)

যাহারা উপরোক্ত সাংসারিক ও নিজস্ব জরুরী কাজে সাধ্য থাকা সত্যেও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মাল ব্যয় করিবেনা তাহারাও বখীল শ্রেণীভুক্ত হইয়া আখেরাতে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে।

[ধর্ম সরকারেরা ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষা করিয়া রাখিতে সক্ষম হইতেছেনা কি জন্য? এবং উক্ত বিরাট কাজের জন্য কি পরিমাণ টাকার প্রয়োজন, উহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা]

১৬। প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্‌র মাখলুকাতের ভিতরে মানুষ সর্ব শ্রেষ্ঠজীব, এই মানুষের জন্য দুই দল সরকারের দরকার। এই জগতের শান্তির জন্য রাজ সরকার, আর পরজগতের শান্তির জন্য ধর্ম সরকার। এই ক্ষেত্রে রাজ সরকারেরা রাজ্যের উন্নতি এবং রাজ্য রক্ষা করিয়া মানুষকে শান্তি দান করিতেছে। আর ধর্ম সরকারেরা ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষা করিয়া রাখিতে সক্ষম হইতেছে না কি জন্য ?

উত্তর ঃ রাজ সরকারদের রাজ্যের উন্নতি এবং রাজ্য রক্ষা করিয়া রাখিতে অসংখ্য টাকার দরকার, এই সত্য কথাটা রাজ সরকারেরা সকলেই বুঝিতে পারিয়া প্রজাবৃন্দের উপর কর ধার্য্য করত ঃ কোটি কোটি টাকা জমা করিতেছে এবং রাজ্যের উন্নতি এবং রাজ্য রক্ষা করিয়া রাখার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া প্রজাবৃন্দকে শান্তি দান করিতেছে। আর ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষা করিয়া রাখিতে যে (রাষ্ট্রের মত) অসংখ্য টাকার দরকার, তাহা বর্তমান ধর্ম সরকারেরা এবং সমাজের লোকেরা গড়ে হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনেই সঠিকভাবে বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইতেছে না ; বিধায় ধর্মীয় কোটি কোটি টাকার ফান্ডও কায়েম হইতেছেনা। ইহা এক মৌলিক কারণ, সে কারণে সঠিক হাদী বা নায়েবে রাসূলগণ ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষা কোনটাই করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা।

বি:দ্র: [প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং কার্য সম্পাদনের সুবিধার জন্য দুই দল সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যে সম্পূর্ণ জায়েজ ও বিধান মোয়াফেক ইহার প্রমাণ বা দলীল কুরআন শরীফের সুরায় বাক্বারার ৩২ নং রুকুতে এবং এহ্ইয়াউল উলূমিদ্দীনসহ বহু মান্যবর কিতাবে আছে।] [প্রকাশক]

১৭। প্রশ্ন ঃ ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষা করিয়া রাখার জন্য টাকা (মাল) খরচ করার আদেশ কুরআন মজীদে আছে কি না ?

উত্তর ঃ ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষা করিয়া রাখার জন্য কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাকারার ২৫৪ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ
مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ
وَّلَا شَفَاعَةٌ– وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ –

মূলঅর্থ ঃ কুরআন মজীদে সুরায়ে বাক্বারায় আল্লাহ্ তা'য়ালা আদেশ করিয়াছেন– হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার প্রদত্ত মাল হইতে উক্ত দিন

সমাগত হওয়ার পূর্বে খরচ কর, যে দিবস ক্রয়–বিক্রয় থাকিবে না, পরস্পর দুস্তি এবং সাহায্য–সুপারিশ থাকিবে না, (মানুষ স্বীয় মুক্তির চিন্তায় অস্থির থাকিবে) যাহারা এই আদেশ অমান্য করিবে, তাহারা জালেম শ্রেণীভুক্ত (হইয়া দোজখে পতিত হইবে।)

বর্ণিত আয়াতের মর্মে পরিস্কার বুঝা যায়, প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির স্বীয় মুক্তির লক্ষ্যে কেয়ামতের দিবস পর্যন্ত ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে মাল খরচের ব্যবস্থার জন্য সাধ্যানুযায়ী সর্বাত্তক চেষ্টা সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। **এই আদেশ অমান্য (ও বখিলী) করিলে জালেম শ্রেণীভুক্ত হইয়া দোজখে পতিত হইতে হইবে।**

১৮। প্রশ্নঃ ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য টাকা (মাল) খরচ করার আদেশ অন্যান্য আয়াতে আছে কিনা?

উত্তরঃ ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য কুরআন মজীদে বহু আদেশ আছে। যথা– কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাক্বারার–২৬৭ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ –

সরলঅর্থঃ কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'য়ালা আদেশ করিয়াছেন– হে ঈমানদারগণ! তোমরা রোজগার করিয়া যে মাল জমা করিতেছ তাহা হইতে কিছু উত্তম মাল আল্লাহর রাস্তায় (ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষার জন্য) খরচ করিতে থাক এবং জমিন হইতে যে ফসল (গং) উৎপন্ন হইতেছে তাহা হইতেও কিছু খরচ কর। আর নিকৃষ্ট মাল হইতে আল্লাহর পথে ব্যয় করিবার ইচ্ছা করিও না।

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, প্রত্যেক চাকুরীজীবী (গং) লোকদের চাকুরীরগং আয় হইতে কিছু অংশ ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য দান করিতে হইবে এবং কৃষকদের কৃষি ফসল হইতে ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য দান করিতে হইবে। বর্ণিত আয়াতের আদেশ অমান্য করিলে **দোজখে পতিত হইতে হইবে।**

১৯। প্রশ্নঃ ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য আরও কোনো আয়াতে মাল ব্যয় করার ঘোষণা আছে কিনা ?

উত্তরঃ কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাক্বারার-২৬৭ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন-

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

মূলঅর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিয়াছেন যাহারা তাহাদের মাল দিনে ও রাত্রে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে তাহাদের দানরাশীর ছওয়াব আল্লাহ্র নিকটে রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং কোন চিন্তা নাই।

যাহারা মুষ্টি ফান্ড রাখিতেছে তাহাদের এই আয়াতের উপর আমল হইয়া যাইতেছে। মানুষে দুই বেলা খানা পাক করিয়া থাকে। প্রত্যেক বারে যদি এক মুষ্টি চাউল বা আটা রাখিয়া দেয়, তবে তাহাদের দিনের এবং রাত্রের দান হইয়া যায়, যখন রাখা হয় তখন অপ্রকাশ্য থাকে, আর যখন কাজে লাগান হয় তখন প্রকাশ হইয়া যায়। (অতএব, মুষ্টি ফান্ডের মাধ্যমে বর্ণিত আয়াতের উপর আমল করা বিশেষ সহজ)

যাহারা ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া খাইতেছে, তাহারাও যদি দুই বেলা পাক করার সময় দুই মুষ্টি চাউল বা আটা রাখিয়া দেয়, তবে তাহাদের পক্ষেও এই দান করা সম্ভব হয়।

২০। প্রশ্নঃ ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য কুরআন মজীদে আরও কোন আয়াতে মাল খরচ করার আদেশ আছে কিনা ?

উত্তর ঃ ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য মাল খরচ করার আদেশ কুরআন মজীদে বহু আয়াতে আছে- যথা -কুরআন মজীদে সূরা বাক্বারার ২৫৪ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন-

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً -

মূলঅর্থঃ ধর্ম রক্ষার জন্য মুসলমানদিগকে আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন- "কে আছে আল্লাহ্কে করজে হাসানা দিতে পারে? যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে করজে হাসানা দিবে তাহাকে ডবল ডবল ছওয়াব দেওয়া হইবে।"

এই আয়াতের মর্মে পরিষ্কার বুঝা যায়, যখন ধর্মের উপর আক্রমণ আসিবে তখন উক্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য অসংখ্য টাকার (মালের) দরকার, সেজন্য আল্লাহ্ তায়ালা নিজের নামে করজে হাসানা চাহিতেছেন।

[অতএব, জামানার নায়েবে রাছুলকে যেভাবে আম তাবলীগের সাহায্যার্থে তাবলীগে হুকমী হিসাবে টাকা বা মাল দান করা অপরিহার্য-মহা জরুরী। ঠিক তদ্রুপভাবে ধর্মের প্রতি আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যও নায়েবে রাছুলকে যুদ্ধ ফান্ডের মাল প্রদান করাও সকলের উপর অপরিহার্য মহা জরুরী।]

২১। প্রশ্ন ঃ ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য মাল ব্যয় করিবার কথা কুরআন মজীদের আরও কোনো আয়াতে আছে কি না?

উত্তর ঃ ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য পবিত্র কুরআনের চতুর্থ পারায় সূরা আল-ইমরানের ৯২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করিয়াছেন-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

মূলঅর্থঃ হে মানব! যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রিয় জিনিস থেকে ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য দান করিতে না পারিবে ততক্ষন পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই বেহেশ্ত ভবনে প্রবেশ করিবার উপযোগী ছওয়াব লাভের অধিকারী হইবে না।

এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায়, ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার প্রিয় জিনিস থেকে দান করিতে হইবে।

২২। প্রশ্নঃ বর্ণিত আয়াতগুলির মর্মে পরিষ্কার বুঝা যায়, দুনিয়ার বুকে ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য কুরআন মজীদে ওয়াকফ ফান্ড, রোজগার ফান্ড, ফসল ফান্ড, মুষ্টি ফান্ড বা রাত্র-দিনের দান এবং যুদ্ধ ফান্ড রাখার জন্য ঈমানদার ব্যক্তিদের উপর কড়া ভাবে আদেশ রহিয়াছে এবং বর্ণিত আদেশ অমান্যকারীদের জন্য দোজখের ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে আমাদের জিজ্ঞাসা বর্ণিত আয়াতগুলির উপর সাহাবায়ে কেরামদের আমল ছিল কিরূপ ?

উত্তর ঃ আমাদের বিশ্বনবী (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামগণ সমস্ত কুরআনের উপর পূর্ণভাবে আমল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আমল করার ছববেই (কারণেই) দুনিয়ার বুকে ইসলাম ধর্ম বিস্তার হইয়াছে।

বর্ণিত আয়াতসমূহে উল্লেখিত ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের ফান্ডসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

রোজগার ফান্ডের বিবরণ

কতক মুসলমানের ধারণা তাহারা রোজগার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। তাহারা ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের জন্য কি খরচ করিবে ? তাহারা একদম আজাদ (মুক্ত), আল্লাহ্ যে কাহাকেও মালী বন্দেগী থেকে বাদ দেন নাই তাহার খবরই তাহাদের নাই।

পবিত্র কুরআনের তৃতীয় পারায় সূরা বাক্বারার ২৬৭ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ –

মূলঅর্থঃ আল্লাহ্ আদেশ করিতেছেন– হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে টাকা বা মাল উপার্জন করিতেছ তাহা হইতে ধর্ম রক্ষার জন্য ও ধর্ম বিস্তারের জন্য কিছু অংশ ব্যয় কর।

এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা গেল যতকোটি মুসলমান ততকোটি

রোজগার ফান্ড। বর্ণিত আয়াতে একটি মানুষকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। প্রত্যেকের রোজগার হইতে ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের ফান্ডে দান করিতে হইবে। চিন্তা করিলে দেখা যায়, **আল্লাহ্ তায়ালা শুধু আগাখাঁর মত শ্রেষ্ঠ ধনীকেই ধর্মের জন্য খরচ করিতে বলেন নাই। বরং সকলকেই আদেশ** করিয়াছেন, যাহারা এই আদেশ লংঘন করিয়া বখীল সাজিবে তাহারা হিসাব অন্তে বেহেশ্‌ত ভবনে দাখিল হইতে পারিবে না। এই একটি রোজগার ফান্ডের টাকা দ্বারা ধর্ম কায়েম হইতে পারে। যদি এই ফান্ড থাকিত, তবে মানুষ ধর্ম জ্ঞানে এত দূর অন্ধ হইতনা। মানুষে যাহা রোজগার করে তাহা দ্বারা ঘর-দ্বার, পুকুর ও রাস্তা ইত্যাদি তৈরি করে আর নিজকে ধন্যবাদ শুনায়। **দুনিয়ার রোজগার দ্বারা যে পরজগতের বাড়ী ঘরও তৈয়ার করিতে হয় তাহা হইতে সমাজ বেখবর।**

কতক মুসলমান আছে তাহারা কোন মতে খাইয়া নাখাইয়া শুধু জমিন খরিদ করে, কতকে মিল-কারখানা বানাইয়া নিজেকে ধন্যবাদ দেয়। আসল কথা মানুষে যাহা রোজগার করিতেছে তাহা দ্বারা পরজগত তৈয়ার করার পর (ধর্ম শিক্ষা, ধর্ম প্রচার ও ধর্ম কায়েমের জন্য কিতাবী ধারায় মালী বন্দেগী করার পর) মরমর পাথরের ঘর তৈয়ার করাও বৈধ। আর পরজগত তৈয়ার না করিয়া রাজবাড়ী ও রং মহল তৈয়ার করা বৈধ নহে।

মানুষের জন্য দুইটি জগত। মানুষে যাহা আয় করিতেছে তাহা যদি সবই ইহজগতের জন্য খরচ করে আর পর জগতের জন্য কিছুই না করে তবে পরজগত নসিবে জুটিবে কি প্রকারে ? কতকে জুমাবার দিন জুমার মসজিদ ফান্ডে দুই চার আনা পয়সা দান করিয়া এবং ফকির–মিছকীনের হাতে জীবনে দুই এক পয়সা দান করিয়া ধারণা করে বেহেশ্‌তের যোগার হইয়া গিয়াছে। এই ধারণা যে ভুল ধারণা তাহাও তাহারা জানেনা।

পবিত্র কুরআনের ৪র্থ পারায় সূরা আল ইমরানের ৯২ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

মূলঅর্থঃ আল্লাহ্ বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম রক্ষা করা ও ধর্ম কায়েম করার জন্য মহব্বতের মাল থেকে দান না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতের অধিকারী হইবেনা।

এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায় (বর্তমান জামানায়) দুই এক পয়সা (বা দুই এক টাকা) দানে বেহেশ্‌ত পাওয়া যাইবেনা। আল্লাহ্ মানুষকে যেই পরিমাণে অর্থ দান করিয়াছেন, সেই পরিমাণে পরজগতের জন্য খরচ করিতে হইবে। আজ মুসলমান সমাজ ফকিরীনীকে এক পয়সা (বর্তমানে এক-দুই টাকা) দান করিতে দেখিয়া ধর্মের জন্যও এক পয়সা (বর্তমানে এক-দুই টাকা) দান করিতেছে। এতটুকু চিন্তা করেনা যে তাহাকে আল্লাহতায়ালা ফকিরীনী করেন নাই। মোট কথা অবস্থা অনুসারে পরজগতের জন্য খরচ করিতে হইবে। বেশী কি লিখা যায়, বর্তমানে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) গরীবদের দানের সমানও ধনীদের দান নহে।

ফসল ফান্ডের বিবরণ

পবিত্র কুরআনের তৃতীয় পারায় সূরা বাক্বারার ২৬৭ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ
طَيِّبَاتِ..... وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

মূলঅর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য প্রত্যেক ফসল হইতে খরচ কর।

বর্ণিত আয়াতে পরিষ্কার বুঝা গেল জমিন হইতে যত প্রকার ফসল পয়দা হয় এমনকি গাছপালা তরুলতা পুকুর ইত্যাদির মাছ যত কিছু আছে উহার প্রত্যেকটি হইতে কিছু অংশ ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য খরচ করিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন। **এই আদেশ রক্ষার জন্য প্রত্যেক মানুষের এক একটি ফসল ফান্ড তৈয়ার করিতে হইবে।** যতকোটি মুসলমান ততকোটি ফসল ফান্ড। কুরআনের এই আদেশ রক্ষা করিলে এই একটি ফান্ড দ্বারা ধর্ম বিস্তার এবং কায়েম থাকিতে পারে। এই ফান্ড থাকিলে ধর্ম সমাজ হইতে বিদায় হইত না। **প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম জ্ঞান অর্জন হইত। এই ফান্ড না থাকায় আজ সমাজ ধর্মজ্ঞানে অন্ধ।**

চিন্তার বিষয় হইল আল্লাহ যখন হিসাবের মাঠে জিজ্ঞাসা করিবেন হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর আমার আদেশ ছিল ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম

কায়েম রাখার জন্য প্রত্যেক ফসল হইতে খরচ করার। তোমরা আমার এই আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছ কি প্রকারে? তোমরা দুনিয়াতে যে ফসল উৎপাদন করিয়াছিলে তাহা হইতে কিছু অংশ পরজগতের জন্য **খরচ করিলে আজ বেহেশ্‌ত ভবনের কোটি কোটি প্রকারের নেয়ামত ভোগ করিতে পারিতে।** আজ আমার আদেশ অমান্য করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দোজখে গমন কর। **তোমাদের জন্য বেহেশ্‌তের নেয়ামত নাই।** তখন কোনো উপায় থাকিবে না।

ফসল ফান্ড আদায় না করার দরুণ শুধু পরজগতের ক্ষতি হইতেছে তাহা নয়। **ইহজগতেরও ভীষণ ক্ষতি হইতেছে।**

আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন করিয়া ফসল ফান্ড তৈয়ার করিলে এবং তাহা দ্বারা ধর্ম বিস্তার করিলে এত অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হইতনা। পোকায় এতদূর নষ্ট করিতে পারিত না। মানুষ খাদ্যের অভাবে অনাহারে থাকিতনা। বন্যার চাপে এত ঘরবাড়ী ধ্বংস হইত না। যতদিন পর্যন্ত ফসল ফান্ড তৈয়ার না হইবে ততদিন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পোকার উপদ্রব এবং বন্যার ধ্বংস লীলা দূর হইবে না।

আমি (কুরআন-হাদীসের আলোকে) পরিষ্কার ভাষায় বলিতে পারি, যাহারা আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন করিয়া প্রত্যেক ফসল হইতে কিছু অংশ ধর্ম রক্ষার জন্য ফসল ফান্ডে জমা করিতে থাকিবে, আল্লাহ তাহাদের ফসল সমস্ত প্রকার বালা হইতে আমানে রাখিবেন এবং তাহাদের ধর্মজ্ঞান অর্জন করিবার তৌফিক পয়দা হইতে থাকিবে। আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান।

ওয়াক্‌ফ ফান্ডের বিবরণ

কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাক্বারার ২৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ
اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ -
وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

মূলঅর্থ ঃ কুরআন মজীদে সুরায় বাক্বারায় আল্লাহ্ তা'য়ালা আদেশ

করিয়াছেন– হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার প্রদত্ত মাল হইতে উক্ত দিন সমাগত হওয়ার পূর্বে খরচ কর, যে দিবস ক্রয়–বিক্রয় থাকিবে না, পরস্পর দুস্তি এবং সাহায্য–সুপারিশ থাকিবে না, (মানুষ স্বীয় মুক্তির চিন্তায় অস্থির থাকিবে) যাহারা এই আদেশ অমান্য করিবে, তাহারা জালেম শ্রেণীভুক্ত (হইয়া দোজখে পতিত হইবে।)

এই আয়াতের সারমর্ম হইল হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের অর্থরাশি ওয়াকফ্ করিয়া যাও। তাহা হইলে তোমাদের ওয়াক্ফ করার সম্পদ দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত ধর্ম বিস্তার এবং কায়েম থাকিবে আর উক্ত ছওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত আমলনামায় লিখা হইতে থাকিবে।

স্মরণ রাখা উচিত প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার যাহা সর্বস্ব অছীয়াত করিতে পারিবে না। মাত্র একতৃতীয়াংশ দান করার অছীয়াত করিতে পারিবে। আল্লাহ যাহাকে বহু পরিমাণ সম্পদ দান করিয়াছেন তাহার একতৃতীয়াংশ নিজের পরজগতের মুক্তির জন্য দান করা উচিত। অবশ্য এখন দুনিয়াতে জীবিত অবস্থায় সুস্থ শরীরে দান করিতে দেলে চাহে না। কিন্তু মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হইবে তখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করিতে থাকিবে হে খোদা! তুমি আমাকে কিছু সময় জান কবজ করিতে বিলম্ব কর। আমি আমার যাহা সর্বস্ব তোমার ধর্ম বিস্তারের জন্য দান করিতে আশা রাখি। আল্লাহ্ কুরআন মজীদে জানাইয়া দিয়েছেন, এক মুহূর্তও সময় দেয়া হইবে না।

আজ দুনিয়ার বুকে অসংখ্য ধনী আছে তাহারা যদি এক তৃতীয়াংশ ধর্ম বিস্তারের জন্য দান করিতেন তাহা হইলে শতকরা একশত লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করিয়া বেহেশ্তের মানুষ তৈয়ার হইয়া যাইত। ধর্ম শিক্ষার ঘরগুলি মরমর পাথরের দ্বারা তৈয়ার হইত। ধর্ম শিক্ষক (হাদী বা নায়েবে রাসূল) গণ বিমানে যাতায়াত করিয়া ধর্মের শান শওকাত সোলায়মানী কায়দায় (হযরত সোলায়মান (আঃ) এর ধারায়) দেখাইতে পারিতেন। ধনীদের অধিকাংশের দানের ছবাবে উচ্চ বেহেশ্তের যোগার হইয়া যাইত। স্মরণ রাখা উচিত

প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে তাহার জীবনে কত টাকা আয় করিয়াছে আর কত টাকা ব্যয় করিয়াছে কড়ায় কড়ায় উহার হিসাব লওয়া হইবে। আল্লাহ্ (অধিকাংশ) ধনীদের বলিবেন তোমাদের আয় ঠিক হইলেও ব্যয় ঠিক হয়নাই।

তৃতীয় পারায় আল্লাহ্ তায়ালা-ইরশাদ করিয়াছেন–আয়াতের সারমর্ম অনুযায়ী পরিস্কারভাবে জানা যায় যে আল্লাহ বলিবেন, আমি তোমাদিগকে ধর্ম বিস্তারের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত দানের ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিয়াছিলাম এবং আদেশ অমান্য করিলে জালিম হওয়ার ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তোমরা আদেশ অমান্য করিয়া জালেম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছ। তোমরা যদি আদেশ রক্ষা করিয়া ধর্ম বিস্তারের জন্য স্থায়ী ভাবে দানের ব্যবস্থা করিতে তবে উচ্চ বেহেশ্তে স্থান পাইতে। এখন অমান্য করার জন্য জালেম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছ। অতএব তোমরা দোযখের দিকে গমন কর।

নির্ভয় ফান্ড বা মুষ্টি ফান্ডের বিবরণ

কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাকারার ২৭৪ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন–

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ - وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

মূলকথাঃ যাহারা তাহাদের মালরাশি রাত্রে ও দিনে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করিতেছে, তাহাদের জন্য কোন ভয় নাই এবং কোন চিন্তা নাই। (অর্থাৎ তাহারা নিশ্চয়ই বেহেশ্ত ভবনে দাখিল হইয়া যাইবে)।

মানুষের খানার জন্য দুই বেলা পাক করা হয়, এক বেলা দিনে এবং আরেক বেলা রাত্রে। প্রত্যেকবারে যদি এক মুষ্টি খানা (অর্থাৎ এক মুষ্টি চাউল বা আটা) মুষ্টি ফান্ডে জমা করা হয়, তবে দিনে দান

করা হয় এবং রাত্রে দান করা হয়। যখন মুষ্টির চাউল বা আটা রাখা হয় তখন গোপন থাকে। আর যখন এই দানের চাউল অথবা উহার টাকাগুলি ধর্ম রক্ষার তহবীলে (যুগের নায়েবে রসুলের হাতে) জমা করা হয় তখন প্রকাশ হইয়া যায়। **ইহাতে গোপনে এবং প্রকাশ্যে দান করা হইল।** এক মুষ্টি ফান্ডের দ্বারা বর্ণিত কুরআনের উপর আমল করা হইল।

আজ দশ কোটি মুসলমানদের দশকোটি মুষ্টি ফান্ডে প্রতি মাসে দশটি করিয়া টাকা জমা হইলেও একশত কোটি টাকা শুধু মুষ্টি ফান্ডে জমা হইয়া যাইত। এই একশত কোটি টাকা ধর্ম বিস্তারের জন্য প্রতি মাসে খরচ করা হইলে আজ মুসলমান সমাজ ধর্মের আলোতে পূর্ণিমার চাঁদের মতো আলোকিত হইয়া যাইত। এই ধর্মের আলোতে সমাজ আলোকিত থাকিলে ধর্মের **প্রকাশ্য দুশমনরা এবং ধর্ম নষ্টকারী, মাছয়ালা পরিবর্তনকারী নাকেছ মৌলভীরা ঘরের বাহির হওয়ার সাহস করিত না।** আজ ধর্ম বিস্তার এবং রক্ষার জন্য আল্লাহর কুরআনে নির্দেশিত ফান্ডগুলি না থাকায় ধর্মের দুশমনরা এবং মাছয়ালা গোপন-পরিবর্তনকারী নাকেছ মৌলভীরা **সাধু সাজে সজ্জিত হইয়া অবাধে ভ্রমণ করিবার সুযোগ** পাইয়া ধর্মের নামে অধর্ম বিস্তার করিতেছে। আল্লাহ্ সমাজকে সুমতি দান করুন।

যুদ্ধ ফান্ডের বিবরণ

কুরআন মজীদে সূরা বাক্বারার ২৫৪ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন–

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضَاعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً –

মূলঅর্থঃ ধর্ম রক্ষার জন্য মুসলমানদের আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন, "কে আছে আল্লাহ্কে করজে হাসানা দিতে পারে ? যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে করজে হাসানা দিবে তাহাকে **ডবল ডবল ছওয়াব দেওয়া হইবে।**"

উক্ত আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায়, যখন ধর্মের উপর আক্রমণ আসিবে তখন উক্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য অসংখ্য টাকার দরকার। সেজন্য **আল্লাহ্ তায়ালা নিজের নামে করজে হাসানা চাহিতেছেন।**

২৩। প্রশ্ন ঃ কুরআনে বর্ণিত ধর্মীয় ফান্ড সমূহের মাল পাওয়ার বিশেষ হকদার কাহারা ?

উত্তর ঃ কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাক্বারার ২৭৩ আয়াতে আছে,-

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .....

অর্থঃ - (মাল দান কর) ঐ সমস্ত আল্লাহ্ওয়ালা ফোকারাদেরকে (অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে ধনী অথচ মূলতঃ তাহাদের মালের অভাব রহিয়াছে) যাহাদেরকে আল্লাহর পথে আবদ্ধ করা হইয়াছে। আর আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তাহারা জমিনে (ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে সময় ব্যয় করিয়া মাল উপার্জন করার জন্য) বিচরণ করিতে পারেনা। (তাঁহাদের ভিতরগত হাল অবস্থা সম্বন্ধে) অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাদেরকে ধনী অর্থাৎ সম্পদশালী মনে করে, ভিক্ষা না করার কারণে।

এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা গেল যাহারা আল্লাহ্র পথে অর্থাৎ আল্লাহ্র কুরআন ও পূর্ণাংগ দ্বীনের আম তাবলীগ বা আমভাবে প্রচার কার্যে (জীবনকে পূর্ণ ভাবে ওয়াকফ্ করিয়া) সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রহিয়াছে অথচ তাহাদের টাকা বা মালের অভাব ও প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহাদের আর্থিক সংকট সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা তাহাদেরকে ধনী বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারাই কুরআনে উল্লেখিত ধর্মীয় ফান্ডের মাল পাওয়ার বিশেষ হকদার অর্থাৎ তাহাদেরকে রোজগার, ফসল গং ফান্ড সমূহের মাল দিতে হইবে বলিয়া আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশেষভাবে ঘোষনা ও বর্ণনা করিয়াছেন।

মোট কথা ঃ আল্লাহর দ্বীন-শিক্ষা এবং উহা প্রচার-কায়েমের জন্য

❒ ধর্মীয় শিক্ষক পীর-ওস্তাদকে শিক্ষা প্রদানের জন্য সাহায্য বা শিক্ষা খরচ দিতে হইবে ❒ সমগ্র দেশ এবং পর্যায় ক্রমে সারাবিশ্বে আম-তাবলীগের অর্থাৎ আমভাবে কুরআন ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রচারের কাজ সমাধা করার জন্য কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন। এই বিরাট খরচের জন্য রোজগার ফান্ড, ফসল ফান্ড, মুষ্টি চাউলের ফান্ড ও ওয়াক্ফ ফান্ড সমূহের টাকা (মাল) আমভাবে কুরআন ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রচারক নায়েবে রাসূলের হাতে প্রদান করিতে হইবে ❒ ধর্মের উপর আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে নায়েবে রাসূলকে- কিতাব, বিজ্ঞাপন ছাপানো এবং ধর্মীয় বাহাছ গং জন্য মাল-প্রদান করিতে হইবে।

২৪। প্রশ্ন ঃ বর্তমান জামানায় বর্ণিত আয়াতে উল্লেখিত ফান্ড গুলির উপর আমল নাই কি জন্য ?

উত্তর ঃ কুরআন প্রচার হয় নায়েবে রাছূলের দ্বারা, বর্তমানে যাহারা নায়েবে রাছুল (অর্থাৎ পীর, আলেম ও বক্তা ইত্যাদি) সাজিয়াছে তাহারা নায়েবে রাছুল নহে বরং (মাত্র একটি দল ব্যতিত বাকী সকলই) বাহাত্তর দল ভুক্ত আলেম। বাহাত্তর দলের শিক্ষায় যেরূপ সমাজ থেকে ইসলাম ধর্ম ধ্বংস (বিলুপ্ত) হইয়াছে। তদ্রুপ ইসলাম ধর্ম পরিচালনার অর্থরাশিও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যথা – ❒ একদল জ্বাল পীর সাজিয়াছে তাহারা বলে ইল্মে তাছাওউফ শিক্ষাদান করিয়া টাকা নেওয়াতো দূরের কথা টাকা লওয়ার কল্পনা করাও জায়েজ নহে, এই প্রচারে ইল্মে তাছাওউফ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ❒ আর এক দল জ্বাল পীর আছে, তাহারা ইল্মে তাছাওউফের পরিবর্তে মুরীদদিগকে নফল অজীফার দ্বারা ধোঁকা দিতেছে, ইহাতেও ইল্মে তাছাওউফ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আর একদল জ্বাল পীর সাজিয়াছে, তাহারা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে, ইল্মে তাছাওউফ লতীফার ছবকে বা (প্রচলিত নফল) তরীকা মশ্‌ক করিলে হাছিল হয়, ইহাতেও ইল্মে তাছাওউফ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ❒ আর একদল জ্বাল পীর ও জ্বাল আলেম সাজিয়াছে; তাহারা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে, ইল্মে তাছাওউফ ফরজ নহে ইল্মে তাছাওউফ শিক্ষা করা মোস্তাহাব, এই প্রচারেও ইল্মে তাছাওউফ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

যাহাদের কারণে সমাজ থেকে ইল্মে তাছাওউফ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে তাহারাই ইল্মে তাছাওউফ শিক্ষা দান করিয়া টাকা নিতে রাজী না। (অর্থাৎ বর্ণিতরূপে তাহারা ঘোষণা দিয়া মানুষের আকাঈদ নষ্ট করিয়াছে।)

প্রকাশ থাকে যে, **ইল্মে তাছাওউফ শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতীয়াংশ বা শরীয়তের আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ**। এই অর্ধাংশ শিক্ষা করিতে অসংখ্য টাকা খরচের দরকার। টাকা লওয়া এবং টাকার কল্পনা নাজায়েজ প্রচারে ধর্মীয় অর্থ ফান্ডের অর্ধেক ফান্ড ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং অর্ধেক শরীয়াত ও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। (অর্থাৎ সমাজ থেকে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে)

❒ আর একদল জ্বাল হাদী (বক্তা) আছে, তাহারা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে, ওয়াজ করিয়া টাকা পয়সা গ্রহণ করা একেবারে না জায়েজ, এমনকি এক পেয়ালা চা পানকরাও জায়েজ নহে। ❒ আর একদল হাদি (বক্তা) সাজিয়াছে তাহাদের লকব তুতী, নূরী, বুলবুল রাখিয়াছে। তাহারা সভায় অর্জিত টাকার এক চতুর্থাংশ (গোপনে কমিটির সাথে) নিজেদের জন্য নির্ধারিত করিয়াছে। তাহারা মস্‌জিদ এবং মাদ্রাসার চাঁদা তুলিয়া থাকে। তাহাদের ইল্মে দ্বীনের খবর না থাকিলেও লাশটা একজন মাওলানার মতই দেখা যায়।

তাহারা (প্রকাশ্য ভাবে দেখায় যে তাহারা) ওয়াজ করিয়া একটি পয়সাও নিতে রাজী না। তাহারা বেহেশ্‌ত বিক্রি করিয়া বেড়াইয়া থাকে। তাহাদের প্রথম বাজারে বেহেশ্‌তের কিছুমাত্র দর (মূল্য) থাকিলেও শেষ বাজারে মোটেই দর (মূল্য) থাকেনা, শুনা যায় এক পয়সা দ্বারাও পিতা–মাতা দুইজনের জন্য দুই খানা বেহেশ্‌ত খরিদ করা যায়। (ইহা অন্ততঃ এখন থেকে একশত বৎসর পূর্বের সময়ের অবস্থা)।

তাহারা শ্রোতাদিগকে দুঃখের কাহিনী, অমূলক কাহিনী, মিথ্যা প্রবঞ্চনার কথা শুনাইয়া জজ্‌বা তুলিয়া থাকে। এই সমস্ত জ্বাল বক্তাদিগকে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) মানব শয়তান বলিয়া লক্বব দিয়াছেন। ইহাদের প্রচারে সত্য প্রচার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং সত্য প্রচারের জন্য যে কোটি কোটি টাকার ফান্ডের দরকার তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। (কারণ উক্ত জাল বক্তা বা ওয়ায়েজরা বাহ্যিকভাবে লোকদেরকে দেখায় এবং প্রকাশ্যভাবে বলিয়াও থাকে যে, আমরা নিজেদের জন্য কোনো টাকা-পয়সা চাইনা, জনগণ আপনারা যাহা কিছু ধর্ম কাজে দান করিবেন তাহা শুধু মসজিদ-মাদ্রাসা ইত্যাদির মেরামত ও উন্নয়নের জন্যই দান করিবেন। এই রূপ প্রচারে মানুষের ধারণা হয় যে, ধর্ম প্রচারক ও ধর্ম শিক্ষক পীর ওস্তাদদেরকে কোনো টাকা/মাল দেওয়ার প্রয়োজন নাই, তাহারা সম্পূর্ণ ফ্রি ভাবেই ধর্ম প্রচার ও ধর্ম শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। কাজেই উক্ত কিতাব বিরোধী ভ্রান্ত প্রচারের কারণে ধর্ম প্রচারক গংদের নিজস্ব মহাজরুরী খরচ ফান্ড এবং সমগ্র দেশ ব্যাপী কুরআন প্রচারের আনুষংগিক খরচ ফান্ড প্রায় সম্পূর্ণই ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে।)

আর একদল জ্বাল আলেম আছে তাহারা ছাত্র বেতন, ছিট ভাড়া ইত্যাদি ফ্রি দান করিয়া ছাত্রদিগকে নায়েবে রাছূল বানানোর প্রলোভন দেখাইয়া শত শত ছাত্রদের ভিড় জমাইয়া থাকে এবং দ্বীনের বহু জরুরী শিক্ষা দান ব্যতিরেকেই বাৎসরিক সভায় ছাত্রদের মাথায় দেস্তারবন্দী করিয়া আলেম ঘোষণা দিয়া থাকে। এই ভ্রান্ত রুলে ইল্মে দ্বীন শিক্ষার খরচ ফান্ড নষ্ট করিয়া দিয়েছে। এবং নায়েবে রাছূলের পরিবর্তে বাহাত্তর দল নাকেছ আলেমের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইসলাম ধর্ম ধ্বংস করার বন্দোবস্ত করিতেছে।

[অর্থাৎ যাহারা আবশ্যক পরিমাণ ইল্মে কুল্‌ব ও তাছাওউফকে ফরজ স্বীকার না কারিয়া বরং মোস্তাহাব ধারণা করে এবং ইল্মে কুল্‌ব (ইল্মে তাছাউওফ) শিক্ষা প্রদান না করিয়াই ছাত্রদেরকে আলেম ঘোষণা দেয় ; ইহা ছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষককে খরচ প্রদান বা সাহায্য করা ওয়াজিব বা জরুরী মনে করে না ; এই পর্যায়ের নামধারী সমাজের আলেমরা প্রকৃত বা খাঁটি আলেম নহে বরং বর্ণিত ব্যাপারে কিতাবের মাছয়ালা পরিবর্তন ও খেলাপ আক্বীদা পোষণ করার কারণে বাহাত্তর দলভুক্ত। মুলতঃ ইহাদের দ্বারা সঠিক দ্বীন জারী না হইয়া বরং ধ্বংস বা বিলুপ্ত হয়।]

(অতএব, অবিলম্বে ইহার সংশোধন অপরিহার্য-মহাজরুরী।)

২৫। প্রশ্নঃ মালী বন্দেগী সম্বন্ধে কেয়ামতের দিবসে কোন প্রশ্ন হইবে কিনা ?

উত্তরঃ প্রত্যেক বান্দাকেই আল্লাহর দরবারে দাঁড়ানোর পরে তাহার জীবনের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে। যে ব্যক্তি শরীয়াতের বিধান মতে আমলনামায় আয় এবং শরীয়াতের বিধান মোতাবেক আমলনামায় ব্যয় দেখাইতে পারিবে। সেই ব্যক্তি মালী বন্দেগীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে।

আর যে ব্যক্তি শরীয়তের বিধান মতে আমলনামায় আয় দেখাইতে অক্ষম হইবে বা শরীয়তের বিধান মতে ব্যয় করা হয় নাই সাব্যস্ত হইবে, সেই ব্যক্তি মালী বন্দেগীর কছুরীতে দোজখী সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে জীবণের আয় এবং ব্যয়ের হিসাব করিয়া দেখা উচিত শরীয়াত মোতাবেক হইয়াছে কিনা ?

২৬। প্রশ্নঃ দান করিবার জন্যে কি নিয়ত করিতে হইবে ?

উত্তরঃ কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাক্বারার-২৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ
بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ..

মূলঅর্থঃ যাহারা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং নিজের পরজগত হাসিল করার জন্য নিজের মালরাশি দান করিতেছে তাহাদের দানের মিছাল যেমন- এক ব্যক্তি পানিতে মাইর না খায় (নষ্ট না হয়) এরূপ একখানা উঁচু জমিনে ফসল করিল, রীতিমত বৃষ্টিপাত হইলে ডবল ফসল হইবে আর বৃষ্টি না হইলে শিশিরের সাহায্যে যে ফসল হইবে তাহাতেও উক্ত কাজ সমাধা হইয়া যাইবে। কি নিয়তে দান করা হইতেছে আল্লাহ্ তাহা দর্শন করিতেছেন।

এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা গেল একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের এবং পরজগত হাসিলের নিয়তে দান করিতে হইবে।

২৭। প্রশ্নঃ কতক পীর সাহেবেরা দিবা রাত্র গদিতে বসিয়া থাকে আর মুরীদেরা তাহাদের আহাল পরিবার ও সংসার পরিচালনার জন্য শত সহস্র টাকা দিয়া যাইতেছে উহা শরীয়তের বিধানে আছে কি ?

উত্তরঃ পীর দুই প্রকার-খাঁটি পীর আর জ্বাল পীর। খাঁটি পীরেরা মুরীদদিগকে শরীয়তের আমলী মাছয়ালার অর্ধেক মাছয়ালা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দান করিয়া থাকে। শরীয়তের মাছয়ালা শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়া জায়েজ। এমনকি একটি মাছয়ালা শিক্ষা দিয়া দশ হাজার টাকা লওয়াও জায়েজ। (এ বিষয়ে জখীরায়ে কারামত কিতাবের তৃতীয় খন্ডে মুরাদুল মুরীদীন অংশের নতুন ছাপা ৮১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বর্ণনা আছে।)

আর একদল পীর আছে জ্বাল পীর, তাহারা দিবারাত্র গদিতে বসিয়া থাকে। মুরীদদিগকে শরীয়তের ইল্‌মে শিক্ষা দান করিতেছে না। তাহারা ইল্‌মে তরীক্বতের নামে শুধুমাত্র দোয়া ফুঁকিয়া, নফল জেকের ও অজিফার ছবক বাতাইয়া এবং অমুলক কারামত কাহিনী শুনাইয়া টাকা আদায় করিতেছে। ইহা সাফ হারাম ব্যবসা।

২৮। প্রশ্নঃ নিজের অর্জিত সম্পত্তির কত অংশ অছীয়াতের মাধ্যমে দান করার কথা শরীয়তের বিধানে আছে ?

উত্তরঃ অর্জিত ধন রাশীর এক তৃতীয় অংশ পর্যন্ত অছীয়ত করার বিধান শরীয়াতে আছে। ইহার বেশী বিধান নাই, করিলে অছীয়ত অগ্রাহ্য হইবে এবং দাতা গুণাহ্গার সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। যেহেতু, ওয়ারেশের হক নষ্ট করা হয়।

২৯। প্রশ্নঃ ধনী লোকেরা হজ্জ, যাকাত, কোরবানী ও সদকায়ে ফেতর আদায় করিয়া দিলে তাহাদের মালী বন্দেগীর হক আদায় হইবে কিনা ?

উত্তরঃ ধনী লোকেরা হজ্জ, যাকাত, কোরবানী ও সদ্‌কায়ে ফেতর আদায় করিলেই তাহাদের মালী বন্দেগীর হক আদায় হইবে না বরং ধর্ম

দুনিয়ার বুকে কায়েম করার জন্য তাহাদের বহু টাকা দান করিতে হইবে। **যথা- কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাক্বারার ২৫৪ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন–**

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ- وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

মূল অর্থ ঃ কুরআন মজীদে সুরায়ে বাক্বারায় আল্লাহ্ তা'য়ালা আদেশ করিয়াছেন– হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার প্রদত্ত মাল হইতে উক্ত দিন সমাগত হওয়ার পূর্বে খরচ কর, যে দিবস ক্রয়–বিক্রয় থাকিবে না, পরস্পর দুস্তি এবং সাহায্য–সুপারিশ থাকিবে না, (মানুষ স্বীয় মুক্তির চিন্তায় অস্থির থাকিবে) যাহারা এই আদেশ অমান্য করিবে, তাহারা জালেম শ্রেণীভুক্ত (হইয়া দোজখে পতিত হইবে।)

বর্ণিত আয়াতের মর্মে পরিস্কার বুঝা যায়, প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি স্বীয় মুক্তির লক্ষ্যে কেয়ামতের দিবস পর্যন্ত ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য মাল খরচের ব্যবস্থা করার জন্য সাধ্যানুযায়ী সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করিতে হইবে। এই আদেশ অমান্য করিলে জালেম শ্রেণীভুক্ত (হইয়া দোজখে পতিত হইতে হইবে।)

বর্তমানে ধর্ম শিক্ষার স্থান তিনটি যথা ❒ প্রথম– ফেকাহর মাদ্রাসা ❒ দ্বিতীয়– তাছাওউফের মাদ্রাসা ❒ তৃতীয়– ওয়াজের মাহফিল।

প্রকাশ থাকে যে, ইল্‌মে কালাম, ইল্‌মে তাছাওউফ ও ইল্‌মে ফেক্বাহ এই তিন প্রকার মাছয়ালার সমষ্টির নাম পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত বা দ্বীন। বর্তমানে ফেক্বাহর মাদ্রাসায় ইলমে কালাম ও ইলমে ফেকাহ শিক্ষা দেওয়া হয়। আর তাছাওউফের মাদ্রাসায় ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাৎ শরীয়তের আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ শিক্ষা দেওয়া হয়। কাজেই এই দুই শ্রেণীর মাদ্রাসা কায়েম না থাকিলে জগত হইতে শরীয়তের ইলেম লুপ্ত হইয়া যাইবে। যেমন বর্তমানে তাছাওউফের ইলেমের মাদ্রাসা না থাকায় ইলমে তাছাওউফ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আম ওয়াজের মাহফিলে (বিশেষ করে) সত্য ধর্মের খোঁজ পাওয়া যায় অর্থাৎ ৭৩ ফেরকার কোন্ ফেরকা সত্য তাহার খোঁজ পাওয়া যায়। শতকরা (২) দুই জনের বেশী মাদ্রাসায় হাজির হয়না। অতএব বাকী ৯৮ জন মুসলমানের শিক্ষাঘর ওয়াজের মাহফিল। যাহারা মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছে তাহাদেরও অপূরণ শিক্ষার ব্যবস্থার জন্যও ওয়াজের মাহফিল। বর্তমান মোসলমান সমাজ কাহারা কোন ভুলে পতিত আছে তাহাদের সেই ভুল দুরিভূত করিবার জন্যও ওয়াজের মাহফিল। মোট কথা যে ধর্মের বিনিময়ে বেহেশ্‌ত ভবন নসিবে জুটিবে সেই সত্য ধর্মের খোঁজ পাওয়ার জন্য শিক্ষাঘর ওয়াজের মাহফিল।

বর্ণিত তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে কায়েম রাখাই ধর্ম কায়েম রাখা। আল্লাহ্ এই তিনটি স্থান কায়েম রাখার জন্যই বর্ণিত আয়াতে ঈমানদারদিগকে ধর্মীয় খরচ করার আদেশ জারি করিয়াছেন এবং আদেশ অমান্য কারীকে দোজখের ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

অবশ্য অধিকাংশ ধনী লোকদের জীবিত অবস্থায় ধর্ম রাজত্ব বিস্তার এবং কায়েম রাখার জন্য অর্থ রাশি দান করিতে ইচ্ছা হয়না। কিন্তু যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইবে তখন আল্লাহ্‌র দরবারে আরজ করিবে হে আল্লাহ আমাদের জান কবজ করিতে কিছু সময় বিলম্ব কর। আমরা আমাদের মালরাশী যাহা সর্বস্ব ধর্ম রাজত্ব বিস্তার এবং কায়েম রাখার জন্য দান করিতে আশা রাখি। আল্লাহ্ কুরআন মজীদে জানাইয়া দিয়াছেন। এক মিনিটও বিলম্ব করা হইবে না।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বক্তব্যের সারমর্ম হইল (মূলকথা) হে আমার ধনী বান্দা! আমি আমার কুরআনে পাকে তৃতীয় পারায় তোমার ধন সম্পদ হইতে এক তৃতীয় অংশ পর্যন্ত (অছিয়াতের মাধ্যমে) দান করিবার জন্য বিধান প্রদান করিয়াছিলাম, তুমি যদি আমার আদেশ রক্ষা করিয়া দান করিতে তবে তুমি আমার বেহেশত ভবনের কোটি কোটি প্রকারের নেয়ামত ভক্ষণ করিতে সক্ষম হইতে। এখন তুমি আদেশ অমান্য করার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হওয়ার কারণে দোজখের দিকে গমন কর। হে আমার ধনী বান্দা! আমি তোমার মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি। সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন আর এক **মিনিট সময়ও দেওয়া হইবেনা।**

৩০। প্রশ্নঃ বড় বড় ধনী লোকেরা নিজের ধন সম্পদ হইতে (অছিয়াতের মাধ্যমে) এক তৃতীয়াংশ দান করিতে পারে, যাহারা বড় ধনী নয় তাহাদের দানের কথা কুরআন মজীদে আছে কিনা ?

উত্তরঃ কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাক্বারার-২৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ-

মূলঅর্থ ঃ কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'য়ালা আদেশ করিয়াছেন- হে ঈমানদারগণ! তোমরা রোজগার করিয়া যে মাল জমা করিতেছ তাহা হইতে কিছু উত্তম মাল ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষার জন্য খরচ করিতে থাক এবং জমিন হইতে যে ফসল (গং) উৎপন্ন হইতেছে তাহা হইতেও কিছু খরচ কর আর নিকৃষ্ট মাল থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার মনস্থ করিও না।

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা গেল প্রত্যেক চাকুরিজীবী লোকদিগকে ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের জন্য দান করার আদেশ জানাইয়াছেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের জমির ফসল হইতে কিছু পরিমাণ ফসল দান করিবার আদেশ জানাইয়া দিয়াছেন। এই আয়াতে কোন মুসলমান বাদ পরে নাই। প্রত্যেক মুসলমান শক্তি পরিমাণ দান করার অর্ডার প্রাপ্ত হইয়াছে।

[নায়েবে রাছূলের বিরোধী ও ধর্মীয় ফান্ডসমূহ নষ্টকারী বাহাত্তর দলভুক্ত নাকেছ আলেমদের প্রতি আল্লাহর গজব]

৩১। প্রশ্ন ঃ যে সমস্ত আলেমদের শিক্ষায় ইসলাম ধর্মের পরিচালনার ফান্ডগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাদের উপর আল্লাহর তা'য়ালার গজব পতিত হইতেছে না কি জন্য ?

উত্তর ঃ বিশ্বনবীর (সাঃ) বিরোধী ইহুদী ও খৃষ্টান আলেম দলের উপর যে গজব পতিত আছে, সেই গজব বর্তমান জামানার নায়েবে রাছুলদের বিরোধী বাহাত্তর দল আলেমদের উপরও পতিত আছে।

কুরআন মজীদের পঞ্চম পারায় সূরা নেছার-৪৭ নং আয়াতে লিখা আছে।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبْتِ - وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا -

সংক্ষেপে মূল অর্থ ঃ আল্লাহ্ বলিয়াছেন, হে আহ্লে কিতাব! তোমরা কুরআন মজীদের উপর ঈমান আনয়ন কর, আমি যেই কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করিয়াছি। সেই কুরআন মজীদ তোমাদের নিকটস্থ তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের তছদীক (সত্যবলে সমর্থন) করিতেছে। তোমরা যদি ঈমান আনয়ন না কর, তবে তোমাদের চেহারা পিছনের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে অথবা তোমাদিগকে ছুরত পরিবর্তন করিয়া বানর বানাইয়া দেওয়া হইবে। আর বস্তুতঃ আল্লাহর আদেশ সু-সম্পন্ন হইয়াই থাকে।

দেখা যায় আহ্লে কিতাবদিগকে বানর বানাইয়া দেওয়া হয় নাই; তাহাদের চেহারা পিছনের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ পরজগত হাছিল করার কল্পনা অন্তর হইতে দূরিভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

[বখীলদের উপর আল্লাহ্র গজব পতিত হয়, তাই আম-খাছ মুরীদ ও বিনা মুরীদ সর্বশ্রেণীর মুসলমানদেরই সাধ্যানুযায়ী ফান্ডসমূহের উপর আমল করিতে হইবে এবং সঠিকভাবে মালী বন্দেগী করিলে দ্বীনী ইল্ম অর্জন গং ব্যাপারে কিরূপ উপকার হয় ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা।]

৩২। প্রশ্ন ঃ যাহারা কুরআনে আল্লাহর আদেশকৃত ফান্ডগুলি বখীল সাজিয়া নষ্ট করিতেছে, তাহাদের উপর আল্লাহ্র কোন গজব পতিত হইতেছে কিনা ?

উত্তর ঃ যাহারা কুরআনে আল্লাহ্র আদেশকৃত ফান্ডগুলি বখীল সাজিয়া নষ্ট করিতেছে, তাহাদের উপরও আহলে কিতাবের মত গজব পতিত আছে। তাহাদের অন্তর হইতে ইলমে দ্বীন শিক্ষার কল্পনা দূরিভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই জন্যই বর্তমানে ধনী শ্রেণী লোকদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় তাহারা দিবারাত্র ইহজগত হাসিল করার কল্পনায় মত্ত রহিয়াছে আর পরজগত হাসিল করার কল্পনা অন্তর হইতে চির বিদায় নিয়াছে। ধর্ম মোতাবেক চলিতে থাকাতো দূরের কথা ধর্ম শিক্ষার কল্পনাও তাহাদের অন্তরে নাই। আল্লাহ তায়ালা ধর্ম বিস্তার ও কায়েম রাখার জন্য অর্থ দান করার যে আদেশ জারি করিয়াছেন উহা আমল করাতো দূরের কথা, আদেশটি শুনিতেও রাজি না। বরং ধর্মের বাণী নিয়া হাসি ঠাট্টা করিতেছে। এই ধর্মের বাণী নিয়া হাসি ঠাট্টা করা, ধর্ম শিক্ষা করিতে বাধ্য না হওয়া। ইহা একমাত্র আল্লাহ্‌র গজব।

তাই দেখা যায় ধনী শ্রেণীর লোকেরা এবং চাকুরীজীবি লোকেরা এবং কৃষক শ্রেণীর লোকেরা (যাহারা বিধান মোতাবেক মালী বন্দেগী করে না তাহারা) ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করিতে রাজী হয় না। তাহারা যদি অন্তরের বখিলী দূর করিয়া রোজগার ফান্ড, ফসল ফান্ড ও ওয়াক্‌ফ ফান্ড ইত্যাদি সাধ্যমত আদায় করিত, তাহা হইলে তাহাদের ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার কল্পনা ও আগ্রহ সৃষ্টি হইত এবং তাহারা ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় করিয়া বেহেশ্‌তের মানুষ তৈয়ার হইয়া যাইত।

প্রকাশ থাকে যে, তাহাদের বখিলীর জন্য শুধু পরজগতের ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে বরং ইহজগতেরও ভীষণ ক্ষতি হইতেছে। অতি বৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, বন্যার ধ্বংস ও নানা পোকার উপদ্রব সবই বখিলীর ছববে হইতেছে।

[ধর্ম ও ধর্মীয় ফান্ডসমূহ কায়েম ও পরিচালনার মূল দায়িত্ব ও জিম্মা কাহার উপর ? ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা]

৩৩। প্রশ্ন ঃ ইসলাম ধর্মের যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা কাহাদের দ্বারা কায়েম হইবে ?

উত্তর ঃ যাহারা জামানার নায়েবে রাছূল নিযুক্ত হইবেন তাহাদের কর্তব্য কাজ হইয়াছে ইসলাম ধর্মের যাহা নষ্ট (অর্থাৎ সমাজ থেকে যাহা বিলুপ্ত) হইয়া গিয়াছে, তাহা তৈয়ার করিবে এবং ইসলাম ধর্মের পরিচালনার ফান্ডগুলি যাহা নষ্ট হইয়াছে, তাহাও তৈয়ার করিবে। (অতএব, মুসলমানদেরও বিশেষ কর্তব্য হইল তাহারা আমভাবে দ্বীন প্রচার ও দ্বীন রক্ষার ফান্ডসমূহের টাকা ও মাল নায়েবে রাছূলের হাতে অর্পন করিবে।)

[মালী বন্দেগী পরিত্যাগকারী লোক লাখ নফল আমলের অধিকারী হইলেও তাহারা ফাছেক শ্রেণীভুক্ত এবং সকল শ্রেণীর মুসলমানের উপর মালী বন্দেগী করা ফরজ ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা]

৩৪। প্রশ্ন ঃ যদি কোন মুসলমান ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম কায়েম রাখার জন্য আল্লাহ্‌র আদেশকৃত কোন আয়াতের উপর আমল করিতে রাজী না হয় কিন্তু সে চার তরীকার অজীফা পড়িতেছে এবং চার তরীকা শেষ করিয়া ফেলিয়াছে ; এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অলী হইতে পারিবে কি না ?

উত্তর ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর মালী বন্দেগী করা ফরজ অর্থাৎ (উক্ত ব্যাপারে) আল্লাহ্‌র আদেশকৃত আয়াতের উপর আমল করা ফরজ। এই ফরজ আদায় না করিয়া চার তরীকার অজীফা পাঠ করিলে অন্তরের রাজায়েল দূর হয় না। অন্তরের বদ খাছলাত দূর না করা পর্যন্ত অলীর দরজায় (আল্লাহর বন্ধু হওয়ার স্তরে) পৌছতে পারে না ; বরং ফাছেক শ্রেণী ভুক্ত থাকিবে।

[মালী বন্দেগীর পথে শয়তানের চরম বাঁধা]

৩৫। প্রশ্ন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর অন্তরের বখিলী দূর করা ফরজ। আল্লাহ্‌র আদেশকৃত অর্থরাশি সম্বন্ধীয় আয়াতগুলির উপর আমল না করিলে বখিলী দূর হয়না। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আদেশকৃত আয়াতের উপর আমল করিতে বাঁধা দান করিতেছে কাহারা ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসলমানদের অন্তরের বোখ্‌ল রিপু দূরিভূত করিবার উদ্দেশ্যে মাল খরচ করার জন্য বহু আদেশ জারি করিয়াছেন। মানুষের প্রধান শত্রু শয়তান দান করিতে বাঁধা দান করিতেছে। যথা- কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সুরা বাক্বারায় ২৬৮ নং আয়াতে লিখা আছে -

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (ج) وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا (ط) وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ-

মূলঅর্থ ঃ আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন– শয়তান তোমাদিগকে অভাব গ্রস্থ হওয়ার ভয় দেখাইয়া দান করিতে বাঁধা দান করিতেছে এবং অসৎকাজের অর্থাৎ বখিলী করার জন্য পরামর্শদান করিতেছে আর আল্লাহ্ ওয়াদা করিতেছেন যে, হে ঈমানদারগণ ! তোমরা দান করিতে গরীব হওয়ার ভয় করিও না। আমি তোমাদের গুণাহ্রাশি ক্ষমা করিয়া দিব এবং মালরাশি বৃদ্ধি করিয়া দিব।

বর্ণিত আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায়, যাহারা শয়তানের বাঁধা শ্রবণ না করিয়া আল্লাহ্র আদেশকৃত আয়াতের উপর আমল করিয়া যাইতে পারিবে, **আল্লাহ্ তাহাদের গুণাহরাশি ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তাহাদের মালরাশি বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।**

৩৬। প্রশ্ন ঃ যে সমস্ত মানুষ দান করিতে গরীব হওয়ার ভয় প্রদর্শন করিতেছে তাহাদিগকে কিধারণা করিতে হইবে ?

উত্তর ঃ যাহারা আল্লাহ্র আদেশকৃত মাল খরচ সম্বন্ধীয় আয়াতগুলির উপর আমল করিতে গরীব হওয়ার ভয় প্রদর্শন করিতেছে তাহাদিগকে মানব শয়তান ধারণা করিতে হইবে।

[মুসলিম সমাজে সত্য প্রচারে বাঁধা দানকারী কাহারা ? - এবং কাহাদের সাথে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা]

৩৭। প্রশ্ন ঃ রাছূলদের যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল নমরূদ, ফেরাউন, আবু জাহেলগংদের সাথে, বর্তমানে নায়েবে রাছূলদের যুদ্ধ করিতে হইবে কাহাদের সাথে ?

উত্তর ঃ রাছুল গণের যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল নমরূদ, ফেরাউন ও আবু জাহেলগংদের সাথে, আর নায়েবে রাছূলদেরও যুদ্ধ করিতে হইবে অসংখ্য নমরূদ অসংখ্য ফেরাউন ও অসংখ্য আবু জাহেলের সাথে। হাদীসের মর্মে পরিষ্কার বুঝা যায়, একদল (বেহেশতী দলভুক্ত) আলেমের বাহাত্তর দল দোজখী আলেমদের সাথে যুদ্ধ করিতে হইবে। বর্ণিত প্রত্যেক দোজখী আলেমরা নমরূদ, ফেরাউন, আবু জাহেলের মত সত্য প্রচারে বাঁধা দান করিতে থাকিবে।

দানের ছওয়াব

- ধর্ম রক্ষা বা ধর্ম বিস্তারের জন্য এক টাকা দান করিলে কমপক্ষে ৭০০ টাকার ছওয়াব হয়।
- গরীবকে এক টাকা দান করিলে কমপক্ষে দশ টাকার ছওয়াব হয়।
- রমজান মাসে প্রত্যেক দান তথা ফরজ নেক আমলের ছওয়াব সত্তরগুণ বৃদ্ধি হয়।

উপসংহার

ধর্ম সরকারের ধর্ম বিস্তার এবং কায়েম রাখার জন্য আল্লাহর আদেশকৃত ফান্ডগুলির বন্দোবস্ত থাকিলে প্রত্যেকটি মুসলমান ধর্মের আলোতে আলোকিত হইয়া যাইত, দুনিয়ার বুকে ধর্ম কায়েম হইয়া যাইত। ধর্মের আলো প্রজ্বলিত দেখিলে ধর্ম নষ্টকারী তিনশত দল মাথা নিচু করিয়া নামাইয়া থাকিত। রাজ সরকারের মত ধর্ম শিক্ষকেরা বিমানে যাতায়াত করিতে পারিত।

বর্ণিত শান–শওকাত দর্শন করিলে রাজ সরকারের মাথাওয়ালা ছেলেরাও ধর্ম শিক্ষার জন্য উম্মাদ হইয়া যাইত। কুরআনে বর্ণিত ফান্ডগুলো না থাকার দরুন কতক মাওলানারা লিল্লাহ বোর্ডি এর খোরাক সংগ্রহের জন্য ধানের ছালা মাথায় নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে। কতেক মাওলানারা আবার স্টীমার-গাড়ীতে একটি পয়সার ভিখারী সাজিয়া ধর্মের পজিশন নষ্ট করিতেছে। কতক মাদ্রাসার সেক্রেটারী মাওলানা দিশাহারা হইয়া গরীব ফান্ড লুটকরিয়া দোজখী হইয়া যাইতেছে।

(বিঃ দ্রঃ লিল্লাহ বোর্ডিং এর খোরাকী খরচ সংগ্রহের জন্য বাড়ী বাড়ী কাকুতি মিনতি করিয়া চাঁদা তোলা আর বিধান মোতাবেক দ্বীন প্রচারের খরচ সংগ্রহের জন্য ফসল ফান্ড, রোজগার ফান্ড ও মুষ্টি ফান্ড ইত্যাদি আদায়ের ভিতরে আকাশ পাতাল ব্যবধান, কারণ এই কাজ অতি উচ্চ স্তরের মহান কাজ। যেহেতু দ্বীন প্রচারের সাহায্য করা ওয়াজীব। আর লিল্লাহ বোর্ডিং এর চাঁদা ওয়াজিব নয়। কাজেই ইহাকে ভিক্ষার সাথে মেছাল দেওয়া হইয়াছে)।

ধর্মীয় খরচ যেমন - ফিক্বাহ্ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য জাহেরী মাদ্রাসায়, তাছাওউফ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য তাছাওউফের মাদ্রাসায়, কোরআন প্রচারের জন্য ওয়াজের মাহফিলে রীতিমত খরচ করে না, তাহারা বখীল। যাহারা আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিছকীন, প্রতিবেশী, মোছাফেরদের হক রীতিমত আদায় করে না তাহারা বখীল। মনুষ্যত্ব বা ভদ্রতার খাতীরে যাহা খরচ করা দরকার তাহা যাহারা রীতিমত খরচ করে না, তাহারা বখীল। মোট কথা শরীয়তে মাল খরচ করার যে সমস্ত বিধান রহিয়াছে উক্ত বিধান মতে যাহারা খরচ করে না তাহারা বখীল।

বোখল রিপু দূর করার 'এলাজ

০৫। প্রশ্ন ঃ বোখাল রিপু দূর করার 'এলাজ কি ?

উত্তর ঃ বোখল রিপু দূরীভূত করিতে চাহিলে প্রথমত ঃ দেশের ভ্রান্ত প্রথা ছাড়িয়া দিতে হইবে। দেশের সুনাম অর্জন বা দুর্নামের ভয় অন্তর হইতে দূরীভুত করিতে হইবে।

জীবনের অর্জিত ধনরাশি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য শরীয়াতের বিধান মত খরচ করিতে হইবে।

হজ্ব, যাকাত, কোরবাণী, ছাদকায় ফেত্‌র ইত্যাদি কাজে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী খরচ করিতে হইবে।

ফিক্বাহ্‌র ইল্‌ম শিক্ষার জন্য ফিক্বাহ্‌র মাদ্রাসায়, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার জন্য তাছাওউফের মাদ্রাসায়, কোরআন প্রচারের জন্য ওয়াজের মাহফিলে শক্তি পরিমাণ খরচ করিতে হইবে।

পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, হামছায়া, ইয়াতিম, মিছকীন মোছাফিরদের হক রীতিমত আদায় করার জন্য শরীয়তের বিধান অনুযায়ী খরচ করিতে হইবে।

দেশের অভাব মোচনের জন্য অভাবের সময়, ক্ষুধার্ত লোকের ক্ষুধা নিবারণের জন্য শক্তি পরিমাণ টাকা খরচ করিতে হইবে।

সহ ধর্মিনী বিবি ছাহেবার মোহরের টাকা, খোরাক-পোষাক ইত্যাদিতে রীতিমত খরচ করিতে হইবে।

নিজের জাহেরী-বাতেনী শিক্ষার জন্য রীতিমত খরচ করিতে হইবে। (অর্থাৎ শিক্ষার ব্যাপারে পীর-ওস্তাদকে মালী বন্দেগীর মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করিতে হইবে ইহা ওয়াজিব।) অবশ্য এইরূপ শরীয়তের বিধান মত পূর্ণভাবে খরচ করিতে দেলে চাহিবে না। যদিও দেলে না চায় তবুও দেলের সংঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রীতিমত খরচ করিয়া যাইতে হইবে। আশা করা যায় এইরূপ খরচ করিতে করিতে বোখল রিপু দূরীভুত হইয়া যাইবে।

মারাত্মক বিধ্বংশী বখিলী রিপু ও বর্তমান সমাজ

০৬। প্রশ্ন ঃ এদেশে কতক লোক আছে। তাহারা ধনী লোক, তাহারা পিতা-মাতার নামে বড় রকমের যেয়াফত খাওয়াইয়া থাকে। আর কতক গরীব আছে, তাহারা ধার কর্জ করিয়া, জমি বিক্রি করিয়া বা বন্ধক রাখিয়া যেয়াফত খাওয়াইয়া থাকে ইহারাও কি বখীল ?

উত্তর ঃ বখিলী দূর করিতে শরীয়তের বিধান মত টাকা ব্যয় করিতে হয়। এদেশের লোকেরা যেভাবে যেয়াফত খাওয়াইতেছে, তাহা শরীয়তের বিধান মতে নহে। যেহেতু পিতা-মাতার নামে যেয়াফত খাওয়ান নফল কাজ, আর পিতা-মাতার দেনা আদায় করা ফরজ কাজ। আর নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবার বর্গের, খোর-পোষ, ঘর-দ্বার পায়খানা-প্রস্রাবখানা এবং শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির খরচ বহন করা ফরয। এক্ষণে, উপরে উল্লিখিত ফরয কাজের কোনটা না করিয়া একটি নফল কাজের জন্য অসংখ্য টাকা ব্যয় করা শরীয়াতের বিধান নহে। ইহা একমাত্র হিন্দুয়ানী প্রথা। আমাদের দেশের অধিকাংশ হিন্দুরাই সমস্ত জীবন সুদ, ঘুষ, পরের হক নষ্ট ইত্যাদি কাজ করিয়া থাকে। ওয়ারিশেরা ঐ সব দেনা এবং পরের হক আদায় না করিয়া একটি যেয়াফত খাওয়াইয়া থাকে। এই হিন্দুদের কু-প্রথাই মুসলমানরা সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে বোখল রিপুর গায় বাতাসও লাগে না।

আমাদের বিশ্ব-নবীর নামে এইরূপ যেয়াফত খাওয়ানো হয় নাই। পৃথিবীর অন্যত্র মুছলিম রাজ্যে এইরূপ যেয়াফত খাওয়ানোর প্রথার প্রচলন আছে বলে জানা যায় না।

এই প্রথা শুধু বাংলাদেশের মুছলমানদের মধ্যে দেখা যায়। মোট কথা এদেশের যেয়াফত হইল একটি কু-প্রথা। ইহা একমাত্র নফ্ছের তাড়নায় হইয়া থাকে। ইহাতে কোটি টাকা ব্যয় হইলেও বখীল খাতা হইতে নাম কাটা যাইবে না।

আক্ষেপ, এই টাকাগুলি যদি বাড়ীতে শরায়ী পর্দা করার জন্য, ছেলে-মেয়ের দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যয় করা হইত, তাহা হইলে সমাজের বহু কল্যাণ হইত। পিতা-মাতার দেনা আদায় করার জন্য ব্যয় করিলেও তাহাদের একটা মুক্তির যোগার হইয়া যাইত।

আর যেয়াফত খাওয়ানোর বেশী নেশা থাকিলে উক্ত যেয়াফতের টাকাগুলি দ্বারা অভাবের মওছুমে যখন গরীবেরা ভাতে কাপড়ে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে, তখন তাহাদিকে চাউল, বা কাপড় দান করিলেও বখীল খাতা হইতে কিছু রেহাই পাওয়া যাইত।

দ্বীনী ইল্মের মদ্রাসায় পড়ে এমন একজন তালেবুল ইল্মকে জায়গীর খাওয়াইলেও বৎসরে ৭৩০ জন লোকের যেয়াফত খাওয়ান হইয়া যায়। ইহাতে তালেবে ইল্মরা সমস্ত বৎসরে যাহা কিছু পড়াশুনা করে তাহার নেকী মৃত ব্যক্তির রূহে পৌছিয়া যাইতে পারে।

এদেশের যেয়াফতে হাজার হাজার মানুষ হইলেও নামায পড়া মানুষ খুব কমই হইয়া থাকে। আছরের নামাযের সময় দেখা যায়, মাত্র কয়েক জন লোকে নামায পড়িয়া থাকে। বাকী দরবেশরা খাওয়ার তালেই থাকে। মাগরিবের সময় দেখা যায় শুধু পুটুলা হাতে বাড়ির দিকে দৌড়াইতেছে। ইহা ছাড়া বাড়ীতে বে-পর্দা মেয়ে-লোকদের যে ভীড় থাকে, আর যুবকদের যে অবাধ ভ্রমণ তাহাতে কি বাড়ীতে ফেরেশ্তা থাকে ? এহেন জেয়াফতে টাকা ব্যয় করিলে পাপের বোঝা ভারী হওয়া ছাড়া আর কি হইতে পারে।

এক মহাভুল ধারণার অবসান

০৭। প্রশ্ন ঃ কতকের ধারণা, নফী-এছবাতের জিকির দ্বারা অন্তরের বোখল রিপু দূরীভুত হইয়া যাইবে, এই ধারণা ছহীহ কিনা ?

উত্তর ঃ এই ধারণা ছহীহ নহে। নফী- এছবাত দ্বারা অন্তরের বোখল রিপু দূর হয় না। যাহারা দূর হওয়ার ধারণা রাখে তাহারা ইল্মে তাছাওউফে অজ্ঞ।

৩৮। প্রশ্ন ঃ কতকের ধারণা, যে পীর ছাহেবরা টাকা পয়সা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা লোভী পীর; এই ধারণা কি রকম ?

উত্তর ঃ কোন পীর ছাহেব (অর্থাৎ কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট খাঁটি কামেল পীর মোর্শেদ) ওয়াজ করিয়া বা ইল্মে তাছাওউফ শিক্ষা দান করিয়া টাকা গ্রহণ করিলে তাঁহাকে লোভী পীর ধারণা করা ভুল।

যেহেতু ওয়াজ করিয়া ওজরত বাবদ (অর্থাৎ আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত করিয়া) টাকা লওয়াও জায়েজ, হাদীয়া বাবদও জায়েজ। আর ইল্মে তাছাওউফ শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়াও জায়েয। যাহারা পরহেযগারী প্রকাশ করার জন্য ওজরত- হাদীয়া কিছুই গ্রহণ করে না তাহারা রিয়াকার দরবেশ।

হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থান্ভী (রঃ) ছাহেবের আদাবুত্তরক কিতাবের ৫ম পৃষ্ঠার বরাত দিয়া তাছাওউফ শিক্ষা ২য় খন্ডের ১০৭ নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে-

"হাদিয়া গ্রহণকারী কামেল পীর থেকে মুরীদগণ অত্যধিক ফয়েজ (উপকার) প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাঁহার দিকে লোকের ঝোঁক বা আগ্রহ খুব বেশী বিদ্যমান থাকে। উহার কারন এই যে, হাদীয়া প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ই একে অন্যের দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা হাদীসেও আছে এবং পরীক্ষা দ্বারাও প্রমানিত হইয়াছে।"

হাদীসে আছে সংক্ষেপে মূল কথা- হযরত (দঃ) ও তাঁহার বিবিগণ লাখ লাখ টাকা হাদীয়া গ্রহণ করিয়াছেন। হাদীয়া দেওয়া ও গ্রহণ করা ছুন্নাত এবং হালাল। হুজুর (দঃ) হইতে আজ পর্যন্ত যত নায়েবে রাসূল (গুজারিয়া) অতিবাহিত হইয়া গিয়াছেন সকলেই হাদীয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রকাশ থাকে যে, যে সমস্ত পীরদের হালাল হারামের তমিজ আছে এবং ফেকাহ ও তাছাওউফ তত্ত্ববিদ কিতাবী শর্তবিশিষ্ট

আলেম তাহারা লক্ষপতি হইলেও দুনিয়াদার নহেন। আর জায়েয উপায়ে মাল গ্রহণ বা উপার্জন করা হেরছের লক্ষণ নহে বরং নাজায়েয বা হারাম পন্থায় উপার্জন করা হেরছের লক্ষণ।

তবে যে সমস্ত আলেম ও পীর মোর্শেদগণ দ্বীন শিক্ষা দিয়া ও ওয়াজ নছীহত করিয়া হাদীয়া বা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে এবং নিয়্যত ছহী থাকিতে হইবে। দ্বীন শিক্ষা দান ও প্রচার কার্যে যাহাতে কায়েম থাকিতে পারেন এবং দ্বীনের খেদমত সঠিক ভাবে করিতে পারেন, আর এই অছীলায় পরকালে আল্লাহ্‌র দীদার ও ছওয়াব অর্জন হইবে, অন্তরে এই পর্যায়ের ছহী নিয়্যাত ও এখলাছ থাকিতে হইবে।

হাদীয়া বা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ না করিলে দ্বীনের খেদমতে কায়েম থাকা সংকটের কারণে সম্ভব হইবে না। এই মহা অসুবিধার থেকে নিজেকে বাঁচাইয়া নিজেকে দ্বীন শিক্ষা প্রদান ও দ্বীন প্রচার গংকাজে মোতায়েন বা নিযুক্ত রাখা ও দ্বীনের খেদমত করা, এইরূপ ছহী নিয়তে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি টাকাও হাদীয়া বা ওজরত হিসাবে গ্রহণ করিলে নিঃসন্দেহে জায়েজ। বিশ্ব নবী করীম (ছঃ) লক্ষ লক্ষ টাকা-মাল হাদীয়া হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু কিতাবী শর্ত বা যোগ্যতা অর্জন না করিয়া যদি কেহ পীর-আলেম সাজে অথবা এখলাছের সহিত দ্বীনের খেদমত করার উদ্দেশ্যে না থাকে বরং বিপরীত ভাবে শুধু দুনিয়া অর্জন করাই অন্তরের নিয়ত্ থাকে তাহা হইলে এ অবস্থায় আলেম, পীর বা বক্তা সাজিয়া মানুষের থেকে মাল তালাশ ও গ্রহণ করিলে তাহা জাহান্নামের উছিলা হইবে। (প্রকাশক)।

৩৯। প্রশ্ন ঃ কতক আলেম এলমে তাছাওউফ শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়া জায়েজ বলিতেছেন, আর কতকে নাজায়েজ বলিতেছেন, এক্ষণে কাহারা কুরআন ও হাদীসের মোয়াফেক বলিতেছেন আর কাহারা খেলাফ বলিতেছেন ?

উত্তর ঃ শরীয়াতের অর্ধেক আহ্‌কাম ফিক্বাহ অর্ধেক আহ্‌কাম

ইলমে তাছাওউফ উভয়ের সমষ্টির নাম দ্বীন বা শরীয়াত। এক্ষণে যাহারা ইলমে দ্বীন শিক্ষা করিয়া টাকা লওয়া জায়েজ বলিতেছেন তাহারা কুরআন ও হাদীসের মোয়াফেক বলিতেছেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থান্‌বী ছাহেবের দাওয়াতে আবদিয়াত কিতাবের হাপ্তম (সপ্তম) খন্ডের ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-

اورپڑھانے پر تنخواہ لینا بھی جائز ھے ۔ یہ غلطی ھے کہ تعلیم
پر تنخواہ لینا جائز نہیں اور یہ جواز حنفیہ کے اصول پر بھی ھے
کیونکہ جوشخص کسی کے کام میں محبوس ھوتاھے اسی کے
نفقہ اسی کے ذمہ واجب ھوتاھے ۔

অর্থাৎ ঃ ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষাদান করিয়া টাকা/ বেতন লওয়া জায়েজ। টাকা লওয়া জায়েজ নহে, ইহা গলত। এই জায়েজ হানাফী মাজহাবের উছুল মোতাবেক, কেননা কোন ব্যক্তি যদি কাহারও কাজের জন্য আবদ্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ তাহার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়, তবে যাহার কাজের জন্য আবদ্ধ হইবে অর্থাৎ রোজগার বন্ধ হইবে তাহার উপর খরচ বহন করা ওয়াজিব।

ছাত্রের শিক্ষাদান করার জন্য শিক্ষকের ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইতেছে, কাজেই ছাত্রের উপর শিক্ষকের খরচ বহন করা ওয়াজিব। যে ছাত্ররা শিক্ষকের খরচ বহন করিতেছে না তাহারা ওয়াজিব তরকের গুনাহে পতিত হইতেছে। আর যাহারা খরচ বহন করিতেছে তাহারা ওয়াজিব আদায় করিতেছে।

খাঁটি পীরগণ লোকদিগকে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষাদান করিতেছেন, কাজেই তাহারা শিক্ষাদান করিয়া টাকা ও অন্যান্য দান গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে লোভী পীর বলা যাইবে না। বরং তাহারা কুরআন হাদীসের মোয়াফেক আমল করিতেছেন, আর যাহারা মুরীদগণ হইতে টাকা পয়সা ও অন্যান্য দান গ্রহণ করিতেছেন না (বরং নাজায়েয বলিতেছে) তাহারা কুরআনের খেলাফ করিতেছে।

৪০। প্রশ্ন ঃ কতক ওয়ায়েজীনদিগকে দেখাযায় তাহারা ওয়াজ করিয়া টাকা পয়সা গ্রহণ করিতেছে এবং কতক ওয়ায়েজীন টাকা পয়সা গ্রহণ করিতেছে না এমন কি

টাকার কল্পনাও নাজায়েজ বলিয়া প্রচার করিতেছে। এক্ষণে কাহারা কুরআন ও হাদীসের মোয়াফেক আছেন আর কাহারা খেলাফ ?

উত্তর ঃ যাহারা শ্রোতাদের নিকট টাকা পয়সা গ্রহণ করিতেছে তাহারা কুরআন ও হাদীসের মোয়াফেক আর যাহারা গ্রহণ করিতেছে না তাহারা কুরআনের খেলাফ করিতেছে।

কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাক্বারার ২৭৩ নং আয়াতে আছে

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .....

অর্থ ঃ (মাল দান কর) ঐ সমস্ত আল্লাহ্ওয়ালা ফোকারাদেরকে (অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে ধনী অথচ মূলতঃ তাহাদের মালের অভাব রহিয়াছে) যাহাদেরকে আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ করা হইয়াছে। আর আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তাহারা জমিনে (ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে সময় ব্যয় করিয়া মাল উপার্জন করার জন্য) বিচরণ করিতে পারেনা। (তাঁহাদের ভিতরগত হাল-অবস্থা সম্বন্ধে) অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাদেরকে ধনী অর্থাৎ সম্পদশালী মনে করে, ভিক্ষা না করার কারণে।

বর্ণিত আয়াত হইতে হানাফী মাজহাবের উছুল বাহির হইয়াছে, যদি কাহারও কাজের জন্য কাহারও ব্যবসা (উপার্জন) বন্ধ হইয়া যায়, তবে যাহার কাজের জন্য ব্যবসা (উপার্জন) বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহার উপর ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাওয়া ব্যক্তির খরচ বহন করা ওয়াজিব। **সুতরাং শ্রোতারা ওয়ায়েজীনদের খরচ বহন না করিলে ওয়াজিব তরক করার গুনাহে পতিত হইবে।**

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল, শ্রোতাদের খরচ বহন করা ওয়াজিব। আর ওয়ায়েজীনদের পক্ষে উক্ত খরচ টাকা গ্রহণ করা জায়েজ। **শামী কিতাবে এই** টাকা গ্রহণ করা হালাল লিখিয়াছে। যাহারা এই হালাল টাকাকে না-জায়েজ বলিয়া ধারণা করিতেছে, তাহারাই গোমরাহির মধ্যে পতিত আছে।

৪১। প্রশ্ন ঃ কতক মাওলানা সাহেবানরা বলিতেছেন, যাহারা দ্বীন প্রচার অর্থাৎ মুসলমানদিগকে ওয়াজ নছীহত করিবেন তাহাদের টাকা পয়সা নেওয়া তো দূরের কথা টাকা নেওয়ার কল্পনা করাও জায়েজ নহে? এক্ষণে উক্তিগুলি কি রকমের ?

উত্তর ঃ এই মাওলানা সাহেবানদের উক্তিগুলি পাগলের প্রলাপ বৈ আর কিছুই নহে। যেহেতু ওয়ায়েজ সাহেবগণকে শ্রোতারা যাহা দান করেন তাহা হাদীয়া বাবদ দিলেও জায়েজ আর ওজরত বাবদ দিলেও জায়েজ। জায়েজ জিনিসের কল্পনাও জায়েজ। তবে কোন বক্তা সাহেব যদি এরূপ দরজায় পৌঁছিয়া থাকেন যে, তাহার পায়খানা-প্রসাব বন্ধ, খানা-পিনারও দরকার হয় না, কাপড়-পোশাকও লাগেনা। স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা ইত্যাদি যাহা আছে সকলেই এই দরজায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। কোন খানে যাতায়াত করিতে হইলে রেল, স্টীমারের দরকার হয় না। যখন দেশ ভ্রমণের দরকার হয় তখন বাজুর গোড়ায় পাখা তৈয়ার হইয়া যায় তিনি দলবলসহ পাখির মত উড়িয়া বেড়াইতে পারে। ঘরবাড়ি করিয়া থাকিতে হয় না। পাখির মত গাছের ডালায় বসবাস করিতে পারে। তবে তাহার জন্য টাকা পয়সা নেওয়া এবং কল্পনা করা না জায়েজ হইলেও হইতে পারে।

আজ কুরআন মজীদের এক বৃহৎ জাহেরা অংশ শিক্ষা দেওয়া হয় মাদ্রাসা বিভাগে। কতক শিক্ষা দেওয়া হয় ক্বেরাতিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসায়, কতক শিক্ষা দেওয়া হয় দেওবন্দ ও আলিয়া মাদ্রাসায়, কতক শিক্ষা দেওয়া হয় ওয়াজের মাহফিলে। এক্ষণে মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষা দান করে টাকা নেওয়া একদম জায়েজ। এমন কি টাকার জন্য জরিমানা, নাম কর্তন করা, কান ধরিয়া বহির্গত করা সবই জায়েজ।

আর ওয়াজের মাহফিলে শিক্ষা দান করিয়া টাকার কল্পনা করাও জায়েজ নহে, ইহা কোন্ মহামান্য কিতাবে লেখা আছে তাহা জানাইতে পারেন কি ? এরূপ মাওলানা সাহেব আমাদের বাংলাদেশে আছে কি ? যদি না থাকেন তবে সর্বসাধারণ মুসলমানকে আর ধোকা দিয়া প্রচার বিভাগের ক্ষতি করিবেন না। জানিবেন ধোকার দিন চলিয়া গিয়াছে। সমাজ একেবারে অন্ধ নহে।

৪২। প্রশ্ন ঃ কতক পীর সাহেবদেরকে দেখা যায়, তাহারা মুরীদ করার পরে তাহাদেরকে মুরীদেরা টাকা দিয়া থাকে এবং পীর সাহেবরাও টাকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর কতক পীরেরা ইহা নাজায়েজ প্রচার করিতেছে, এক্ষণে কাহারা কুরআনের মোয়াফেক আছে আর কাহারা কুরআনের খেলাফ করিতেছে ?

উত্তর ঃ কুরআন মজীদের ২৮ পারাতে সূরা মুজাদালায় আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বৈরুত থেকে ছাপানো তানবীরুল মেকবাছ মিন্ তাফছীরে ইবনে আব্বাছের ৪৬২ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-

اِذَا نَاجَيْتُمْ - اِذَا كَلَّمْتُمُ الرَّسُوْلَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً (اى) قَبْلَ اَنْ تُكَلِّمُوْا نَبِيَّكُمْ تَصَدَّقُوْا بِكُلِّ كَلِمَةٍ دِرْهَمًا .....

সংক্ষেপে মূলঅর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন তোমাদের রাসূলের নিকট কথা বলিবে (অর্থাৎ পুণ্য কাজ ও তাকওয়া তথা তোমাদের মুক্তির পথ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য উপস্থিত হইবে) তখন তাঁহার নিকট কথা বলা অর্থাৎ প্রশ্ন করার পূর্বে তাঁহার সামনে অর্থ দান করিবে। এই অর্থ দান করা তোমাদের জন্য কল্যাণ এবং তোমাদের (অন্তর

সমূহের জন্য) পবিত্রতা। যদি তোমাদের হাতে অর্থ সম্পদ না থাকে অর্থাৎ তোমরা অর্থ দান করিতে অক্ষম হও, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা দাতা মেহেরবান।

(খোলাছাতুত্তাফাছীর ৪র্থ খন্ড পুরানো ছাপা ৩৫৪ পৃষ্ঠায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর থেকে হাদীস বর্ণিত আছে)

মূলঅর্থঃ বর্ণিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবাদের ভিতরে যাহারা সক্ষম ছিলেন, তাহারা যখনই হাজির হইতেন তখনই দান করিতেন। অর্থাৎ হযরত (সাঃ) এর দরবারে তাহারা বহু অর্থ বা দান উপস্থিত করিয়াছেন। হযরত (সাঃ) উক্ত দান গ্রহণ করিয়াছেন। *

আর যাহারা অক্ষম ছিলেন তাহাদিগকে ক্ষমার বাণী শুনাইয়াছেন। এক্ষণে যে পীর সাহেবেরা মুরীদান হইতে দান গ্রহণ করিতেছেন তাহারা বর্ণিত আয়াতের অনুস্মরণ করিতেছেন, আর যাহারা ইহা নাজায়েজ বলিয়া প্রচার করিতেছে তাহারা খেলাফ প্রচার করিতেছে।

*** বি ঃ দ্রঃ কুরআন শরীফের ১১নং পারায় সূরা তওবার মধ্যে আছে -**

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ - اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ -

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করিয়াছেন- হে রাসূল (সাঃ) আপনি তাহাদের মালসমূহ থেকে দান গ্রহণ করুন। আপনি উহার দ্বারা তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন। আর তাহাদের জন্য দোয়া করুন নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাহাদের জন্য শান্তি দায়ক।

৪৩। প্রশ্ন ঃ ওয়ায়েজ সাহেবদের পক্ষে হাদিয়া কবুল করা কি?

উত্তর ঃ জনাব মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব **তাছাওউফ তত্ত্ব কিতাবের ৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, দোররোল মোখতার কিতাবে আছে,** ওয়ায়েজ আলেমকে মুসলমানেরা যে হাদিয়া দিয়া থাকে তাহা হালাল।

মাওলানা কেরামত আলী সাহেব **জখিরায় কেরামতের ৩য় খন্ডে লিখিয়াছেন, ফতুয়ায়ে আলমগিরেতে** লিখা আছে- ওয়ায়েজ সাহেবদের হাদিয়া কবুল করা দুরস্ত আছে।

উক্ত **জখিরায় কেরামত কিতাবের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, হযরত বলিয়াছেন** হাদিয়া আল্লাহ তায়ালার রিজিক। যে ব্যক্তি হাদিয়া কবুল করিতেছে সে আল্লাহ তায়ালার রিযিক কবুল করিতেছে, আর যে ব্যক্তি হাদিয়া ফিরাইয়া দিতেছে সে আল্লাহর রিযিক ফিরাইয়া দিতেছে।

থানবী সাহেবের কছদুচ্ছাবিল কিতাবের ৪৭ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, হাদীয়া কবুল করা সুন্নাত, কবুল না করাতে মোমেনের দেলে কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের না-শুকরী করা হয় এবং হাদিয়া কবুল না করা তাকাব্বুরের আলামত।

থানবী সাহেবের দাওয়াতে আবদিয়াতের অষ্টম খন্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, একজন মুসলমান ওয়াজের মাহফিলে হাজির হইয়া ওয়ায়েজ আলেম ছাহেবকে এক হাজার টাকা হাদিয়া দিয়াছিলেন। **উহার ১৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,** হাদিয়া ভক্ষণে অন্তরে নূর পয়দা হয়। অন্তর হইতে গুনাহর ওছওয়াছা দূরীভূত হয় এবং কাশ্‌ফ হয়।

পাঠকগণ! উপরোক্ত বিবরণে পরিস্কার বুঝিতে পারিলেন, যাহারা হাদিয়া কবুল না করিয়া অজ্ঞ সমাজের কাছে মোটা দরবেশ সাজিয়াছেন তাহারা প্রকৃত দরবেশ নহেন। তাহারা মাছনুন তরীকা (রাসুল (সঃ) এর সুন্নাত তরীকা) ত্যাগ করিয়া পথভ্রষ্ট হইয়াছেন।

মালী বন্দেগী সম্পর্কে কুরআনের বিশেষ ঘোষণা

মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদের সূরা ছফে ঘোষণা করিয়াছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى
تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ (ط) ذَالِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا (ط) نَصْرٌ
مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ (ط) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ -

মূলঅর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগকে এরূপ একটি মহান কাজের খবর দিব কি ? যাহার অছীলায় তোমরা আল্লাহর সমস্ত আযাব হইতে নাজাত প্রাপ্ত হইবে। সেই কাজ হইল আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনায়ন করিয়া, আল্লাহ্‌র রাস্তায় মাল দ্বারা এবং জান দ্বারা জেহাদ করা, এই জেহাদ করা তোমাদের জন্য মহা কল্যাণ। এই জেহাদের অছীলায় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ রাশী মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে বেহেশ্‌ত ভবনে দাখিল করিয়া দিবেন। এরূপ বেহেশ্‌তে যাহার তলদেশে নহর জারী আছে এবং আদন নামক বেহেশ্‌তের ভিতরে তোমাদের জন্য রং মহল তৈয়ার করা হইয়াছে এবং তোমাদিগকে দুনিয়ার নেয়ামত ও দান করা হইবে।"

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায় তাবলীগে হুকমী বা মালী জেহাদ এরূপ মহান কার্য্য যাহার অছীলায় মানুষের গুনাহ রাশি মাফ হইয়া যায় এবং আল্লাহ তায়ালার সমস্ত আযাব হইতে নাজাত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বেহেশত ভবনে দাখিল হইয়া মহা সুখে রংমহলে বসবাস করার উপযুক্ত হওয়া যায় এবং দুনিয়াও তাহার হস্তগত হইয়া যায়।

মালী বন্দেগী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সাবধান বাণী

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে সূরা মোহাম্মদের ৩৮নং আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন -

هَاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ -

মূলঅর্থ ঃ তোমাদিগকে আহ্বান করা হইতেছে যে, তোমরা আল্লার দ্বীন কায়েম রাখার জন্য টাকা খরচ কর। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কতকে টাকা বা অর্থ খরচ করিতে বখিলি (কৃপণতা) করিতেছে। যাহারা বখিলি করিতেছে, তাহারা নিজেদের প্রতি কৃপণতা করিতেছে। (নিজেরই ক্ষতি করিতেছে)। নচেৎ আল্লাহ তায়ালা ধনী তোমরা গরীব। তোমরা যদি (টাকা বা মাল) ব্যয় না কর তবে আল্লাহতায়ালা তোমাদের পরিবর্তে এরূপ অন্য দল পয়দা করিবেন, তাহারা তোমাদের মত হইবে না (বখিলি করিবে না)।"

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, আল্লাহর দ্বীন কায়েম রাখার জন্য টাকা বা অর্থ ব্যয় করিতে বখিলি করা মস্তবড় অপরাধের কাজ। এই অপরাধে যাহারা অপরাধী হইবে, আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে পরিবর্তন করার হুমকি জানাইয়াছেন।

মনে হয় যেন, সমাজ এ বিষয়ে চির নিদ্রায় বিভোর আছে। আর এই জন্যই তাহারা পূর্ণ শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ। যেইদিন ধর্ম রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের দেল খুলিবে অর্থাৎ বখিলি দূর করিয়া আগ্রহের সহিত ধর্ম রক্ষার জন্য খরচ করিবে, সেই দিন তাহাদের প্রতি আল্লাহর রহমত হইবে। ইল্‌মের বুঝ থলিয়াও খুলিবে, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আলোতে আলোকিত হইতে পারিবে।

আয়াত দুইটিতে যেমন ভাবে দোজখের হুমকী দেওয়া হইয়াছে, তেমনভাবে বেহেশতের আশাও প্রদর্শন করা হইয়াছে। ঈমান থাকিলে ইহাই যথেষ্ট। আল্লাহ্‌র কুরআন জগতে প্রচারের জন্য যাহাদের অন্তরে টাকা দান করিতে চায় না, তাহাদের নছিবে বেহেশত ভবন জুটিবে কেমন করে ?

আজ মুসলমানেরা কি দেখেনা, তাহাদের বখিলির কারনে সুযোগ্য আলেম সাহেবানরা যাহারা আল্লাহর কুরআন প্রচার করার ক্ষমতা রাখেন, তাঁহারা প্রায়ই অন্য চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়া যাইতেছেন। আর তাহাদের স্থলে এরূপ তুতী, নূরী ভর্তি হইয়া ওয়াজের আশরে ভীর জমাইতেছে। যাহাদের শতকরা ৯৮ জনই কেতাবের এবারতই পাঠ করিতে অক্ষম।

মহান আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের বিনিময়ে মুসলমানদের জান-মাল ক্রয় করিয়া নিয়াছেন

কুরআন শরীফে সূরা তওবার ১১১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন -

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (ط) يُقَاتِلُوْنَ

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ (ط) وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ (ط) وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

মর্মকথা ঃ নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের নিকট থেকে বেহেশতের বিনিময়ে তাহাদের জান ও ধন সম্পদ সমূহকে ক্রয় করিয়া নিয়াছেন। তাহারা আল্লাহ তায়ালার পথে যুদ্ধ করিয়া কখনও হত্যা করে এবং কখনও নিহত হইয়া যায়। জান এবং মালের বিনিময়ে জান্নাত প্রদানের এই সত্য অঙ্গীকারের কথা তওরাত, ইঞ্জিল আর কুরআনে রয়েছে। আল্লাহর চাইতে অধিক অঙ্গীকার পালন কারী আর কেহ নাই। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে যেই ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করিয়াছ সেই ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আনন্দ করিতে থাক। আর ইহা হইতেছে বিরাট সাফল্য।

দ্বীন প্রচারের কাজে শক্তি থাকিতে সাহায্য না করা গুনাহের কাজ

সমাজের সাহায্য ছাড়া ইসলাম প্রচার হইতে পারে না। সাহায্য নেওয়া এবং সাহায্য করা উভয়ই জায়েজ ও ছওয়াবের কাজ। আর শক্তি থাকিতে সাহায্য না করা গুনাহের কাজ।

আল্লাহতায়ালা কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় ঘোষণা করিয়াছেন-

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ (ط) قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ

وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ (ط) قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ- فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ - ○

মুলঅর্থ ঃ আলমে আরওয়াহ্‌তে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত পয়গাম্বর (আঃ) গণের নিকট থেকে অঙ্গীকার আদায় করিয়াছিলেন যে, মূলকথা - হে পয়গাম্বরগণ ! তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠান হইবে এবং নবী করা হইবে, কিতাব ও ধর্মজ্ঞান দান করা হইবে। অতঃপর তোমাদের সকলের পরে যখন আর একজন রাসুল (অর্থাৎ বিশ্বনবী (সাঃ)) তোমাদের নিকট আসিবেন, তিনি তোমাদের নিকটস্থ কিতাবের তাছদীক বা সত্য বলে সমর্থন করিবেন। তখন তোমরা অবশ্যই সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আনায়ন করিবে এবং অবশ্যই তাঁহার সাহায্যও করিবে। আল্লাহ্ বলিলেন, কেমন তোমরা একরার (স্বীকার) করিলে কি ? এবং এই বিষয়ে আমার নির্দেশ কবুল করিলে কি ? তখন নবীগণ বলিলেন; আমরা অঙ্গীকার করিলাম। আল্লাহ্ বলিলেন, ফেরেশতারা তোমরা এই অঙ্গীকারের সাক্ষী থাক, আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষীদের অন্তর্ভূক্ত রহিলাম। **যাহারা এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে তাহারা ফাছেক শ্রেণীভূক্ত হইয়া যাইবে।**

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা গেল, ধর্ম প্রচার করা এরূপ মহান কাজ যাহার সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজেব। **এই ওয়াজেব তরক করিলে ফাছেক শ্রেণীভূক্ত হইতে হইবে।** সমাজের সাহায্য ছাড়া যদি ইসলাম প্রচার করা সম্ভবপর হইত তবে আল্লাহ তায়ালা পয়গাম্বরগণের তরফ হইতে সাহায্য করার অঙ্গীকার নিতেন না এবং না করার অপরাধে ফাছেক শ্রেণীভূক্ত হইবে বলে ঘোষণা করিতেন না। এই শ্রেণীর সাহাবাদের উপাধি হইয়াছে আনসার। যদি বিশ্বনবী আল্লাহ ছাড়া কাহারো সাহায্য না নিতেন তবে সাহাবাদের উপাধি আনসার হল কি প্রকারে ?

বর্ণিত আয়াতের মর্মে বিশ্ব নবীকে আর বিশ্ব নবীর অবর্তমানে যুগের নায়েবে নবীকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস এবং কুরআন প্রচার কাজে তাবলীগে হুকমী হিসাবে আর্থিক সাহায্য বা মালী বন্দেগী করিতে হইবে। তাহা হইলে নবী ও নায়েবে নবী যে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, তার শোকরিয়া আদায় হইবে, অন্যথায় শোকরিয়া আদায় হইবে না।

শরীয়তের বিধান মত মাল খরচ কারীর জন্য ফেরেশ্‌তারা আল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনা করেন

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে -

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا-

মুলকথা ঃ- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন- প্রত্যহ দুই জন ফেরেশ্‌তা আছমান হইতে যমীনে অবতীর্ণ হয় এবং একজনে বলে, হে আল্লাহ্ তা'আলা! তোমার প্রদত্ত মাল যে ব্যক্তি তোমার বিধান মত খরচ করিতেছে, তুমি তাঁহার মালরাশি বৃদ্ধি করিয়া দাও। অপর ফেরেশ্‌তা বলে, হে আল্লাহ্ তা'আলা, যে ব্যক্তি তোমার প্রদত্ত মাল তোমার শরীয়তের বিধান মতে খরচ করে না, তুমি তাঁহার মাল ধ্বংস করিয়া দাও।

এই হাদীসে পরিস্কার বুঝা যায়, ছখীর মাল বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, আর বখীলের মাল ধ্বংস হইয়া যাইবে।

শরীয়তের বিধান মত খরচকারীর মাল আল্লাহ্ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার এবং গুনাহ রাশি ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন -

কুরআন শরীফের ৩য় পারায় সূরা বাক্বারার ২৬৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন -

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ

بِالْفَحْشَاءِ (ج) وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا (ط) وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ-

মূলকথা ঃ শয়তান দান করিতে বাঁধা দান করে এবং ফকির (গবীর) হওয়ার ভয় প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তায়ালা ওয়াদা করিতেছেন যে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা দান করিতে গরীব হওয়ার ভয় করিওনা। **তোমরা যদি শরীয়তের বিধান মত তোমাদের মাল খরচ কর তাহা হইলে আমি তোমাদের গুনাহরাশী ক্ষমা করিয়া দিব এবং মাল রাশি বৃদ্ধি করিয়া দিব।** আল্লাহ্ তায়ালা মহা প্রশস্ততা ও মহাজ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং মালকে কি কায়দায় বৃদ্ধি করিতে হইবে উহা আল্লাহ্ ভাল ভাবে অবগত আছেন।

বর্ণিত আয়াতের মর্মে পরিস্কার বুঝা যায় যাহারা শয়তানের বাঁধা শ্রবণ না করিয়া আল্লাহর বিধান মত মাল খরচ করিয়া যাইবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের গুনাহরাশি ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তাহাদের মালরাশি বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে -

عَنْ اَسْمَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْفِقِىْ وَلَا تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوْعِىْ فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ اِرْضَحِىْ مَا اسْتَطَعْتِ-

মূলকথাঃ- হযরত আস্‌মা বিন্‌তে আবু বকর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলিয়াছেন (শরীয়তের বিধান মতে) খরচ করিতে থাক হিসাব করিওনা। হিসাব করিয়া দিতে থাকিলে আল্লাহ্‌ও তোমাকে হিসাব করিয়া দিবেন। (মাল-সম্পদকে থলিতে) বাঁধিয়া রাখিওনা। তাহা হইলে আল্লাহ্

তায়ালাও তোমার ব্যাপারে বাঁধিয়া রাখিবেন। যৎ কিঞ্চিত হইলেও সামর্থে যাহা সম্ভব হয় তাহা দান (খরচ) করিতে থাক।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

মূলঅর্থ ঃ- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসুল (সাঃ) বলিয়াছেন- "আল্লাহ্ তায়ালা বলেন - হে আদম সন্তান। তুমি আমার উদ্দেশ্যে আমার পথে (শরীয়তের বিধান মত) ব্যয় কর, আমি তোমাকে দান করিব।

শরীয়তের বিধান মত দানকারী জান্নাতের নিকটবর্তী

তিরমিযী ও মেশ্‌কাত শরীফের হাদীসে আছে -

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ

النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ-

মুলকথা ঃ- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, রাসূল (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ (শরীয়তের বিধান মত) দানশীল ব্যক্তি **আল্লাহর নিকটবর্তী, বেহেশতের নিকটবর্তী** ও মানুষের কাছাকাছি। আর দোযখ হইতে দূরে। পক্ষান্তরে কৃপন ব্যক্তি **আল্লাহ হইতে দূরে, জান্নাত হইতে দূরে,** মানুষ হইতে দূরে আর **দোযখ হইতে নিকটবর্তী**। রাসূল (সাঃ) আরও বলিয়াছেন- **কৃপন ইবাদতকারী দরবেশ অপেক্ষা মূর্খ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।**

বর্ণিত হাদীসের মর্মে পরিস্কার বুঝা যায় জান্নাতে প্রবেশ করিতে চাহিলে ইবাদতে জেছমানী তথা এবাদত ও মোয়ামালাতের মাছয়ালা, ইবাদতে রূহানী তথা মুহ্‌লিকাত ও মুন্‌জিয়াতের মাছয়ালা যে রূপ ভাবে শিক্ষা ও আমল করিতে হইবে, ঠিক তদ্রুপ ভাবে **ইবাদতে মালী তথা শরীয়তের বিধান মত মাল আয় করিতে হইবে এবং শরীয়তের বিধান মত তিন ধারায় অর্থাৎ সংসারের জরুরী কাজের জন্য, গরীবের অভাব মোচনের জন্য ও ধর্ম রক্ষা ও** বিস্তারের জন্য মাল খরচ করিতে হইবে।

মালী বন্দেগী বেহেশ্‌তে যাওয়ার বিরাট অছীলা

মেশ্‌কাত শরীফের হাদীসে আছে -

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ فَمَنْ كَانَ سَخِيًّا اَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُصْنُ حَتّٰى

يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَالشُّحُّ شَجَرَةٌ فِى النَّارِ فَمَنْ كَانَ شَحِيْحًا اَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُصْنُ حَتّٰى يُدْخِلَهُ النَّارَ -

মূলকথা ঃ- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলিয়াছেন। শরীয়তের বিধান মতে দানশীলতা বেহেশ্‌তের একটি বৃক্ষ বিশেষ। ফলে যে ব্যক্তি দানশীল (শরীয়াতের বিধানমত খরচ কারী) সে যেন উহার একটি শাখা ধরিয়াছে আর শাখা তাহাকে ছাড়িবে না যে পর্যন্ত না তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবে। আর কৃপনতা হইল দোযখের একটি বৃক্ষ বিশেষ। অতএব যে ব্যক্তি কৃপন সে যেন উহার একটি শাখা ধরিয়াছে। শাখাটি তাহাকে ছাড়িবে না, যে পর্যন্ত না তাহাকে দোযখে প্রবেশ করাইবে।

বর্ণিত হাদীসে পরিস্কার বুঝা যায় শরীয়তের বিধান মত মাল খরচ করা জান্নাতে প্রবেশ করার এক বিরাট অছীলা।

দানকে বালা মছীবত অতিক্রম করিতে পারে না।

মেশ্‌কাত শরীফে আছে -

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا

মূলকথা ঃ- হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন- তোমরা দান-সাদকার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করিবে। কেননা বালা-মুছীবত উহাকে (দান সাদকাকে) ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারে না।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰي عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا اِلَّا كَانَ فِيْ حِفْظٍ مِنَ اللّٰهِ مَادَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

মূলকথা ঃ- হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিলেন যে কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানকে একখানা কাপড় পুরাইবে, সে (দাতা) ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার হেফাজতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত উহার এক টুকরাও ঐ ব্যক্তির গায়ে থাকিবে। (তিরমিযী)

দানের ছওয়াব আল্লাহ্ তায়ালা দানকারীর জন্য বৃদ্ধি করিতে থাকেন

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে -

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّى

اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ-

মূলকথা ঃ- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন- যে মুসলমান নিজ হালাল মাল হইতে দান করে **আল্লাহ্ তায়ালা তাহার দানকে স্বীয় ডান হস্তে কবুল করেন,** অতঃপর বিশেষ ভাবে দয়া করত এরূপ ভাবে উক্ত দানকে রক্ষনাবেক্ষন করেন, যেমন তোমরা নিজের গৃহপালিত পশু সমুহের রক্ষনাবেক্ষণ করিয়া থাকো। **যে পর্যন্ত উহার ছওয়াব ওহুদ পর্বতের ন্যায় উন্নত না হয়।**

মালী বন্দেগীতে মাল কমেনা

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে -

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَ مَاتَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ -

মূলকথা - হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন- **দান-সাদকায় মাল কমায় না।** ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ কোন বান্দাহর ইজ্জত হ্রাস করেন না বরং বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং যে কেহ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তাহাকে উন্নত করেন।

মালী বন্দেগীতে আল্লাহর রোষ-ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং অপ মৃত্যু রোধ হয়।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ-

মূলকথা ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুল (সাঃ) বলিয়াছেন নিশ্চয়ই দান-সাদকা আল্লাহ্ তায়ালার রোষ-ক্রোধকে প্রশমিত করে এবং মন্দ মৃত্যু রোধ করে।

মালী বন্দেগী কিয়ামতের দিবসে ঈমানদারদের মাথার উপর ছায়া দান করিবে।

হাদীস শরীফে আছে -

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ-

মূলঅর্থ- রাসুল (সাঃ) বলিয়াছেন- নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের ছায়া হবে তার দান।

(ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের ফান্ডগুলো এবং গরীবের অভাব মোচনের ফান্ডগুলো যথাযথ ভাবে আদায় করিয়া) সংসারের জন্য যাহা কিছু খরচ করা হইবে উহাতে বিপুল পরিমাণ ছওয়াব হইবে -

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে -

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِهٖ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةٌ -

মূলকথা - হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যখন কোন মুসলমান স্বীয় পরিবার ও পরিজনের জন্য যাহা কিছু জরুরী খরচ করে, উহা তাহার জন্য সাদকা স্বরূপ হইবে।

মালী বন্দেগী আদায় করিলে আল্লাহর পক্ষ থেকে মাল বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়

মুসলিম শরীফে আছে -

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ فَسَمِعَ

صَوْتًا فِىْ سَحَابَةٍ اِسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ فَتَنَحّٰى ذٰلِكَ السَّحَابُ فَاَفْرَغَ مَاءَهٗ فِىْ حَرَّةٍ فَاِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهٗ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِىْ حَدِيْقَتِهٖ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهٖ فَقَالَ لَهٗ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ اَلْاِسْمُ الَّذِىْ سَمِعَ فِى السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهٗ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لِمَ تَسْاَلُنِىْ عَنْ اِسْمِىْ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ صَوْتًا فِى السَّحَابِ الَّذِىْ هٰذَا مَاؤُهٗ يَقُوْلُ اِسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا قَالَ اَمَّا اِذَا قُلْتَ هٰذَا فَاِنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهٖ وَاٰكُلُ اَنَا وَعِيَالِىْ ثُلُثًا وَاَرُدُّ فِيْهَا ثُلُثَهٗ-

মুলঅর্থ ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন একদা এক ব্যক্তি ময়দানে উপস্থিত ছিল, এমন সময় সে মেঘের মধ্যে একটি শব্দ শুনিতে পাইল, অমুকের বাগান পানি দ্বারা সিক্ত কর। তখন মেঘ খন্ডটি একদিকে চলিয়া গেল এবং একটি বালী কংকরময় স্থানে বর্ষণ করিল। তখন দেখা গেল, নালা সমূহের মধ্যে একটি নালা ঐ পানির সম্পূর্ণটা নিজের মধ্যে ভরিয়া

লইল লোকটি পানির পিছনে চলিতে লাগিল। দেখিল যে এক ব্যক্তি তাহার বাগানে দাঁড়াইয়া আছে এবং কোদাল দ্বারা উক্ত পানি গুলি নিজের বাগানের দিকে ফিরাইয়া দিতেছে। তখন বর্ণনাকারী লোকটি কোদাল হাতে কাজে নিয়োজিত লোকটিকে বলিল, হে আল্লাহর বান্দা! আপনার নাম কি ? সে বলিল, অমুক নাম। সে ঐ নামটিই বলিল যাহা লোকটি মেঘের মধ্যে শুনিতে পাইয়াছিল। তখন বাগানের মালিক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর বান্দাহ! আপনি কেন আমাকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন ? তখন বর্ণনাকারী লোকটি বলিল- যেই মেঘ হইতে এই পানি বর্ষিত হইয়াছে আমি সেই মেঘের ভিতরে একটি শব্দ শুনিয়াছি বলিতেছে **"অমুকের বাগানে পানি বর্ষণ কর"**। সেখানে আপনার নামটি বলা হইয়াছে (আচ্ছা বলুন তো) আপনি বাগানের (ফসলাদির) মধ্যে কি করেন ? তখন সে বলিলঃ আপনি যখন এই রূপে কথা বলিয়াছেন- তবে শুনুন। বাগান হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় আমি উহার প্রতি দৃষ্টি রাখি। **ফলে উৎপাদিত ফসলকে আমি তিন ভাগে ভাগ করি। যথা- এক তৃতীয়াংশ সদ্‌কা করি। আর এক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার সন্তানাদি ভোগকরি এবং অপর এক তৃতীয়াংশ বাগানে তথা যমীনের কাজে লাগাই।**

যে ব্যক্তি প্রথম দান করিবে অতপর তাহার দেখাদেখি যাহারা দান করিবে তাহাদের সকলের সমপরিমাণ ছওয়াবও সে পাইবে

মুসলিম শরীফে আছে -

وَعَنْ جَرِيْرٍ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ- تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهٖ مِنْ دِرْهَمِهٖ مِنْ ثَوْبِهٖ

مِنْ صَاعِ بُرِّهٖ مِنْ صَاعِ تَمْرِهٖ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهٗ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَاَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتّٰى رَاَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَاَنَّهٗ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

মুলকথা ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মর্মস্পর্শী খুৎবাহ দিলেন এবং সূরা হাশরের একটি আয়াত পাঠ করিলেন,যাহার অর্থ হইল– "তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা উচিত যে, সে আগামী কালের (রোজ কিয়ামতের) জন্য কি প্রেরণ করিয়াছে।" অতঃপর হুজুর (সঃ) বলিলেন তোমাদের প্রত্যেকেরই তাহার দিরহাম, তাহার পোষাক, তাহার দিনার, তাহার গমের ভান্ড ও খেজুরের ভান্ড হইতে দান করা উচিত। অবশেষে তিনি বলিলেন – যদিও খেজুরের একটুকরাও হয়।

হযরত জাবীর (রাঃ) বলেন, ইহা শুনিয়া আনসারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি একটি পূর্ণ থলি লইয়া আসিলেন, যাহা উঠাইতে তিনি প্রায় অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। অতঃপর লোকেরা একে অন্যের অনুসরণ করিতে লাগিলেন এমন কি আমি (বর্ণনাকারী) দেখিলাম খাদ্য সামগ্রী ও বস্ত্রের দু'টি স্তুপ জমিয়া গিয়াছে। আর আনন্দে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মুখমন্ডল চক্‌চক্ করিতেছে যেন উহা স্বর্ণের মন্ডিত। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে উত্তম প্রথা চালু করিবে ইহার জন্য তাহার কাজের ছওয়াব রহিয়াছে এবং তাহার পরে যাহারা এই কাজ করিবে তাহাদের সমপরিমান ছওয়াবও তাহার জন্য রহিয়াছে অথচ ইহাতে তাহাদের সওয়াবের কিছু কম করা হইবে না। এইরূপে যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে কোন মন্দ রীতি স্থাপন করিবে তাহার জন্যও তাহার কাজের গুণাহ এবং পরে যাহারা এই কাজ করিবে তাহাদের পাপের সমপরিমান তাহার জন্য রহিয়াছে। অথচ ইহাতে তাহাদের পাপের কিছুই হ্রাস করা হইবে না।

বর্ণিত হাদীসে পরিষ্কার বুঝা যায়–যে ব্যক্তি প্রথম দান করিবে তাহার পরে যাহারা তাহার দেখা দেখি দান করিবে তাহাদের সকলের দানের সমপরিমাণ ছওয়াবও সে পাইবে।

ইখলাসের সহিত দান অনেক শক্তিশালী

তিরমিযী শরীফে আছে -

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْاَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيْدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَعَجِبَتِ الْمَلٰئِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ فَقَالُوْا

يَارَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ قَالَ نَعَمْ اَلْحَدِيْدُ فَقَالُوْا يَارَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِنَ الْحَدِيْدِ قَالَ نَعَمْ اَلنَّارُ فَقَالُوْا يَارَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِنَ النَّارِ قَالَ نَعَمْ اَلْمَاءُ فَقَالُوْا يَارَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ اَلرِّيْحُ فَقَالُوْا يَارَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِنَ الرِّيْحِ قَالَ نَعَمْ اِبْنُ اٰدَمَ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِيْنِهٖ يُخْفِيْهَا مِنْ شِمَالِهٖ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)-

মূলঅর্থ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন যমীন সৃষ্টি করিলেন উহা কাঁপিতে লাগিল। তখন পাহাড় সৃষ্টি করিলেন এবং উহার উপর কীলক (খুটা) স্বরূপ মারিলেন, ইহাতে যমীন স্থির হইয়া গেল, পাহাড়ের শক্তি দেখিয়া ফিরিশতাগণ বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে পাহাড় হইতেও শক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ্ তায়ালা বলিলেন- হ্যাঁ আছে, লোহা, তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন- হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে লোহা অপেক্ষা শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ আছে, আগুন, অতপর তাহারা আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন- হে পরওয়ারদিগার- তোমার সৃষ্টিতে আগুন অপেক্ষা শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ আছে পানি।

এবারও তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন- হে প্রভু ! তোমার সৃষ্টিতে পানি অপেক্ষা শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ আছে, বাতাস। তখনও তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন- হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে বাতাস অপেক্ষা শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ আছে, আদম সন্তান- যে তাহার ডান হাতে দান করে আর বাম হাত হইতেও উহা গোপন রাখে।

বর্নিত হাদীসে পরিস্কার বুঝা গেল যে, ইখলাসের সহিত দান করা হইলে ঐ দান বর্ণিত জিনিসগুলোর চাইতেও শক্তিশালী।

মালী বন্দেগী আদায় না করিলে মাল দেওয়ার পরও আল্লাহ্ তায়ালা মাল ছিনাইয়া নিয়া যান

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ) কে বলিতে শুনিয়াছেন- তিনি বলেন- বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল, একজন কুষ্ঠ রোগী, একজন মাথায় টাক পড়া এবং একজন অন্ধ। একবার আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাহাদের কাছে একজন (মানুষরূপী) ফেরেশ্‌তা পাঠাইলেন। ফেরেশ্‌তা (প্রথমে) কুষ্ঠ রোগীর কাছে আসিলেন এবং তাহাকে বলিলেন তোমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু কি ? সে বলিল উত্তম রং উত্তম চর্ম আর আমার হইতে সেই ব্যাধি দূর হইয়া যাওয়া যাহার কারণে মানুষেরা আমাকে ঘৃণা করে। হুজুর (সঃ) বলেন- ফেরেশ্‌তা তাহার শরীরে হাত বুলাইলেন, ফলে তাহার শরীর হইতে ঘৃণার বস্তু (অর্থাৎ ব্যাধি) দূর হইয়া গেল এবং খুব সুন্দর রং উত্তম চর্ম দেওয়া হইল। অতঃপর ফেরেশ্‌তা বলিলেন কোন মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয় ? সে বলিল উট অথবা বলিল গাভী, বর্ণনাকারী ইসহাকের সন্দেহ হয় যে, কুষ্ঠ রোগী ও মাথায় টাক পড়া ব্যক্তি, এই দুই জনের একজন উটের কথা বলিল এবং অপরজন কহিল গরুর কথা। হুযুর (সঃ) বলেন, তাহাকে পূর্ণ গর্ভবতী উষ্ট্রী দেওয়া হইল, পরে ফেরেশ্‌তা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন আল্লাহ্ তোমাকে উহাতে বরকত দিন।

হুজুর (সঃ) বলিলেন অতঃপর ফেরেশ্‌তা টাক পড়া ব্যক্তির কাছে আসিলেন এবং বলিলেন কোন জিনিস তোমার কাছে অধিক প্রিয়। সে বলিল উত্তম চুল এবং যাহার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে সেই বস্তুটি আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাওয়া। হুজুর (সঃ) বলিয়াছেন ইহার পর ফেরেশ্‌তা তাহার মাথায় হাত বুলাইলেন। ফলে, তাহার টাক দূর হইয়া গেল এবং তাহাকে সুন্দর কেশ দান করা হইল। এই বার ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিলেন কোন মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয় ? লোকটি বলিল গরু, তখন তাহাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেওয়া হইল। অতঃপর ফেরেশ্‌তা বলিলেন আল্লাহ্ তোমাকে উহাতে বরকত দান করুন।

হুজুর (সঃ) বলিলেন, অতঃপর ফেরেশ্‌তা অন্ধের কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, তোমার কাছে কোন জিনিস সব চাইতে অধিক প্রিয় ? সে বলিল, আল্লাহ্ যেন আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরাইয়া দেন। যাহাতে আমি মানুষদিগকে দেখিতে পাই। হুজুর (সঃ) বলিয়াছেন ফেরেশ্‌তা তাহার চোখে হাত বুলাইলেন, ফলে আল্লাহ্ তাহার চোখের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিলেন। ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিলেন কোন মাল তোমার কাছে অধিক প্রিয় ? সে বলিল বক্‌রী/ভেড়া। তখন তাহাকে একটি গাভীন বকরী দেওয়া হইল।

অতঃপর উষ্ট্রী ও গাভী বাচ্চা প্রসব করিল এবং এই বকরীও প্রসব করিল। অবশেষে তাহাদের মাল বৃদ্ধি পাইল। কুষ্ঠ ব্যক্তির উটে একটি মাঠ ভরতি হইয়া গেল। টাক ব্যক্তির গরুতেও এক মাঠ ভরিয়া গেল এবং অন্ধ ব্যক্তির ছাগল- ভেড়ায় এক মাঠ ভরিয়া গেল। নবী (সঃ) বলিয়াছেন- কিছু দিন পর ফেরেশ্‌তা নিজের পূর্ব অবয়ব ও আকৃতি ধারণ করিয়া কুষ্ঠ ব্যক্তির নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, আমি একজন অসহায় মিস্‌কীন ব্যক্তি। আমার সমস্ত রাহ-সম্বল সফরে শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত আমার গন্তব্যে পৌঁছার কোন উপায় নাই। সুতরাং আপনার কাছে সেই আল্লাহর নামে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি যিনি আপনাকে সুন্দর রং, উত্তম চর্ম ও এতসব উট দান করিয়াছেন। অতএব, আপনি কি

আমাকে গন্তব্য পর্যন্ত পৌছার ব্যবস্থা করিতে পারেন ? (অর্থাৎ আমাকে একটি উট দান করুন) লোকটি বলিল- অনেকের হক অধিকার আমার উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে। (কাজেই তোমাকে কিছু দান করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে) ইহা শুনিয়া ফেরেশ্‌তা বলিলেন, মনে হয় আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি শ্বেত কুষ্ঠ রোগী ছিলে না ? লোকে তোমাকে ঘৃণা করিত তদুপরি ছিলে তুমি দরিদ্র। অথচ আল্লাহই তোমাকে এই সমস্ত ধন সম্পদ দান করিয়াছেন। লোকটি বলিল- আমি তো এই সব সম্পদ বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি। তখন ফেরেশ্‌তা বলিলেন- যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া দিন।

হুজুর (সঃ) বলিলেন- অতঃপর ফেরেশ্‌তা টাক পড়া লোকটির কাছে পূর্বের আকৃতি ধারণ করিয়া আসিলেন এবং প্রথম ব্যক্তির নিকট যাহা কিছু বলিয়াছিলেন এই ব্যক্তির কাছেও অনুরূপ ব্যক্ত করিলেন। আর সেই ব্যক্তি যেইভাবে উত্তর দিয়াছিল, এই ব্যক্তিও অনুরূপ উত্তর দিল। তখন ফেরেশ্‌তা বলিলেন যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে পূর্ব অবস্থায় ফিরাইয়া দিন যে অবস্থায় তুমি ছিলে।

হুজুর (সঃ) বলেন- অতঃপর ফেরেশ্‌তা পূর্ব অবয়ব ও আকৃতি ধারণ করিয়া অন্ধ ব্যক্তির নিকট আসিয়া বলিলেন- আমি একজন অসহায় ও নিঃস্ব পথিক। আমার সফরের পাথেয় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আল্লাহর মদদ ব্যতীত আজ আমার গন্তব্য স্থানে পৌছার কোন উপায় নাই। অতঃপর আমি সেই আল্লাহর নামে আপনার কাছে একটি ছাগল ভিক্ষা চাই, যিনি আপনাকে দৃষ্টি শক্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং আপনি কি আমাকে উহা দান করিয়া গন্তব্যে পৌছার ব্যবস্থা করিবেন ? তখন সে বলিল- সত্যিই আমি অন্ধ ছিলাম আল্লাহ আমাকে দৃষ্টি শক্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা লইয়া যাও এবং যাহা ইচ্ছা রাখিয়া যাও। আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি! আজ আল্লাহর পথে তুমি যাহা নিতে চাইবে আমি তোমাকে বাঁধা দিব না এবং তোমাকে কষ্ট দিব

না। তখন ফেরেশ্‌তা বলিলেন- তুমি তোমার মাল সম্পদ তোমার কাছেই রাখিয়া দাও। বস্তুতঃ তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইয়াছে মাত্র। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তোমার সঙ্গীদ্বয়ের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

দানের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা উচিত

বোখারী শরীফের হাদীসে আছে -

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِيْ فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ-

মূল অর্থ ঃ হযরত উকবা বিন হারিস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মদীনায় রাসুলে কারীম (সাঃ) এর পিছনে আসরের নামায পড়িলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সালাম ফিরাইলেন অতঃপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মানুষের ঘাড় ডিঙ্গাইয়া তাহার কোন এক স্ত্রীর হুজরার দিকে গমন করিলেন। সাহাবীগণ তাহার এ তাড়াতাড়ি প্রস্থানের কারণে হয়রান হইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাদের কাছে আসিলেন এবং দেখিলেন যে, সাহাবীগণ তাহার এ তাড়াহুড়ার কারণে বিস্মিত হইয়াছেন।

রাসূল (সাঃ) বলিলেন, আমাদের ঘরে কিছু স্বর্ণ আছে উহা আমার এখন মনে পড়িল। আমি এই কাজকে খারাপ মনে করিলাম যে, আমাকে (আল্লাহর) নৈকট্য লাভে বাঁধা প্রদান করিবে, তাই আমি উহা বন্টন করিয়া দিতে আদেশ করিলাম।

দ্বীনের বন্ধুকে পেট পুড়ে খাওয়ানোর কী আশ্চর্য কৌশল!

বোখারী শরীফের হাদীসে আছে –

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَعَثَ اِلٰى نِسَائِهِ- فَقُلْنَ مَامَعَنَا اِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضُمُّ اَوْيُضِيْفُ هٰذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَافَانْطَلَقَ بِهِ اِلٰى اِمْرَأَتِهِ فَقَالَ: اَكْرِمِىْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا اِلَّا قُوْتُ صِبْيَانِىْ- فَقَالَ هَيِّئِىْ طَعَامَكِ وَاَصْبِحِىْ سِرَاجَكِ وَنَوِّمِىْ صِبْيَانَكِ اِذَا اَرَادُوْا عَشَاءً فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَاَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَاَطْفَأَتْهُ- فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ اَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ-

فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِكَ اللّٰهُ اللَّيْلَةَ اَوْ عَجِبَ مِنْ فِعَالِكُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ-

মূলঅর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক (ক্ষুধার্ত) লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে আসিলে (খাবারের কিছু আছে কিনা উহা জানার জন্য) তিনি তাঁহার স্ত্রীগণের নিকট লোক পাঠাইলেন। তাঁহারা জানাইয়া দিলেন, আমাদের নিকট পানি ছাড়া আর কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলিলেন, কে আছো যে এই (ক্ষুধার্ত) লোকটিকে আতিথেয়তা প্রদান করিবে ? তখন এক আনসারী ব্যক্তি আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন, আমি পারিব এই বলিয়া তাহাকে নিয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া স্বীয় স্ত্রীকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মেহমানকে সম্মান কর। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন **বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে কিছুই নাই**। তিনি বলিলেন, এই খাবারই প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বালাইয়া দাও। আর **বাচ্চারা খাবার চাহিলে তাহাদেরকে ঘুম পড়াইয়া রাখ**। তাঁহার স্ত্রী তখন খাবার প্রস্তুত করিলেন বাতি জ্বালাইলেন এবং তাঁহার শিশু সন্তানদেরকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিলেন। (অতঃপর তাহারা মেহমানসহ সেই খাবার খাইতে বসিলেন এবং তাঁর স্ত্রী বাতির সলতা ঠিক করিবার বাহানা করিয়া বাতি নিভাইয়া দিলেন। আর **তাহারা অন্ধকারে এমনভাবে শব্দ করিতে লাগিলেন যে**, মেহমানকে বুঝাইলেন তাহারাও খাবার খাইতেছেন। (খাওয়া শেষ হইলো আর) তাঁহারা উভয়ে (বাচ্চাসহ) সারারাত অভুক্ত থাকিয়া গেলেন। সকালে তিনি [তালহা (রাঃ)] রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট গেলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গতকালের এমন কার্যকলাপে খুশী হইয়া হেসে পর্যন্ত দিয়েছেন এবং এ আয়াত নাযিল করিয়াছেন।

"তাহারা অভুক্ত থেকেও নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়। আর তাহারা (মদীনার আনছারগণ) নিজেদের উপর

অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দান করে, যদিও তাহারা ক্ষুধার্তই থাকে। যাহারা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া স্বীয় লোভ লালসা থেকে মুক্ত থাকিলো, মূলত ঃ তাহারাই সফলকাম।"

যাকাত এবং অন্যান্য মালী বন্দেগী যাহারা না কারিবে তাহাদের অবস্থা

কুরআন শরীফের ১০ম পারার সূরা তওবার ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন -

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

মূলঅর্থ ঃ যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করিতেছে আর উহা আল্লাহর বিধান মত খরচ করেনা- হে মুহাম্মদ (সাঃ) তুমি তাহাদিগকে সংবাদ শুনাইয়া দাও যে, তাহাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আছে। কিয়ামতের দিবসে উক্ত মাল জাহান্নামের অগ্নিতে গরম করা হইবে এবং তাহাদের কপালে, পাজরে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে। আর বলা হইবে, মাল আল্লাহর বিধান মতে খরচ না করার অপরাধের জন্য অদ্য দিবসে উক্ত মালের মজা ভোগ কর।

বোখারী শরীফের হাদীসে আছে -

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ

মূলকথা ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা যাহাকে মাল সম্পদ দান করিয়াছেন। আর সে উহার যাকাত আদায় করে নাই, কিয়ামতের দিন তাহার সম্পদকে তাহার জন্য একটি মাথায় টাকপড়া বিষধর সর্পে রূপান্তরিত করা হইবে। যাহার চক্ষুর উপর দুইটি কালো বিন্দু থাকিবে। কিয়ামতের দিন ঐ সাপ তাহার গলদেশে বেড়ী স্বরূপ পেচ দিয়া ধরিবে। অতঃপর সর্পটি তাহার মুখের দুই দিকে কামড় দিয়া ধরিবে তারপর বলিবে- আমি তোমার ধন সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভান্ডার।

পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আল ইমরানের ১৮০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

মূলঅর্থ ঃ যাহারা আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত জিনিস আল্লাহ তায়ালার বিধান মত খরচ করে না, তাহারা যেন ধারনা না করে, উহা তাহাদের জন্যে কল্যাণ জনক; বরং উহা তাহাদের জন্য ক্ষতিকারক। কিয়ামতের দিবসে উক্ত মাল যাহা আল্লাহর পথে খরচ করা হয় নাই, উহা দ্বারা শিকল প্রস্তুত করিয়া তাহাদের গলায় পড়ানো হইবে।

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস হইতে পরিস্কার বুঝা গেল বোখলের ছববে হাশরের মাঠে ও দোজখে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

হাদীসের মর্মে একজন শায়ের বলিয়াছেন -

بَخِيْلِ اَرْبُوَدْ زَاهِدُوْ بَحْرُوْبَرْ
بِهِشْتِىْ نَبَاشَدْ بَحْكْمِ خَبَرْ

বখলী আর বুয়াদ যাহেদো বাহ্‌রো বার
বেহেশ্‌তী নাবাশাদ বহুকমেখবর।

অর্থ ঃ বখীল যদি জল ও স্থলে অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে দরবেশ বলিয়া মশহুরও হয় তবুও তাহার জন্য বেহেশ্‌তের খবর নাই।

আল্লাহ্‌র বিধান মত মাল খরচ না করিলে মাল বিনষ্ট হয়

হাদীস শরীফে আছে -

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلِفَ مَالٌ فِىْ بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ اِلَّا بِحَبْسِ الزَّكٰوةِ-

মূলকথা ঃ রাসুল (সাঃ) বলিয়াছেন যাহারা যাকাত প্রদান করেনা জল ও স্থল ভাগে তাহাদের ধন দৌলত বিনষ্ট হয়।

হাদীস শরীফে আরও আছে -

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكٰوةِ اِلَّا حَبَسَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الْمَطَرَ- رَوَاهُ الطَّبْرَنِىُّ-

মূলকথা ঃ রাসূল (সাঃ) বলিয়াছেন- কোন সম্প্রদায় যাকাত বন্ধ করিলে আল্লাহ বৃষ্টি বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া থাকেন।

দ্বীন জারী কায়েমের জন্য আল্লাহ ওয়ালা খাঁটি আলেম বা হাদীগণকে মাল ও অন্যান্য ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা আখেরাতে নাজাত পাওয়ার এক বিরাট অছীলা।

হাদীস শরীফে আছে -

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفُّ اَهْلُ النَّارِ فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فُلَانُ اَمَا تَعْرِفُنِىْ اَنَا الَّذِىْ سَقَيْتُكَ شَرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنَا الَّذِىْ وَهَبْتُ لَكَ وُضُوْءً فَيَشْفَعُ لَهُمَا فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ-

মূলকথা ঃ হযরত আনাস হইতে বর্ণিত - রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হাশরের মাঠে দোযখবাসীরা কাতার বান্দিয়া দাঁড়াইয়া যাইবে। জান্নাতবাসী একজন লোক কাতারের মধ্য দিয়া বেহেশতের দিকে গমন করিতে থাকিবে। ইহাতে দোযখবাসী একজন লোক

বলিবে-সাহেব, আপনি আমাকে চিনেন কি ? আমি আপনাকে এক গ্লাস পানি পান করাইয়াছিলাম। অপর এক ব্যক্তি বলিবে আমি আপনাকে এক দিবস উজুর পানি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলাম। জান্নাতবাসী সেই ব্যক্তি উভয়ের জন্য শাফায়াত করিবে। **উভয়ে শাফায়াতের অছীলায় বেহেশত ভবনে দাখিল হইয়া যাইবে।**

বর্ণিত হাদীসে এক গ্লাস পানি দ্বারা দ্বীনের জন্য বড় সাহায্য এবং উজুর পানি দ্বারা দ্বীনের জন্য ছোট সাহায্য বুঝানো হইয়াছে। অতএব এই হাদীসে পরিস্কার বুঝা যায়, দ্বীন জারি ও কায়েমের জন্য **সামর্থ অনুযায়ী ছোট থেকে বড় যাহা সাহায্য করা হইবে উহা আখেরাতে নাজাতের বিরাট অছীলা হইবে।**

আল্লাহ তায়ালার বিধানমত দানকারীগণ কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাইবে।

হাদীস শরীফে আছে -

سَبْعَةٌ يَظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اَحَدُ هُمْ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَلَمْ تَعْلَمْ شِمَالُهٗ بِمَا اَعْطَتْ يَمِيْنُهٗ –

মূলঅর্থ ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি এরূপভাবে দান করে যে, ডান হাতে দান করিলে তাহার বাম হাত তাহা জানিতে পারে না, **সে ব্যক্তি হাশরের দিন আল্লাহ্ পাকের আরশের ছায়াতলে স্থান লাভ করিবে।** আর সেদিন আরশের ছায়া ব্যতিত আর কোন ছায়া থাকিবে না।

শরীয়তের বিধান মত দান গুনাহকে এমনভাবে বিনাশ করিয়া থাকে, যেমন পানি আগুনকে নির্বাপিত করে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন -

تَصَدَّقُوْا وَلَوْبِتَمْرَةٍ فَاِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ وَتُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ –

মূলঅর্থ ঃ দান কর, যদিও তাহা একটি খোরমা হয়। নিশ্চয় সদকা বা দান-খয়রাত ফকীর মিসকীনকে জীবিত রাখে এবং গুনাহকে এমনভাবে বিনাশ করিয়া থাকে, যেমন পানি আগুনকে নির্বাপিত করে।

হাদীস শরীফে আরও আছে -

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ اِمْرِئٍ فِىْ ظِلِّ صَدَقَتِهٖ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ–

মূলঅর্থ ঃ কিয়ামতের দিন যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত লোকের বিচার সমাপ্ত হইয়া শেষ হুকুম না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের বিধান মত দানকারীরা নিজ নিজ দানকৃত মালের ছায়াতলে মহাসুখে অবস্থান করিতে থাকিবে।

দানের ছওয়াব নষ্ট হওয়ার কারণ সমূহ

দান করিয়া প্রতিদানের আশা করিলে, খোটা দিলে ও কথার দ্বারা কষ্ট দিলে এবং রিয়া করিলে দানের ছওয়াব বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

আল্লাহ তায়ালা ৩য় পারায় সূরা বাকারার ১৬৪ নং আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِيَاءَ النَّاسِ –

মূলঅর্থ ঃ হে মু'মিনগণ ! দানের কথা বলিয়া এবং ক্লেশ বা কষ্ট দিয়া তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিস্ফল করিও না, যে নিজের ধন-দৌলত লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করিয়া থাকে।

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা যায়, তিন কারণে দানের ছওয়াব বিনষ্ট হইয়া যায় - ১) মান্না, ২) আযা, ৩) রিয়া।

বিঃদ্রঃ আল্লাহর পথে মাল খরচ করার পর গর্বের সহিত উহা বিনা কারণে ফলাও করাকে **"মান্না"** বলা হয়।

আবার কোনো অভাবী লোককে দান করিয়া অন্যান্য লোকের সামনে উহা উল্লেখ করা এবং উক্ত অভাবী ব্যক্তিকে অপমানিত বা লাঞ্চিত করাকেও **"মান্না"** বলে।

আর দান করার পর দান গ্রহিতার সাথে দুর্ব্যবহার ও তিরস্কার করাকে **"আযা"** বলে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের দুইটি স্বভাবকে ভালবাসেন

রাসূলুল্লাহ বলিয়াছেন-

خُلُقَانِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَخُلُقَانِ يُبْغِضُهُمَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَاَمَّا الَّذَانِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى فَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَاَمَّا الَّذَانِ يُبْغِضُهُمَا اللّٰهُ فَسُوْءُ الْخُلُقِ وَالْبُخْلِ -

মূলঅর্থ ঃ আল্লাহ পাক দুইটি স্বভাবকে খুবই ভালবাসেন। একটি দানশীলতা, অপরটি সৎ স্বভাব। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে দুইটি দোষ আল্লাহ্ তায়ালা অত্যন্ত ঘৃণা করেন - ইহার একটি কৃপণতা অপরটি অসৎ স্বভাব।

দানে মাল বৃদ্ধি পায় -১

হযরত আলী (রাঃ) এর অভ্যাস ছিল তিনি বাজারে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী ফাতেমা (রাঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করে যেতেন, তার কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা বা কিছু খাওয়ার জন্য ইচ্ছা হয় কিনা? কিন্তু হযরত ফাতেমা (রাঃ) সহজে কিছু বলতেন না।

একদিন হযরত ফাতেমা (রাঃ) অসুস্থ হওয়ার কারণে একটি আনার ফল আনতে বললেন। ইহাতে হযরত আলী (রাঃ) খুব খুশী হলেন। তিনি বাজারে গিয়ে তার জন্য একটি আনার ফল কিনলেন, কিন্তু বাড়ীতে ফেরার পথে দেখলেন ক্ষুধার্ত অসহায় একজন ভিক্ষুক রাস্তার পাশে পরে আছে। ভিক্ষুকের এই করুণ অবস্থা দেখে হযরত আলী (রাঃ) ইচ্ছা করলেন তার ব্যাগের আনারটি তৃপ্তি সহকারে ভিক্ষুককে খাওয়াবেন।

আবার চিন্তা করেন আমার স্ত্রী দীর্ঘদিন পরে আমাকে একটি আনার নেওয়ার কথা বলেছেন তাহা যদি আমি এই ভিক্ষুককে খাওয়াই তাহলে স্ত্রীর কাছে গিয়ে কি বলব। **ইতি মধ্যেই তার মনে পড়ে গেল আল্লাহ তো বলেছেন দানে আমি -মাল বৃদ্ধি করে দেই।** তাহলে আনারটি ভিক্ষুককে খাওয়াতে আমার অসুবিধা কি ?

যাহা হোক, হযরত আলী (রাঃ) আনারটি ভিক্ষুককে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালেন। ভিক্ষুক অত্যন্ত খুশী হয়ে তার জন্য দোয়া করলেন। এরপর হযরত আলী (রাঃ) বাড়ীর দিকে হাঁটতেছেন আর আল্লাহর কাছে করুণভাবে প্রার্থনা করতেছেন হে আল্লাহ তুমি ঘোষণা করেছ দানে মাল কমপক্ষে তুমি দুনিয়াতেও দশগুন বৃদ্ধি করিয়া দাও। ইহা আমার অবশ্যই বিশ্বাস আছে। কিন্তু হে আল্লাহ আমার এই মাল বৃদ্ধিটা এই মুহূর্তে প্রয়োজন। এরই মধ্যে একজন লোক এসে তাকে বললেন উমুক সাহাবা আপনাকে ৯টি আনার হাদিয়া দিয়াছে। ইহা শুনে হযরত আলী (রাঃ) বললেন এ আনার আমার নহে। কিন্তু লোকটি বার বার কিরা-কসম করে বলতেছে ইহা আপানার জন্য পাঠিয়েছে। এক পর্যায়ে তিনি বললেন উহা আমার হলে আনার হত ১০টি। ইহা শুনে লোকটি বলল হুজুর ঠিকই ১০টি পাঠিয়েছে কিন্তু আমি একটি লুকিয়ে রেখেছি। সেটা এখনই এনে দিচ্ছি।

ঐ আনারটি আনার পরে হযরত আলী (রাঃ) তাকে ৪/৫টি আনার দিয়া দিলেন। ইহাতে লোকটি বলল হুজুর আমি ১টি আনার রাখার কারণে আপনি ৯টি আনার নিতে রাজি হলেন না। অথচ এখন আমাকে ৪/৫টি আনার দিয়া দিচ্ছেন এর কারণ কি ?

হযরত আলী (রাঃ) বললেন ৯টি আনার হলে কুরআনের উল্টা বা বিপরিত হয়ে যায়। কারণ কুরআনে রয়েছে দানে মাল কমপক্ষে দশগুন বৃদ্ধি পায়। আজকে আমি ভিক্ষুককে ১টি আনার খাওয়ায়েছি। আমার এই দানের মাল বৃদ্ধিটা আমি আল্লাহর কাছে এই মুহূর্তে চেয়েছিলাম। তাই উহা আমার জন্য হলে ১০টি আনার হবে। ইহা শুনে লোকটি বলল মুসলমানের কুরআন চোরকেও ধরিয়ে দেয়। কুরআনের এরূপ সত্যতা দেখে পরে তিনি মুসলমান হয়েছেন। আল্লাহতায়ালা দুনিয়াতেও দানে মাল বৃদ্ধি করিয়া দেন ইহা তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

বর্ণিত হাদীসের আলোকে পরিস্কার বুঝা যায়, মহান আল্লাহ যদি ইহজগতে দানের পুরস্কার প্রদান করেন তাহলে উক্ত **দানের পুরস্কার দুনিয়াতেও কমপক্ষে ১০ গুণ পাওয়া যায়**। আল্লাহতায়ালা যাকে ইচ্ছা বহুগুনে বৃদ্ধি করিয়া দেন। বান্দার (ইখলাছ পূর্ণ) কোন দানই বৃথা যায় না। যে কেহ আল্লাহর সাথে এই ধরনের আচরণ করিবে সে কখনও ক্ষতিগ্রস্থ হইবে না। আল্লাহর সাথে লেনদেন কারী কখনও ক্ষতির সম্মুখীন হয় না। আল্লাহ সকলকে ছহীহ বুঝ দান করুন।

দানে মাল বৃদ্ধি পায় –২

(দানের কারণে এক মহিলার মাল দুনিয়াতেও বৃদ্ধি হইয়াছে)

মহাত্মা আবুল হাসান মাদানী বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত হাসান, হোসেন এবং হযরত জাফরের পুত্র আব্দুল্লাহ একবার একত্র হইয়া হজ্জের জন্য রওয়ানা হইলেন। তাহাদের মালমাত্তা যে উটের উপর ছিল, তাহা হারাইয়া যাওয়াতে তাঁহারা ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। তারপর তাঁহারা এক বৃদ্ধা রমণীর গৃহে গমন করিয়া বলিলেন, তোমার নিকট কি কিছু পানীয় দ্রব্য আছে ? সে বলিল আছে। তাহারা তাহার গৃহে অবতরণ করিলেন। কিন্তু তখন তাহার নিকট একটি ছোট ছাগী ব্যতীত

আর কিছু ছিলনা। সে তাহাদিগকে বলিল উহার দুগ্ধ দোহন করিয়া লও এবং তাহা পান কর। তাঁহারা তাহাই করিলেন। তারপর একটু শান্ত হইয়া তাহারা তাহাকে বলিলেন, কোন খাদ্য আছে ? সেই রমণী বলিল, এই বকরী ব্যতীত আর কোন খাদ্য নেই। রমণী বলিল, উহাকে জবেহ কর এবং উহার গোস্ত আমি তোমাদের জন্য পাকাইয়া দিব। তাঁহাদের ভিতর একজন বকরীকে জবেহ করিয়া তাহার গোস্ত প্রস্তুত করিয়া দিলে তারপর ঐ বৃদ্ধা রমণী তাহা তাহাদিগকে রান্না করিয়া দিল। তাহারা তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করিয়া শান্ত হইলেন। চলিয়া যাইবার কালে তাহারা বৃদ্ধাকে বলিয়া গেলেন, আমরা কোরাইশ বংশের লোক আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে যাইতেছি। যখন আমরা সুস্থ শরীরে মদীনায় ফিরিয়া আসিব তখন তুমি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। আমরা তখন তোমাকে সাহায্য করিব। তারপর তাহারা চলিয়া গেলে তাহার স্বামী আসিয়া পড়িল। সেই রমণী তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে সে ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল, তোমার জন্য আক্ষেপ, যাহাদের সহিত তোমার পরিচয় নাই, তাহাদের জন্য তুমি বকরী জবেহ করিয়াছ এবং তারপর তুমি বল যে তাহারা কোরাইশ বংশীয় লোক।

কিছুদিন পর তাহাদের দৈন্যদশা উপস্থিত হইলে তাহারা মদিনাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। তাহারা উটের গোবর কুড়াইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দ্বারা দিনাতিপাত করিতে লাগিল। একদিন সেই বৃদ্ধা মদীনার এক গলির ভিতর দিয়া যাইতেছিল তখন হযরত হাসান তাহার গৃহদ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ঐ বৃদ্ধাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা তাহাকে চিনিতে পারিল না। তিনি তাহার গোলামকে পাঠাইয়া বৃদ্ধাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, হে আল্লাহর দাসী আমাকে চিন কি ? সে বলিল আমি চিনি না। তিনি বলিলেন, আমি অমুক দিনে তোমার অতিথি হইয়াছিলাম। তখন বৃদ্ধা বলিল, আমার মাতা ও পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হউক, আপনি কি সেই ব্যক্তি ? তিনি বলিলেন হ্যাঁ।

তারপর হযরত হাসান আদেশ দিলেন, যাকাতের ছাগল হইতে এই বৃদ্ধার জন্য এক হাজার ছাগল ক্রয় করিয়া লও এবং তাহার সঙ্গে তাহাকে

এক হাজার দিনার দিয়া দাও। তিনি ঐ বৃদ্ধাকে তাহার গোলামসহ হযরত হোসাইনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হযরত হোসাইন ঐ বৃদ্ধাকে বলিলেন, আমার ভ্রাতা তোমাকে কি দিয়াছেন ? সে বলিল, এক হাজার ছাগল ও এক হাজার দীনার। তখন হযরত হোসাইন তদানুরূপ তাহাকে দান করিলেন। তারপর তিনি তাহার গোলামের সঙ্গে বৃদ্ধাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) তোমাকে কি দান করিয়াছেন? সে বলিল, দুইহাজার ছাগল এবং দুই হাজার দীনার। হযরত আব্দুল্লাহও তাহাকে দুই হাজার ছাগল ও দুই হাজার দীনার দান করিয়া দিলেন এবং তাহাকে বলিলেন যদি তুমি প্রথমে আমার নিকট আসিতে, আমি তাহাদিগকে লজ্জার মধ্যে ফেলিতাম। তারপর ঐ বৃদ্ধা চারিহাজার ছাগল এবং চারিহাজার দীনার লইয়া তাহার স্বামীর নিকট ফিরিয়া গেল।

রাসূল/নায়েবে রাসূলকে দান করিলে মাল বৃদ্ধি পায়

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারায় আছে বণী ইস্রাইলের এক ব্যক্তির ভাতিজা তার চাচাকে হত্যা করিয়া মূছা (আঃ) এর দরবারে খুনের নালিশ করিয়াছিল। মূছা (আঃ) স্বাক্ষী চাইলে সে বলিল, স্বাক্ষী লাগিবে অন্য লোকের। আপনি তো নবী, আপনার স্বাক্ষী লাগিবে কেন ? তাহা হইলে আপনি নবুয়াতি ছাড়িয়া দিন। তার কথায় লক্ষ লক্ষ লোক একত্রিত হইয়া বলিল যে, খুনের বিচার করুন নতুবা নবুয়াতী ছাড়িয়া দিন।

মূছা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে সত্য ঘটনা উৎঘাটনের জন্য একটি গরু জবেহ করিয়া উহার একাংশ মৃত্যু ব্যক্তির শরীরে লাগাইবার সংগে সংগে সে ব্যক্তি জীবিত হইয়া বলিল যে, তাহাকে তাহার ভাতিজা হত্যা করিয়াছে।

যেই গরুটি যবেহ করা হইয়াছিল সেই গরুটি ছিল হযরত মূছা (আঃ) এর একজন খাঁটি উম্মতের। যিনি মূছা (আঃ) এর ধর্ম প্রচারে দান করিবার কারণে ঐ গরুটি ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। আল্লাহ তাহাকে তাহার দানের এমন প্রতিদান দিলেন যে, মৃত্যুর পর তার সন্তানের নিকট হইতে বণী ইস্রাঈলদের ঐ গরুটির চামড়া ভর্তি স্বর্ণ দিয়া ক্রয় করিতে হইয়াছিল। মূলতঃ ইহা ছিল তাহার দানেরই প্রতিদান।

রাসূল বা নায়েবে রাসূলদের সাহায্য করিলে আল্লাহ মাল বৃদ্ধির উপায় করিয়া দেন

আল্লাহর পথে দান করিলে যে আল্লাহ মাল বৃদ্ধির উপায় করিয়া দেন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আল্লাহ পেশ করিয়াছেন পবিত্র কুরআন মজীদে সূরা আল্‌কাহাফে। হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খেজের (আঃ) যাচ্ছিলেন এমন সময় তাহাদের একটি নদী পার হইবার প্রয়োজন হইলো। নদীর এপারে কোন নৌকা ছিল না। ওপার হইতেও কোন মাঝি অনেক ডাকা ডাকির পরও পার করিল না। অবশেষে একজন মাঝি চিন্তা করিল যে, দেখতে তো উভয় জনকেই আল্লাহ ওয়ালা দেখায় তাই আমি পার করি। মূছা (আঃ) ও খেজের (আঃ) যখন নৌকার ভিতরে তখন মাঝি মনে মনে চিন্তা করিল ধর্মীয় সাহায্য হিসেবে এদেরকে আমি কি সাহায্য করিতে পারি। যেহেতু মাঝির হাতে এখন কোন টাকা পয়সা নাই, তাই সে তাহাদের কাছ হইতে ভাড়া না নিয়ে কিছু ধর্মীয় সাহায্যে শরীক থাকার চিন্তা করিলো। মূসা (আঃ) ও খেজের (আঃ) মাঝিকে কত ভাড়া দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মাঝি বলিল হুজুর ধর্মীয় সাহায্য হিসাবে আমি আপনাদের কাছ হইতে ভাড়া না নেওয়ার নিয়ত করিয়াছি। অতএব আপনারদের কোন ভাড়া দিতে হইবে না। এ কথা শুনে হযরত খেজের (আঃ) তার নৌকার তলদেশ লাঠির ভীষণ আঘাতে ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহাতে মাঝি হতভম্ব হইয়া গেল। মূলত ইহা ছিল মাঝির জন্য এক বিরাট নেয়ামত।

মাঝির ভাগ্য এভাবেই খুলে গেল। বেঁধে গেল তার দেশ এবং পার্শ্ববর্তী দেশের মাঝে যুদ্ধ। তার দেশের রাজা যাতে পার্শ্ববর্তী দেশের সৈন্য আসতে না পারে সেজন্য নদীর সমস্ত নৌকা রাজধানীতে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিলেন এবং এক একজন মন্ত্রীকে এক এক এলাকার দায়িত্ব দিলেন। ঘটনাক্রমে প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্যে এই মাঝির এলাকা পরে গেল। মন্ত্রী অন্য সব নৌকা রাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়া নতুন দেখে এই মাঝীর নৌকাটিতে নিজে চড়ে যাওয়ার ইচ্ছা করিলো। মাঝী অনেক অনুনয় বিনয় করিল তাহার নৌকাটি না নেওয়ার জন্য। কারণ তিনি একেবারে গরীব এবং তাহার পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস এই নৌকা। কিন্তু মন্ত্রী রাজার আদেশ অমান্য করিবার কোন দুঃসাহস দেখিবার কল্পনা ও করিল না।

মন্ত্রী যখন মাঝীর নৌকায় চড়ে রাজধানীর দিকে যাচ্ছিল হঠাৎ এক ভীষণ ঝড় ছাড়ল পানির তুফানে নৌকার সেই ভাঙ্গা জায়গা যা কাদা দিয়ে আটকিয়ে রেখেছিল তা ছুটিয়া গেল। ভীষণ বেগে পানি ওঠে নৌকা ডোবার উপক্রম হইলো। মাঝি সাঁতার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, কিন্তু মন্ত্রী সাঁতার জানিতনা। তাই মাঝির পায়ে ধরিয়া তাহার জীবন রক্ষার আবেদন করিল এবং আরো ওয়াদা করিল যে, মাঝি যদি তাহার জীবন রক্ষা করে তাহলে তাহার নৌকার লাইসেন্স করিয়া দিবে। এ কথা শুনে মাঝি নৌকার পাশে জমাকৃত রাখা কাদা দ্বারা নৌকার ভাঙ্গা জায়গা আটকিয়ে পানি সেচ করে মন্ত্রীকে রাজধানীতে পৌছে দিলে মন্ত্রী ওয়াদা মতো মাঝির নৌকার লাইসেন্স করিয়া দিল এবং মন্ত্রী খুশি হয়ে মাঝিকে অনেক অর্থ দিয়ে দিলেন। তখন রাজ্যে মাত্র তাহার ঐ নৌকাটিই ছিল ফলে সে ঐ নৌকা দ্বারা প্রচুর লাভ করল।

দানে মাল বাড়ে এবং বিপদও কাটে

একদা এক লোকের একমাত্র ছেলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ ভীষণ ঝড় ছাড়ল। বাড়িতে তার বৃদ্ধ বাবা মনে করল এখন তার পুত্রের জাহাজ সাগরের মাঝখানে আছে, তাই তিনি দৌড়ে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এর দরবারে এসে তার ছেলের জন্য দোয়া চাইলেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন আমি কি তোমাকে এমন এক পদ্ধতি বাতিয়ে দেব? যাতে তাড়াতাড়ি দোয়া কবুল হবে এবং বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। লোকটি বলল জি হুজুর বলুন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন, তুমি ধর্মের পথে কিছু দান কর। এদিকে লোকটির স্ত্রী দানকরা দেখতে পারত না। তাই চুপে চুপে লোকটি একটি থলি ভর্তি অনেকগুলো টাকা এনে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কে দান করল। ওদিকে লোকটির পুত্র ঠিকই ঝড়ের সময় সাগরের মাঝখানে ছিলেন এবং হঠাৎ এক ঝাটকা বাতাসে তাদের জাহাজ একটা বালির ধুমের উপরে উঠিয়ে ফেলল যাতে জাহাজের নীচ দিয়া অনেকটা ফেটে পানি উঠতে আরম্ভ করল। সকলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত এমন সময় কিছু সাদা পোষাকে সজ্জিত পাগড়ীধারী লম্বা লোক এসে তাহাদের জাহাজটি ধরাধরি করে নদীর কিনারায় নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসল এবং বলাবলি

করল যে, অমুকের পিতা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কে এক থলি টাকা দান করার কারণে আজ জাহাজের সবাই রক্ষা পেল। ঝড়ের পর জাহাজের মালামাল বিপুল লাভে বিক্রয় করে বহু মুনাফা লাভ করে যখন বাড়ি আসল তখন গভীর রাত। বাড়িতে মা-বাবা উভয়েই কেঁদেকেটে ঘুমিয়ে পড়ছেন। দরজায় নখ করলে মা এসে দরজা খুলার সাথে সাথে ছেলে বলল 'মা' আব্বা যদি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কে এক থলি টাকা দান না করতেন তাহলে আমাদের আর রক্ষা ছিল না। মহিলা আসল কথা জানতে চাইলে ছেলে সব বৃত্তান্ত খুলে বলল। ফলে মহিলা কৃপণতা ছেড়ে দিয়ে দানশীল হইলেন।

আল্লাহ্ তায়ালা দানকারীর মাল অবশ্যই বৃদ্ধি করেন চাই সেটা প্রকাশ্যে হউক বা অপ্রকাশ্যে হউক

একটি কথা প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দানের কারণে আল্লাহ তায়ালা যে মাল বৃদ্ধি করার ওয়াদা করেছেন তা দুইভাবে হতে পারে। ❒ প্রথমতঃ সরাসরি মাল বৃদ্ধির দ্বারা যার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ❒ দ্বিতীয়তঃ বরকতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা মাল বৃদ্ধি করেন। যেমন–হযরত নূহ (আঃ) এর যামানায় মাত্র একটি ও তার অর্ধেক রুটি দ্বারা মহা প্লাবনের সময় কিস্তির সমস্ত মাখলূকাতের ৬ মাসের আহার হয়েছিল। মূলত ইহা বরকতে মাল বৃদ্ধির অনুপম উদাহরণ।

একদা হযরত সোলাইমান (আঃ) তখ্তে সোলায়মানীর পরিষদসহ পিপড়ার বাদশার নিমন্ত্রণে মেহমান হয়েছিলেন। তখন পিপড়ার সংগ্রহ করা মাত্র ১টি টিডডির রাণ সকলেই পেট পুরে খেয়েছিলেন। ইহাও বরকতে মালবৃদ্ধির উপমা।

মান্নতে বিপদ কাটে

একদা এক বুড়ি হযরত সোলায়মান (আঃ) এর দরবারে ঘুর্ণি বাতাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, ঘুর্ণি বাতাস তার সারাদিনের পরিশ্রমের আয় মাত্র দুইসের আটা উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। তখন হযরত সোলায়মান (আঃ) ঘুর্ণি বাতাসকে ডাকলেন, এমন সময় একদল

সওদাগার তাদের মালামাল খালাস করার জন্য বাদশাহকে অনুরোধ করলে ঘুর্ণি বাতাস হযরত সোলায়মান (আঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন–হুজুর আল্লাহর নির্দেশে এই বণিকের জাহাজের নীচের ফাটলে বুড়ির আটা প্রলেপ দিয়ে তাদেরকে রক্ষা করা হয়েছে।

এবার সোলায়মান (আঃ) বণিকদের জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা এমন কি কাজ করেছ যার কারণে আল্লাহ্ বুড়ির আটা নিয়ে তোমাদেরকে রক্ষা করলেন ? বনিকদল বলল, হুজুর ! আমরা যখন সাগরের মাঝখান দিয়ে চলছিলাম হঠাৎ এক ঝড়ে আমাদের জাহাজ একটা উঁচু ধূমের উপরে উঠায় ফলে আমাদের জাহাজের ঠিক মাঝখান দিয়ে ফেটে যায়। পরবর্তীতে আবার এক বাতাসে সাগরের মধ্যে নামিয়ে ফেলে। ফলে জাহাজের নীচ দিয়ে পানি উঠতে আরম্ভ করল। আমাদের নিকট পানি সেচের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই আমরা তওবাহ এস্তেগফার পড়ে মৃত্যুর জন্য তৈরী হলাম। এমন সময় আমাদের একজন বলল হে আল্লাহ! আমরা যদি এই বিপদ থেকে রক্ষা পাই, তাহলে আমাদের সমস্ত মালামালকে তিন ভাগ করে একভাগ হযরত সোলায়মান (আঃ) কে ধর্ম–প্রচারের জন্য দান করব আর এক ভাগ গরীব মিছকিনকে দান করব এবং বাকী এক ভাগ আমরা নিজেরা রাখব। বলার সাথে সাথে আর একটা বাতাস এসে আমাদের জাহাজকে অনেক উপরে উঠিয়ে আবার আস্তে করে পানিতে রাখল সংগে সংগে জাহাজে পানি ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কিভাবে পানি ওঠা বন্ধ হলো আমরা বলতে পারবনা। বিষয়টা পরীক্ষা করার জন্য হযরত সোলায়মান (অঃ) বাতাসকে নির্দেশ দিলে বাতাস জাহাজকে উপরে উঠিয়ে দেখাল। হযরত সোলায়মান (আঃ) দেখলেন সত্যিই জাহাজের ফাঁটলে আটা লাগানো। হযরত সোলায়মান (আঃ) লোকজনদের মাল খালাস করে গরীবের অংশ হতে বুড়িকে এক বছরের খোরাক দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন, নির্দেশ মোতাবেক বুড়িকে এক বছর খোরাকী দেওয়া হল।

দানে জীবন বাঁচে/বালা কাটে

বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান (আঃ) এর যামানায় এক লোকের বাগানে একটি পাখি বাসা বাঁধিয়াছিল। কিন্তু যখনই ঐ পাখি ডিম পাড়িয়া বাচ্চা ফুটাইত তখনই ঐ লোকটি বাচ্চা আনিয়া যবেহ করিয়া খাইত। একদিন পাখিটি হযরত সুলায়মান (আঃ) এর দরবারে লোকটির বিরুদ্ধে নালিশ করলো। হযরত সোলায়মান (আঃ) লোকটিকে ডাকিয়া বাচ্চা খাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। লোকটি আবারও বাচ্চা আনিয়া খাইলে পাখি বিচার দিলে সোলায়মান (আঃ) ঐ লোকটিকে পুনরায় বাচ্চা না নেওয়ার জন্য কঠোর নিষেধ করে দিলেন এবং দুইটি শক্তিশালী জ্বীনকে ঐ গাছের গোড়ায় পাহাড়াদার নিযুক্ত করে আদেশ প্রদান করে দিলেন যে, যদি ঐ লোকটি আবার বাচ্চা নিতে আসে তাহলে তারা তার দুই পা ধরিয়া দুইদিকে এমনভাবে দৌড় দিবে যেন লোকটি দ্বিখন্ডিত হইয়া যায়।

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই পাখিটি আবার ডিম পাড়িয়া বাচ্চা ফুটাইল। একদিন ঐ লোকটির স্ত্রী পিঠা বানাইতেছিল এবং লোকটি চুলার পাশে বসে পিঠা চাইছিল কিন্তু লোকটির স্ত্রী একটি শর্তে পিঠা দিতে সম্মত হইল যে, সে ঐ পাখিটির বাচ্চা এনে দিবে। স্ত্রীর কথা মতো লোকটি কয়েকখানা পিঠা হাতে নিয়া বাচ্চা আনার জন্য পাখির বাসার দিকে চলল। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আঃ) এর আদেশ ভুলে গেল। পথিমধ্যে এক ক্ষুধার্ত পথিক কিছু খাবার চাইলে লোকটি তার হাতের পিঠা হইতে কিছু পিঠা তাকে দান করল, ফলে ক্ষুধার্ত পথিক দোয়া করে চলে গেল আর সে লোকটি নির্বিঘ্নে বাচ্চা পেড়ে এনে জবাই করে খাইল।

অগত্যা পাখি আবার হযরত সোলায়মান (আঃ) এর দরবারে লোকটির বিরুদ্ধে নালিশ করল, ফলে হযরত সোলায়মান (আঃ) ঐ লোকটি এবং জ্বীন দুটিকে ধরিয়া আনার জন্য আদেশ দিলে লোকটাকে আনা হল। কিন্তু জ্বীন দুটিকে পাওয়া গেল না। অবশেষে একটিকে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত এবং অপরটিকে পশ্চিম প্রান্ত হতে আনা হলে হযরত সোলায়মান (আঃ) জ্বীন দুটিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, লোকটি যখন বাচ্চা নিতে এসেছিল তখন তোমরা কি করছিলে ? জ্বীন দুটি অত্যন্ত বিনয়ের

সাথে জবাব দিল লোকটি যখন বাচ্চা নিতে এসেছিল তখন কেবল তার দুই পা ধরে আমরা দৌড় দিব এমন সময় দুইজন ফিরিশ্‌তা এসে আমাদের একজনকে পূর্ব দেশে এবং অপরজনকে পশ্চিম দেশে ধাওয়া করে নিয়ে গেল। **হুজুর আমাদের কোন দোষ নাই।**

হযরত সোলায়মান (আঃ) মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো কি কারণে আল্লাহ তায়ালা লোকটিকে ফিরিশতা পাঠাইয়া আশু মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করলেন। তাই তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি ঐ দিন এমন কোন্ নেক আমল করিয়াছ যার কারণে আল্লাহ্ তায়ালা ফিরিশতা পাঠাইয়া তোমাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করলেন ?

লোকটি বলল, ঐ দিনে আমার তেমন অতিরিক্ত কোন নেক আমলের কথা মনে পড়ে না; তবে আমি যখন পিঠা খেতে খেতে বাচ্চা আনতে যাইতেঁছিলাম তখন এক ক্ষুধার্ত পথিক আমার কাছে কিছু খাদ্য চাইলে আমি তাকে কিছু পিঠা দান করেছিলাম।

হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন – তাহলে এবার বুঝতে পেরেছি তোমার দানের কারণে এসব ঘটেছে। তখন লোকটি বলল ও তবে তো এক বুদ্ধি পেয়েছি, প্রতিবার কিছু দান করেই ঐ পাখির বাচ্চা নেওয়া যাবে। হযরত সোলায়মান (আঃ) পাখিকে লক্ষ্য করে বললেন, শোন পাখি লোকটি দানের উপকারিতা জেনে ফেলেছে। অতএব , তুমি আমার বাগানে এসে বাসা বাঁধ।

দানে বালা এড়ায়

যদি কোন অমোসলমানও সঠিক খাতে দান করে তাহলে দুনিয়াতে সে বালা–মুছিবত থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে। যদিও আখেরাতে সে উহার ছওয়াব পাবে না। কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে সংক্ষেপে মূলকথা- ফেরাউন ও তার কিবতী বংশের লোকেরা হযরত মুছা (আঃ) এর সাথে নাফরমানী করার কারণে তাদের উপর এক এক করে ৯টি বালা এসেছিল বটে কিন্তু ফেরাউনের বাড়িতে উহার একটিও প্রবেশ করে নাই। কারণ ফেরাউন যদিও বেঈমান তবুও তার জানতে অজান্তে মালী বন্দেগীর

তিনটি ধারা তার দ্বারা আদায় হয়েছিল। যথা– ❒ **গরীব রক্ষা খরচ হিসেবে** ফেরাউন যেদিন রাজা হয়েছিল সেদিন হতে তার লংগরখানা গরীবদের জন্য খুলে দিয়েছিল। ❒ **ধর্ম রক্ষা হিসেবে** মূছা (আঃ) কে বিশ বছর পর্যন্ত খরচ ফেরাউন নিজেই বহন করেছিল। ❒ **সংসার রক্ষা খরচের** কথাতো আর বলার অবকাশ রাখে না। কেননা সংসার খরচ মুসলমান–অমুসলমান, গরীব-ধনী সকলেই করে থাকে।

হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আঃ) এর নিকট ওহীর সাহায্যে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, সামেরীকে হত্যা করো না। সে দানশীল লোক। **হাদীস শরীফে আরো আছে,** কোন এক যুদ্ধ বন্দীকে সে দানশীল হওয়ার কারণে হত্যা করা হয় নাই।

মালী বন্দেগীতে বংশের মাল হেফাজত হয়

সূরা কাহাফে উল্লেখ আছে– মূল কথা– পূর্ব জামানায় একব্যক্তি তিন প্রকার বন্দেগী সঠিকভাবে আদায় করত, কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি দুটি ছোট পুত্র সন্তান রেখে যান। সন্তানদের স্বচ্ছলতার জন্য একটি দেয়ালের মধ্যে এক কলস স্বর্ণ-মুদ্রা রেখে যান যাতে ছেলেদ্বয় বড় হয়ে ঐ স্বর্ণ মুদ্রা দ্বারা স্বচ্ছল হতে পারে। কিন্তু ছেলে দুটি বড় হওয়ার আগেই দেয়ালটি ভেঙ্গে যায় এবং কলসের কিয়দাংশ প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুছা (আঃ) ও খেজের (আঃ) কে নির্দেশ প্রদান করলেন তারা উভয়ে যেন ঐ দেয়াল বিনা মজুরীতে নিজেদের খরচে মেরামত করে দেন। দানের কারণেই আল্লাহ্ তায়ালা এভাবে পরবর্তী সন্তানদের মাল হেফাজত করেন।

দানে বালা দূর হওয়ার জন্য বালা পরিমাণ দান হতে হবে

দানে বালা কাটে সত্য, কিন্তু বালা পরিমাণ দান হতে হবে। যেমন নবী করীম (সঃ) এর দাদা আব্দুল মোত্তালিব আল্লাহর দরবারে মান্নত করেছিলেন যে, তার যদি দশটি পুত্র সন্তান হয় এবং দশজনই সুস্থ–সুঠাম দেহের অধিকারী হয় তাহলে একটি সন্তান কোরবাণী করবেন। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দশটি সুঠাম দেহের অধিকারী সন্তান দান করলেন। সন্তানগণ সকলেই বালেগ হলে মান্নত আদায়ের জন্য কোন্ ছেলেকে

কোরবানী করবেন উহা নির্বাচনের জন্য লটারী দিলেন কিন্তু দেখা গেল লটারীতে নাম উঠে আব্দুল মোত্তালিবের প্রাণ প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহর। আবারও কোড়া ঢালা হলো এবারও নাম উঠল আব্দুল্লাহর। এদিকে আব্দুল মোত্তালিব দশ ছেলের মধ্যে আবদুল্লাহকেই বেশী আদর-স্নেহ করতেন তাই সে বলতে লাগল আমি আমার নয় ছেলেকেও কোরবানি দিতে রাজি আছি, কিন্তু আবদুল্লাহকে কোরবানী দিতে পারব না। তখন সকলে বলাবলি করতে লাগল, আপনি আব্দুল্লাহকে কোরবাণী করা হইতে এড়াইতে চাইলে আপনার দান করিতে হইবে। কেননা দানে বালা কাটে। তাই আব্দুল মোত্তালিব একদিকে আব্দুল্লাহর নাম এবং অন্যদিকে দশটি উটের নাম লিখে কোড়া ঢাললেন, নাম উঠল আব্দুল্লাহর। এভাবে প্রত্যেকবারে ১০টি করে উট বাড়িয়ে একদিকে আব্দুল্লাহর নাম এবং অন্যদিকে ৯০টি উটের নাম দিয়া কোড়া ঢাললেন। তখনও নাম উঠল আব্দুল্লাহর। এরপর একদিকে আব্দুল্লাহর নাম ও অন্য দিকে ১০০টি উটের নাম দিয়ে কোড়া ঢাললেন। এবারে উটের নাম উঠলে আব্দুল মোত্তালিব আব্দুল্লাহর **পরিবর্তে ১০০টি উট কোরবানী দিলেন। ইহাতে নিশ্চিত হওয়া গেল যে, বালা পরিমাণ দান হলে বালা কাটে। আলোচ্য ঘটনায় ১০০ (একশত) উটের বদলে আব্দুল্লাহ কোরবানী হওয়া থেকে রক্ষা পেলেন।**

কথিত আছে, জনৈক পীর সাহেবের মুরীদ পীরের কাছে বলল- হুজুর আমার ছেলে খুব অসুস্থ। তার জন্য একটু দোয়া করুন। পীর সাহেব বললেন, তুমি তাঁর জন্য দুটি বকরী দান করার মান্নত কর। একটি ধর্ম কাজে অন্যটি গরীবদের জন্য। লোকটি তাই করল। কিন্তু ছেলের অসুখ কমলো না। লোকটি পুনরায় পীর সাহেবের কাছে দোয়া চাইলে পীর সাহেব তাকে আবারও দু'টি বকরী মান্নত করতে বললেন। একটি ধর্ম খাতে ও অন্যটি গরীবদের জন্য। এভাবে চারবারে ৮টি বকরী পর্যন্ত মান্নত করার জন্য নিয়ত করার পরও যখন রোগ ভাল হল না তখন লোকটি আবারও পীর সাহেবের কাছে দোয়া চাইলে পীর সাহেব আবার দুটি বকরী মান্নত করার জন্য বললেন। কিন্তু লোকটি এবারে একটু অসন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং মনে মনে ভাবল যে, হুজুরে শুধু দানই বুঝেন অন্য কিছু বুঝেন না।

তাই সে এবারে মান্নত করার নিয়ত না করে পীরের বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়লেন ! ঘুমের ভিতরে স্বপ্নে দেখল তার ছেলেকে দশটি বাঘে আক্রমন করেছে। সে আটটি বাঘের মুখে আটটি ছাগল তুলে দিল। অবশিষ্ট বাঘ দুটির মুখে কিছু দিতে পারল না। ফলে বাঘ দুটির একটিতে ছেলের মাথা এবং অপরটিতে ছেলের পা কামড়ে ছিড়ে ফেলল। লোকটি স্বপ্নের ভিতর চিৎকার করে ঘুম থেকে উঠে পীর সাহেবের নিকট স্বপ্নের কথা বলল। পীর সাহেব বললেন-তুমি বাড়িতে চলে যাও। লোকটি যখন বাড়ির দিকে যাচ্ছিল পথিমধ্যে সংবাদ পেল, তার পুত্র মারা গেছে। **বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে জানা গেল দানে বালা কাটে সত্য কিন্তু বালা পরিমাণ দান হতে হবে।**

বখীল দুনিয়াতে চোখের পানি দ্বারা নদী প্রবাহিত করিলেও তার জন্য জাহান্নাম

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর লিখিত "কিমিয়ায়ে সাআদাত" নামক কিতাবে লিখা আছে-একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) পবিত্র কা'বা গৃহের তাওয়াফ করিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া কা'বা গৃহের বেষ্টনীর উপর হস্ত স্থাপনপূর্বক বলিতে লাগিল হে আরহামুর রাহেমীন খোদা ! এই পবিত্র গৃহের উছিলায় তুমি আমার গুণাহ ক্ষমা করিয়া দাও। হুজুর (সঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বলত তোমার পাপ কি ? লোকটি বলিল আমার পাপ এত বড় যে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। হুজুর (সঃ) বলিলেন, আচ্ছা তোমার পাপ বড় না জমিন বড়? সে উত্তর করিল, আমার পাপ বড়। হুজুর (সঃ) তাকে প্রশ্ন করিলেন, তোমার পাপই বড় না আসমান বড় ? সে বলিল, আমার পাপই বড়। হুজুর (সঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পাপ বড় না আল্লাহ্ তায়ালার আরশ বড় ? সে বলিল, আমার পাপই বড়। অতঃপর হুজুর (সঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পাপ বড় না আল্লাহ্তায়ালা বড়? সে ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ তায়ালা তো সর্বাপেক্ষা বড়। হুজুর (সঃ) বলিলেন, তুমি তোমার পাপের বিবরণ দাও। সে বলিতে লাগিল, আমি অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী। কিন্তু আমার স্বভাব এত কৃপণ যে, কোন

অভাবগ্রস্থ গরীব-দুঃখীদের দূর হইতে আসিতে দেখিলে আমার নিকট বোধ হয় যেন অগ্নি আসিতেছে, আমাকে পোরাইয়া মারিবে। হুজুর (সঃ) বলিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাক। যে খোদা আমাকে সত্য পথের উপর প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি রুকনে ইয়ামানী এবং মাকামে ইব্‌রাহীমের মধ্যস্থলে সহস্র বৎসর ধরিয়া নামাজ পড়িতে থাক এবং এতো রোদন করিতে থাক যে, তোমার অশ্রুতে বহুসংখ্যক নদী প্রবাহিত হইয়া এই মরু প্রান্তরে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে থাকে, অতঃপর তুমি যদি কৃপণ স্বভাব লইয়াই পরলোক গমন কর তথাপি দোযখ ভিন্ন আর কোথাও তোমার স্থান হইবে না।

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রসারের জন্য সকলেরই তৌফিক অনুযায়ী দান করা উচিত

তাবুকের যুদ্ধের জন্য যখন নবী করীম (সাঃ) সাহাবাদের থেকে সাহায্য তলব করলেন। তখন হযরত উসমান (রাঃ) ১০০০টি উট বোঝাই করে সম্পদ দান করলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর সম্পদের অর্ধেক ১৫ হাজার দিরহাম দান করলেন। এভাবে সকল সাহাবায়ে কেরাম তাদের সামর্থ অনুযায়ী দান করলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) বাড়ি গিয়ে দেখলেন তার স্ত্রী ও ঘরের সবাই বেশ কয়েক বেলা উপবাসের পর মাত্র দুইসের আটা নিয়ে তাঁর স্ত্রী রুটি বানাতে বসছেন। কিন্তু পানি দেননি। এই অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ) মনে মনে চিন্তা করলেন আজ আমার এই দুইসের আটা দান না করার কারণে যদি যুদ্ধের একটি অস্ত্র কম কেনা হয়, অথবা মুসলিম সৈন্যদের খোরাকীতে কম হওয়ার কারণে ইসলামের পরাজয় হয়, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব? তখন তিনি ছেলে-মেয়েদের উপবাসের চিন্তা বাদ দিয়ে স্ত্রীর কাছে বললেন, রাসূল (সঃ) তো যুদ্ধের জন্য দানের আহ্বান করেছেন। আমাদের ঘরে দান করার মত কি আছে দাও। স্ত্রী বললেন, এই দুইসের আটা ব্যতীত আর কিছুই নেই। যেইরকম হযরত আবুবকর (রাঃ) সেই রকম তাঁর স্ত্রী। তিনি চাদর পাতলেন আর স্ত্রী সমস্ত আটা চাদরে তুলে দিলেন। বাজারে বিক্রয় করে মাত্র ৬ আনা পয়সা তিনি দান করেছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আবু বকর (রাঃ) এর এই দান এত প্রিয় হয়েছিল

যে, আল্লাহ্ তায়ালা জিব্রাঈল (আঃ) কে পাঠিয়ে তাকে তাবুকের যুদ্ধের দানে ফার্ষ্ট ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই আবুবকর (রাঃ) ই যেদিন প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সেদিনই চল্লিশ হাজার দিরহাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রচারের জন্য রাসূল (সঃ) কে দান করেছিলেন। তাঁর ৩০০ (তিনশত) খেজুরের বাগান ও ১২টি স্বর্ণের দোকান ছিল উহাও তিনি পর্যায়ক্রমে দ্বীন প্রচারের জন্য দান করে ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মালী বন্দেগীর বর্ণনা

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তার সম্পদ তিনভাগ করে একভাগ ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের জন্য খরচ করতেন। একভাগ গরীবের অভাব মোচনের জন্য খরচ করতেন। আর একভাগ সংসারের জন্য খরচ করতেন।

দানের ব্যাপারে সাহাবীদের ঈছার

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (সঃ) এর একজন সাহাবীকে একটি বকরীর মস্তক উপঢৌকন দেওয়া হইলে তিনি বলিলেন, ইহা আমার ভ্রাতা মুসলমানের অভাব আমার অভাবের চেয়েও অধিক। সুতরাং তিনি তাহা তাহার ভ্রাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহার ভ্রাতাও এইরূপ মনে করিয়া তাহার অন্য এক ভ্রাতা মুসলমানের নিকট তাহা পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে প্রত্যেকেই তাহা পাইয়া তাহার অন্য ভ্রাতা মুসলমানের নিকট পাঠাইতে পাঠাইতে বকরীর মস্তক সাতটি বাড়ী ঘুরিয়া প্রথম ব্যক্তির নিকট তাহা আবার আসিয়া উপস্থিত হইল।

মুসলমানদের ঈছার

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধে বহু মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। আমি আমার চাচাত ভাইকে পানি পান করাইবার জন্য অনুসন্ধান করিতেছিলাম। আমি মনে মনে বলিতেছিলাম, যদি সে আহত হইয়া থাকে তাহাকে আমি পানি পান করাইব এবং তাহার মুখমন্ডল মুছিয়া দিব। তারপরই আমি তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলাম তোমার পানীয় এই, পান করিবে কি ? সে পান করিবে বলিয়া ইঙ্গিত করিল। তখনই

পার্শ্বে অন্য একটি লোক বলিয়া উঠিল আহ ! পানি !! আমার চাচাত ভাই ঐ লোকটিকে প্রথমে পানি দিতে বলিলেন। যখন আমি পানি তাহার নিকট লইয়া আসিলাম তাহাকে হেশাম এবনে আছ বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাহাকে বলিলাম, আমি তোমাকে পানি দিতেছি। তখন অন্য ব্যক্তি পানির কথা শুনিয়া চীৎকার করিল, আহা পানি ! তখন হেশাম সেই পানি সেই ব্যক্তির নিকট লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহার নিকট পানি লইয়া আসিতে না আসিতেই সে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তারপর আমি আমার চাচাত ভাইয়ের নিকট পানি লইয়া গিয়া দেখিলাম যে তাহারও প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়াছে।

দানে বিলম্ব করা উচিত নয়

হযরত আবুল হাসান আর সাবহা (রহঃ) একদিন পায়খানায় বসিতেই কোন দরিদ্রকে তাঁহার গায়ের পিরহানটি দান করার ইচ্ছা জন্মিল। তৎক্ষণাৎ তিনি স্বীয় গাত্র হইতে পিরহানটি খুলিয়া ফেলিলেন এবং বাহিরে আসিয়া জনৈক মুরীদকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার এই পিরহানটি লও এবং অমুক ফকিরকে দান করিয়া আস। মুরীদ আদেশ পালনের পর আসিয়া আরজ করিল হুজুর পায়খানার কার্য সমাধা করিয়া বাইরে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করিলেন না কেন ? শেখ মহোদয় উত্তর করিলেন আমার আশংকা হইল খোদা না করুন পাছে হয়ত অন্য চিন্তা আসিয়া আমাকে দান করা হইতে বিরত রাখিতে পারে।

দানশীলতার প্রভাব মৃত্যুর পরেও থাকে এবং কবরে মৃত্যু ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়

এহইয়াউল উলূমিদ্দীন কিতাবে লেখা আছে- মিশরে মোহতাছেব নামক একব্যক্তি ছিল। সে দরিদ্রদিগকে আবশ্যকীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া দিত বলিয়া বিখ্যাত ছিল। একবার দরিদ্রদের ভিতর কোনো ব্যক্তির একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সে বলিল, আমি মোহতাছেবের নিকট আসিয়া বলিলাম, আমার সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আমার নিকট একটি কপর্দকও নাই।

মোহতাছেব আমাকে সঙ্গে লইয়া একদল লোকের নিকট চলিয়া গেল। কিন্তু কোন কিছুই পাইলেন না। তারপর সে এক মৃত ব্যক্তির

কবরের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মৃত ব্যক্তি আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন, তুমি জীবিতকালে অনেক দরিদ্র লোকের কষ্ট নিবারণ করিয়াছ। আমি অদ্য ঘুরিতে ঘুরিতে একদল লোকের নিকট গেলাম এবং এই নবজাত সন্তানের জন্য তাহাদের নিকট কিছু চাহিলাম, কিন্তু তাহারা কিছুই দিল না।

তারপর মোহতাছেব উঠিয়া নিজ হইতে একটি দিনার বাহির করিয়া উহাকে দুই ভাগ করিয়া আমাকে একভাগ দিয়া বলিল, আমি তোমাকে ইহা কর্জ দিতেছি। তুমি কিছু অর্থ পাইলে ইহা পরিশোধ করিবে। সে বলিল আমি তাহা লইয়া চলিয়া গেলাম এবং সন্তান জন্মের সময়ে যে ব্যয় হইয়াছিল তাহা দ্বারা তাহা পরিশোধ করিলাম। রাত্রে মিশরের কবরের ঐ অধিবাসীকে মোহতাছেব স্বপ্নে দেখিল যে, সে বলিতেছে, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি। আমার উত্তর দেওয়ার অনুমতি নাই। তবে তুমি আমার গৃহে যাইয়া আমার সন্তানগণকে অগ্নিকুন্ডের নিকট একটি স্থান খুঁদিতে বলিবে। তাহার ভিতরে একটি পাত্রে পাঁচশত দিনার আছে। তাহা লইয়া যেন তাহারা এই ব্যক্তিকে দান করিয়া দেয়। যখন প্রভাত হইল, সেই মিশরবাসী মোহতাছেব মৃত লোকের গৃহে আগমন করিয়া তাহাদিগকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলিলে, তাহারা সেই স্থানটি খুঁদিয়া সত্য সত্যই দীনারগুলি বাহির করিয়া লইল এবং তাহার সামনে তাহা রাখিয়া দিল।

মুহতাছেব বলিল ইহা তোমাদের ধন। আমার স্বপ্নের জন্য কোন পুরস্কারের নির্দেশ নাই। তাহারা বলিল, ধনের অধিকারী মৃত হইয়া ও দান করিবে আর আমরা জীবিত হইয়াও কি তাহা দান করিতে পারিব না ? তাহা কখনই হইবে না। যখন তাহারা তাহাকে তাহা গ্রহণ করতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল সে তাহা গ্রহণ করিয়া ঐ নবজাত সন্তানের পিতার নিকট লইয়া গেল এবং তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল ! তন্মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তি একটি দীনার গ্রহণ করিয়া ইহাকে দুইভাগ করিল এবং যে অর্ধ দীনার মোহতাছেবের নিকট কর্জ করিয়াছিল, তাহা তাহাকে দিল এবং অন্য অর্ধেক ঐ নবজাত শিশুর

জন্য রাখিয়া দিল এবং বলিল, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সে মোহতাছেবকে বলিল, তুমি বাকী মুদ্রাসমূহ দরিদ্রদের ভিতর বন্টন করিয়া দাও। মহাত্মা আবু ছায়িদ বলিয়াছেন, আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই তাহাদের ভিতরে তাহার চেয়ে অধিক ছখী কোন ব্যক্তি ছিল।

বর্ণিত আছে যে, একদল মরু আরববাসী তাহাদের একজন দানশীল লোকের কবর জেয়ারত করিবার জন্য আসিয়া তাহার কবরের নিকট অবতরণ করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিল। তাহারা অনেক দূর দেশ হইতে আসিয়াছিল। তাহারা যখন নিদ্রায় বিভোর তখন তাহাদের মধ্য হইতে একজন লোক স্বপ্নে দেখিল যে, কবরবাসী তাহাকে বলিতেছে, আমার নজীব নামক উটের বিনিময়ে তোমার উটটি দিবে? মৃত দানশীল লোক একটি জন বিদিত উট রাখিয়া গিয়াছিল এবং এই ব্যক্তির একটি রিষ্ট পুষ্ট উট ছিল। তখন স্বপ্নে তাহাকে বলিল হ্যাঁ সম্মত আছি। সুতরাং তাহার উটটি দানশীল লোকের নজীব নামক উটের বিনিময় স্বপ্নে বিক্রি করিয়া দিল। যখন তাহাদের ভিতর এই চুক্তি হইল। এই ব্যক্তি তাহার উষ্ট্রের দিকে অনুরক্ত হইয়া পড়িল এবং তাহার স্বপ্নের ভিতরই জবেহ করিয়া ফেলিল। যখন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তখন রক্ত তাহার উটের গ্রীবাদেশ হইতে প্রবাহিত হইতেছিল। তখন লোকটি দাঁড়াইয়া উহাকে জবেহ করিয়া উহার গোস্ত বন্টন করিয়া দিল এবং তাহারা তাহা পাকাইয়া ভক্ষণ করিয়া চলিয়া গেল। তাদের ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে তাহারা যখন পথিমধ্যে চলিতে ছিল একদল আরোহী তাহাদের সামনে আসিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন লোক বলিল, আমি তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি অমুক ব্যক্তি হইতে কিছু খরিদ করিয়াছিলে ? তারপর সে বলিল হ্যাঁ আমি ক্রয় করিয়াছি তখন সেই ব্যক্তি বলিল, এই নজীব নামক উটটি গ্রহণ কর।

ঐ মৃত ব্যক্তি আমার পিতা. আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, তিনি আমাকে বলিতেছেন, যদি তুমি আমার পুত্র হও,তুমি অমুকের পুত্র অমুককে আমার নজীব নামক উটটি দিয়া দাও। তিনি তাহার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসার বিজ্ঞাপন

শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের ৪০/৪৩ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, (মূল কথা) যে ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ, উহা দুইভাগে বিভক্ত- ফিক্বাহ, তাছাওউফ। ফিক্বহর ইল্‌ম শিক্ষা করা যেরূপ আবশ্যক পরিমাণ ফরজে আইন এবং আবশ্যকের বেশী অপরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া ও বিদ্যার সাগর হওয়া মুস্তাহাব, তদ্রুপ তাছাওউফের ইল্‌মও আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা করা ফরজে আইন, অপরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেশী শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া, বিদ্যার সাগর হওয়া মুস্তাহাব।

ফিক্বাহর ইল্‌ম শিক্ষা করার জন্য অসংখ্য মাদ্রাসা তৈয়ার হইয়াছে, কিন্তু তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করার জন্য কোন মাদ্রাসা তৈয়ার হয় নাই; ইহা একটি বড় রকমের অভাব। এই অভাব দূরিভূত করার জন্য এই বাংলাদেশে ২৫ খানা মাদ্রাসা স্থাপন করা হইল। উল্লিখিত মাদ্রাসাগুলিতে ইল্‌মে তাছাওউফের ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া, মুস্তাহাব এই তিন স্তরের ইল্‌ম শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

অতএব ❒ যাহারা টাইটেল বা দাওরা পাশ করিয়াছেন বা ❒ স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি পাশ করিয়াছেন বা ❒ কোন ইল্‌মই শিক্ষা করেন নাই এবং ❒ যাহারা পীর সাহেব সাজিয়াছেন অথচ ইল্‌মে তাছাওউফের খোঁজ রাখেন না, মুরীদদিগকে নফল অজীফার দ্বারা ধোকা দিতেছেন, তাহাদিগকে আহবান জানান যাইতেছে যে, আপনারা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার ফরজ আদায় করার জন্য বা ইলমে দ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় করার জন্য উল্লিখিত মাদ্রাসার যে কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। বর্ণিত প্রত্যেকটি মাদ্রাসায় তিনও দরজার ইলম শিক্ষা দান করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত আছেন।

শিক্ষক খরচ এবং ছাত্রদের খোরাকী খরচ ছাত্রদের বহন করিতে হইবে। প্রত্যেকটি মাদ্রাসায় খোলার তারিখে প্রথম ঘন্টায় ছাত্র ভর্তি করা হইবে। প্রথম ঘন্টার নির্ধারিত সময় বাদে ফজর হইতে বেলা আটটা পর্যন্ত থাকিবে।

প্রকাশ থাকে যে, বাৎসরিক দুই বারের তালীমী জলছায় শিক্ষা খরচ বা বেতন স্বরূপ তালীমী কাজে নুছরাতের নিম্ন পরিমাণ ৪০ কেজি চাল বা উহার সমপরিমাণ মূল্য।

ইতিঃ

মোহাম্মদ হাতেম আলী

বিঃ দ্রঃ বর্তমানে আরো বহু তাছাওউফ মাদ্রাসা কায়েম করা হইয়াছে। [প্রকাশক]

প্রকাশকের বিশেষ বক্তব্য

❑ মুসলিম ভাইসব! পূর্ণাংগ দ্বীন ইসলামের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফরজে আইন (অপরিহার্য জরুরী) অংশ ইলমে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফের সঠিক শিক্ষা (অর্থাৎ মুহ্লিকাত ও মুন্জিয়াতের তা'আরীফ, আছবাব, আলামত ও এ'লাজের শিক্ষা) প্রায় সমগ্র দুনিয়া থেকেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

❑ তাছাওউফ সম্পর্কীয় উক্ত জরুরী ইল্ম প্রচলিত মাদ্রাসাসমূহ ও দুনিয়াবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এমন কি প্রচলিত লক্ষ লক্ষ পীরানা দরবার ও ওয়াজ মাহ্ফিল ইহার কোথাও কিতাবী ধারায় সঠিক ও পূর্ণভাবে শিক্ষাপ্রদান ও প্রচারের ব্যবস্থা নাই: বরং সর্বত্র ধর্মের আংশিক শিক্ষা ও আংশিক প্রচার চলিতেছে। আর উক্ত আংশিক ধর্মেই মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হইতেছে।

❑ অথচ, কুরআন, হাদীস ও মাজহাবের কিতাবে পাওয়া যায় সংক্ষেপে মূলকথা– তাছাওউফ (অন্তর শুদ্ধি) অর্জন না করিয়া বরং তৎপরিবর্তে হিংসা-রিয়া ইত্যাদি কু-রিপুর সহিত আমল বন্দেগী করিলে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাছবীহ, জিকির ইত্যাদি জীবনের যাবতীয় ইবাদাত বন্দেগী সম্পূর্ণরূপে বেকার হইয়া যাইবে। এমন কি তাছাওউফ পরিত্যাগ ও অগ্রাহ্য করিয়া (রিয়ার সহিত) ধর্মযুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিলেও ময়দানে হাশরে দোজখের কঠিন আজাব হইতে মুক্তির ঘোষণা নাই।

❑ কিতাবে আরো উল্লেখ আছে ইলমে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফ অর্জন না করিয়া পীর, আলেম ও ইসলাম ধর্ম প্রচারক (বক্তা) ইত্যাদি কিছুই হওয়া যায় না; বরং তাছাওউফ অর্জনহীন ব্যক্তি ফাছেক শ্রেণীভুক্ত।

❑ দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই আজ কল্পনাতীত ভাবে জুলুম-অত্যাচার, অশ্লীলতা, দুষ্কার্য, অন্যায়, মিথ্যা, ধোকা, চুরি-ডাকাতি, অশান্তি, বিশৃংখলা, খুন-খারাবি ইত্যাদি পর্য্যায়ের হাজারো পাপে ভরপুর। কিতাবে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে যে, (মূলকথা) উহার প্রধান ও মূল কারণ হইল তাছাওউফ বা অন্তর শুদ্ধি হইতে দূরে থাকা।

❑ মোট কথা পূর্ণাংগ দ্বীন ইসলামের বিশেষ করে ইলমে তাছাওউফের সঠিক সন্ধান ও সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণেই আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ ইহকাল ও পরকাল উভয় দিক দিয়াই মহা ধ্বংসের সম্মুখীন।

❑ অতএব-এইরূপ চরম অবস্থায় পূর্ণাংগ দ্বীন বিশেষ করিয়া সঠিক ইলমে তাছাওউফের সর্বত্র ব্যাপক প্রচার করা এবং আংশিক ধর্মে মুক্তির ঘোষণা সহ অন্যান্য সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিশ্ব ব্যাপী চূড়ান্ত পর্য্যায়ের এক মহা জিহাদ পরিচালনা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করিয়া যাওয়া যে কত বিরাট প্রয়োজন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

❑ হাদীসের মর্মে পরিস্কার ভাবে জানা যায়। (সংক্ষেপে মূল কথা) অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ (অর্থাৎ অন্যায় দুর করার জন্য সাধ্য অনুযায়ী সর্বাত্মক চেষ্টা সাধণা) না করিলে চোখের পলকের জন্যও জীবনে কোন পাপ না থাকিলেও আল্লাহ্র গজব থেকে মুক্তি নাই।

❑ অতএব সকলের প্রতি আহ্বান জানানো যাইতেছে যে, পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের শিক্ষা বিশেষ করিয়া তাছাওউফের সঠিক শিক্ষাকে মজবুত ভাবে আকড়াইয়া ধরুণ এবং সমগ্র দেশ ও বিশ্ব ব্যাপী পূর্ণাংগ দ্বীন বিশেষতঃ ইলমে তাছাওউফের ব্যাপক প্রচার কার্য্য পরিচালনার জন্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে উপরোল্লিখিত মহা জিহাদ পরিচালনার জন্য সাহাবায়ে কেরামগণের তরীকায় নায়েবে রাছুলকে বিশেষ করে নিজেদের মাল সমূহের দ্বারা শক্তি পরিমাণ পরিপূর্ণরূপে সাহায্য ও সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে আগাইয়া আসুন।

❑ মুসলিম ভাইসব! মনে রাখিবেন, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যেভাবে রাজ সরকারের কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন, পূর্ণাংগ দীনকে বিশ্বব্যাপী প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও উপরোল্লিখিত মহা জিহাদ পরিচালনার জন্য ধর্ম সরকারের ও (নায়েবে রাছূলের) তদ্রুপ বরং তার চাইতেও আরো বহু বহু গুণ বেশী টাকার প্রয়োজন।

❑ এই মহা সত্য কথাটি বুঝিতে না পারার কারণে ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষার জন্য যে কোটি কোটি টাকার ফান্ডের দরকার তাহা কায়েম হইতেছে না। তাই ধর্ম সরকারেরা ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষা কোনটাই করিয়া উঠিতে সক্ষম হইতেছে না।

❑ কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'য়ালা ফরমাইয়াছেন, "হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন একটি তেজারতের কথা বলিয়া দিব? যাহা তোমাদিগকে দুঃখজনক আজাব হইতে নাজাত দিবে। (তাহা এই যে) তোমরা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাছুলের প্রতি ঈমানে মজবূত থাকিবে এবং নিজেদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করিবে।"

❑ কুরআন শরীফের ছুরায় ছফের মধ্যে আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী হইয়া যাও, যেভাবে মরিয়মের পুত্র ঈছা (আঃ) হাওয়ারীনদেরকে বলিয়াছিলেন, কে আছ আমাকে (আল্লাহ্র দ্বীন প্রচারের কাজে) সাহায্য করিতে পার ?"

❑ আল্লাহ্র দ্বীন প্রচারের কাজে হাদীকে অর্থাৎ রাছূল বা নায়েবে রাছুলকে সাহায্য করা আল্লাহ্র নিকট এত বেশী পছন্দনীয় যে, উক্ত সাহায্যকে আল্লাহ নিজের দিকে ঘুরাইয়া নিয়া উহাতে যেন আল্লাহকেই সাহায্য করা হয় বলিয়া আয়াতের ভিতরে উল্লেখ করিয়াছেন।

❑ অতএব সকলেই বখিলী রিপু দূর করিয়া পূর্ণাংগ দ্বীন ইসলামকে সমগ্র দেশ ও বিশ্ব ব্যাপী প্রচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য নায়েবে রাছূলকে সম্ভাব্য সকল শক্তির দ্বারা বিশেষ করে ৫টি ফান্ডের মাধ্যমে পূর্ণভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতঃ দোজখ থেকে মুক্তিলাভ ও মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার বন্ধুত্ব অর্জনের এক বিশেষ সম্বল সংগ্রহ করুন।

❑ কোরআন শরীফের তৃতীয় পারায় আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশেষ তাকীদ সহকারে নির্দেশ দিয়াছেন যে, "অবশ্য অবশ্যই তোমরা বিশ্বনবীকে বিশ্বাস করিবে এবং অবশ্য অবশ্যই তোমরা তাঁহাকে সাহায্য করিবে।" প্রকাশ থাকে যে, রাছুল (সাঃ) এর অবর্তমানে নায়েবে রাছূলকে সাহায্য করিলেই সাহায্য সম্পর্কীয় উপরোক্ত আয়াতের উপর আমল করা হইবে।

❑ কুরআন শরীফের তৃতীয় পারায় "লিল ফোকারাইল্লাজীনা উহছিরূ ফি ছাবীলিল্লাহে.... এই আয়াতের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্র পথে অর্থাৎ আল্লাহ্র কুরআন ও পূর্ণাংগ দ্বীনের আম তাবলীগ বা আমভাবে প্রচার কার্যে (জীবনকে পূর্ণ ভাবে ওয়াকফ্ করিয়া) সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রহিয়াছে অথচ তাহাদের টাকা বা মালের অভাব ও প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহাদের আর্থিক সংকট সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা তাহাদেরকে ধনী বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারাই কুরআনে উল্লেখিত ধর্মীয় ফান্ডের মাল পাওয়ার বিশেষ হকদার অর্থাৎ তাহাদেরকে রোজগার, ফসল গং ফান্ড সমূহের মাল দিতে হইবে বলিয়া আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশেষভাবে ঘোষনা ও বর্ণনা করিয়াছেন।

❑ দ্বিতীয়তঃ ছুরায় আনফালের মধ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা কড়া নির্দেশ জারী করিয়া বলিয়াছেন- সংক্ষেপে মূল অর্থ হইল - "এরূপ ভাবে শক্তি ও জেহাদের সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে যে, যাহাতে উহার দ্বারা আল্লাহ্র ও মুসলমানদের দুশমনদেরকে ভয় প্রদর্শন করা যায়।"

❑ মুসলিম ভাইগণ! চিন্তা করিয়া দেখুন একদিকে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী আম তাবলীগ অর্থাৎ আমভাবে কুরআন ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রচার করিতে হইলে এবং দ্বিতীয়ত ঃ দুনিয়ার সমস্ত বাতেল গোমরাকারী দল সমূহ ও কাফেরদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করিতে হইলে কি পরিমাণ টাকা, মাল, আছবাব, যুদ্ধ সরঞ্জাম ও শক্তি সংগ্রহের প্রয়োজন।

❑ এক্ষেত্রে যাহারা বখিলী রিপুর বশবর্তী হইয়া মাল খরচ করিতে রাজী হয় না বরং ই'তিরাজ করিয়া বলে যে, যিনি নায়েবে রাছুল হইবেন তিনির এত অসংখ্য টাকার প্রয়োজন কেন ? এবং অন্যদেরকেও বখিলী করার জন্য কু-পরামর্শ দেয়, তাহারা চরম গোমরাহীর ভিতরে আছে। পরজগতে তাহাদের জন্য রহিয়াছে দোজখের ভীষণ শাস্তি।

❑ মুসলিম ভাইসব! ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় খন্ডের ভিতরে ও বন্দেগী প্রথম খন্ডেভিতরে ধর্মের পথে কোন ধারায় ও কি ভাবে মাল খরচ করিতে হইবে ইত্যাদি বহুবিধ জরুরী বিষয় সম্পর্কে মুজাদ্দিদে আ'জম নায়েবে রাছূল মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী সাহেব (রঃ) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিতাব দ্বয় অত্যন্ত জরুরী। সহজে বুঝিবার সুবিধার্থে কতিপয় স্থানে বন্ধনীর মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত কিছু বর্ণনা সংযোজন করা হইয়াছে।

অতএব সকল মুসলিমদের বিশেষ করে তাছাওউফ শিক্ষার্থীগণের নিকট বিশেষ আহ্বান রহিল যে, আপনারা নিজ নিজ শিক্ষা ও আমলের অগ্রগতির জন্য পূর্ণভাবে চেষ্টায় লিপ্ত হউন। বিশেষ করে আকাইদ, ফিক্বাহ ও ইলমে তাছাওউফের সমষ্টি পূর্ণাংগ দ্বীন ইসলামকে সমগ্র দেশ ও বিশ্বব্যাপী প্রচার-প্রতিষ্ঠা করার মহা অভিযানকে অতিদ্রুত সফল করার উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে বিশেষ করে কিতাবে উল্লেখিত পাঁচটি ফান্ডের মাধ্যমে নায়েবে রাছূলকে শক্তি পরিমাণ পূর্ণভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতঃ পরজগতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মহান আল্লাহ্র দীদার লাভের সম্বল সংগ্রহ করুন। [প্রকাশক]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ط

কশ্মিন কালেও তোমরা বেহেস্তে যাওয়ার উপযোগী নেকী অর্জন করিতে পারিবেনা যে পর্যন্ত মহব্বতের মাল থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় না করিবে। (আল-কোরআন ৪র্থ পারা)

আল্লাহর দ্বীন-শিক্ষা, প্রচার, ও কায়েমের জন্য মাল খরচ করা। (মালী বন্দেগী করা) (ধর্ম রক্ষা)

প্রচার বিভাগ

সমগ্র দেশ, পর্যায় ক্রমে সারা বিশ্বে পবিত্র কোরআন ও পূর্নাঙ্গ দ্বীন প্রচারের জন্য সঠিক কোরআন প্রচারক হাদী বা নায়েবে রছুলকে মালী বন্দেগীর মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করা।
(তাবলীগে হুকমী করা)

তাছাওউফ বিভাগ

৫+৮=১৩ শর্ত বিশিষ্ট খাঁটী কামেল পীরানা দরবারে আর্থিক সাহায্য করা। ১। সঠিক ইলমে তাছাওউফ নিজে শিক্ষা করা, ২। সারা বিশ্বে উহা প্রচার ও কায়েম করা এবং ৩। হামলা আসলে প্রতিরোধ করা গং জন্য কামেল মোর্শেদ-নায়েবে রছুল কে মাল প্রদান করা।

ফিকাহ বিভাগ

এবাদাত ও মোয়ামালাতের বিশ প্রকার মৌলিক মাছয়ালা * ১। নিজেরা শিক্ষা করা
* ২। সারা বিশ্বে উহা প্রচার ও কায়েম করা এবং
* ৩। হামলা আসলে উহা প্রতিরোধ করার জন্য নায়েবে রছুলকে মাল/টাকা প্রদান করা।

* রোজগার ফান্ড * ফসল ফান্ড * মুষ্টি চাউলের ফান্ড * ওয়াকফ ফান্ড * কলম ও বাক যুদ্ধ গং ফান্ড সমূহের উপর সাধ্য মত আমল করা এবং সারা বিশ্বে পবিত্র কোরআন ও পূর্নাঙ্গ দ্বীন প্রচার প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্যের উদ্দেশ্যে উক্ত ফান্ড সমূহের টাকা/মাল কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট সঠিক কোরআন প্রচারক হাদী-নায়েবে রসূলের হাতে অর্পন করিতে হইবে।

বখীল সাধক যদি জলে স্থলে আর + বেহেস্তী না হবে বলে হাদীসে প্রচার।

মালী বন্দেগী

আল্লাহর বিধানমতে তিনধারায় মাল ব্যয় করিতে হয়

১। সাংসারিক জরুরী কাজে মাল খরচ করা

২। ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষার জন্য মাল খরচ করা

৩। মানুষের অভাব দূর করার জন্য মাল খরচ করা

১নং খোরাক, পোষাক, ঘর পর্দা ইত্যাদি। ২নং দ্বীন শিক্ষার জন্য শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি কাজে।

১। যাকাত ২। ফিতরাহ ৩। কুরবানীর চামড়ার মূল্য ইত্যাদি।

প্রচার বিভাগ
কুরআন প্রচারক সঠিক হাদীসে তাবলীগে হুকমী হিসাবে আর্থিক সাহায্য করা

তাছাওউফ বিভাগ
কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট খাঁটি পীরানা দরবারে আর্থিক সাহায্য করা

কিত্বাহ বিভাগ
নামাজ, রোজা, গং ইবাদাত এবং মুরা'মালাতের শিক্ষা প্রচার প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করা।

১। রোজগার ফান্ড ২। ফসল ফান্ড
৩। মুষ্টি ফান্ড ৪। ওয়াক্‌ফ ফান্ড
৪। জিহাদ ফান্ড

১। ফোকারা ২। মাসাকীন ৩। আ'মেলীন ৪। নও মুসলিম ৫। গোলাম আজাদ কার্যে ৬। কর্জ পরিশোধে ৭। আল্লাহ্ তা'আলার পথে ৮। বিদেশী মুছাফির। এই আট দল লোককে যাকাত গং পরীব ফান্ডের মাল দেওয়া যাইতে পারে। প্রমাণে- সূরায়ে তাওবার ৬০নং আয়াত।

বোখলের বিবরণ

বোখলের সংজ্ঞা

০১। প্রশ্ন ঃ বোখ্‌ল কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ শরীয়তে মাল খরচ করার যে ব্যবস্থা আছে তদনুযায়ী খরচ করিতে দেলে চায় না এই হালতটির নাম বোখল।

অর্থাৎ - আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও কায়েমের জন্য, অভাবগ্রস্ত লোকদের অভাব দূর করার জন্য, নিজের ও স্ত্রী কন্যা মা-বাবা গংদের ভরণ পোষণ ও ধর্মীয় ফরজ-ওয়াজিব শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদির জন্য এবং মনুষ্যত্ব ও ভদ্রতার খাতিরে যাহা দান করা উচিত তাহা দান করিতে কুণ্ঠিত হওয়া বা দেলে চায়না ইহাকে 'বোখ্‌ল' রিপু বলে। (প্রকাশক)

বোখল বা কৃপণতা কোন পর্যায়ের গুনাহ এবং বখিলী করিলে তাহার পরিণাম ফল কি হইবে ইত্যাদির বর্ণনা

০২। প্রশ্নঃ বোখ্‌ল কি রকম গুনাহ্ এবং ইহার পরিণাম ফল কি ?

উত্তর ঃ বোখ্‌ল কবিরা গুনাহ্। দেলের ভিতরে যে সমস্ত বিমার আছে তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কঠিন বিমার (রোগ) হইয়াছে বোখ্‌ল। এই বোখ্‌লের (কৃপণতার) ছববে মানুষের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইয়া যাইবে।

বোখল রিপু অন্তরে সৃষ্টি হওয়ার কারণ

০৩। প্রশ্ন ঃ বোখ্‌লের ছবব কি ?

উত্তর ঃ মুহাব্বতে মাল এবং মালের হাকীকত সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার দরুনই বোখ্‌ল পয়দা হইয়া থাকে।

মালের হাকীকত হইল আল্লাহ্ তা'আলা মাল দান করিয়াছেন মানুষের দেহ এবং আত্মার ইহকাল ও পরকালের শান্তির জন্য। খোরাক, পোষাক, ঘরবাড়ী ইত্যাদিতে যাহা খরচ করা হয় তাহাতে এই জগতের শান্তি লাভ হয়। হজ্ব, যাকাত, কোরবাণী এবং ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষা ইত্যাদির জন্য যাহা খরচ করা হয় তাহাতে পরজগতের শান্তি লাভ হয়।

একজন পারস্য কবি লিখিয়াছেন -

মাল আযবাহ্‌রে আছায়েশে ওমোরাস্ত
না ওমোর আজ বাহ্‌রে গেরদে কারদানে মাল।

অর্থ ঃ মানুষের ইহজগত এবং পরজগতের আরামের জন্য মাল দান করা হইয়াছে। কিন্তু মানুষকে মাল জমা করার জন্য পয়দা করা হয় নাই। বর্তমান যামানার কতক ধনী শ্রেণীর লোকদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন তাঁহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা পয়দা করিয়াছেন শুধু মাল জমা করিবার জন্য। এই শ্রেণীর ধনীরা কোটিপতি হওয়ার পরও ব্ল্যাক মার্কেটের নিশা ছাড়িতে পারিতেছে না।

ইহাদের কতকে, মতলব উদ্ধারের জন্য দানবীর সাজিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের দানের কোন মূল্য নাই অর্থাৎ মতলবী দান শুধু সুযশঃ, সুনামের জন্য বা মতলব সিদ্ধির জন্য।

যেখানে সুনামের আশা নাই বা মতলব হাছিলের কোন কারণ নাই, সেখানে একটি পয়সাও দান করিতে রাযী না।

বোখলের আলামত

০৪। প্রশ্ন ঃ বোখলের আলামত কি এবং বখীল কাহারা ?

উত্তর ঃ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মাল খরচ না করাই বোখ্‌লের আলামত। আর বখীল বহু প্রকার আছে। তবে এখানে কয়েক প্রকার লিখা গেল। শরীয়তে মাল খরচ করার **তিনটি ধারা আছে (সাংসারিক) জরুরী খরচ, অভাব মোচনের খরচ, ধর্ম রক্ষার জন্য খরচ।**

সাংসারিক জরুরী খরচ। যেমন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পরিবার বর্গের খোরপোষ, ঘরবাড়ী, পানি, পায়খানার টাট্টি ইত্যাদির জন্য রীতিমত খরচ করে না, তাঁহারা বখীল।

অভাব মোচনের খরচ। যেমন - যাকাত, ছদকায় ফেতরা, কোরবাণীর (চামড়া বিক্রির মূল্য গরীব-দুঃখীদেরকে দান করা) ইত্যাদিতে ক্ষমতা থাকা সত্বেও রীতিমত খরচ করে না, তাহারা বখীল।